শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

সাধক-কণ্ঠমালা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরাধারমণচরণদাস দেবের পরমকৃপাপ্রাপ্ত
শ্রীলশ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চৈতন্যাব্দ—৪৫১, সন ১৩৪৪ সাল।

ভিক্ষা—১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীউদ্ধব চন্দ্র দাস।
শ্রীরাধারমণ বাগ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্রিণ্টার— শ্রীনফর চন্দ্র সরকার
বিজয় প্রেস
১২নং খুরুট্ রোড্, হাওড়া।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ।

নিবেদন।

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অপার করুণায় আজ আবার শ্রীবৈষ্ণবগণ ও শ্রীভক্ত সমাজে "সাধক-কণ্ঠমালা" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণের সঙ্গে জনবৃন্দের চিত্তবৃত্তি ক্রমাগত বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রায় সকলেরই উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত হইতেছে। বিবিধ ভজনীয় বিষয়-সম্বলিত বহুগ্রন্থ শ্রীভক্ত-সমাজে প্রচলিত থাকিলেও তন্মধ্যে কোনখানি বহুখণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের নিমিত্ত সাধক মহোদয়গণের প্রায় সমস্ত খণ্ডেরই আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু অর্থহীন ভক্তবৃন্দের অর্থাভাব নিবন্ধন সমগ্র গ্রন্থ ক্রয় করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অপর কয়েকখানি গ্রন্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হওয়ায় তদ্দ্বারা সাধকবর্গের সম্পূর্ণ অভাব দূরীভূত হয় না—ইত্যাদি নানাপ্রকার অভাব অসুবিধা উপলব্ধি করতঃ ভক্তিলিপ্স বৈষ্ণববৃন্দের নিত্য কর্ত্তব্য বিষয়গুলি একত্র সঙ্কলন করিয়া "সাধক-কণ্ঠমালা" গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিলেন। "সাধক-

কণ্ঠমালা” গ্রন্থখানি শ্রীবৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের অতি প্রিয় হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আজ আবার শ্রীবৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের নিকট দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি। এবার শ্রীসাধক কণ্ঠমালা গ্রন্থে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইল তন্মধ্যে একটী মহারত্ন শ্রীমন্মহাপ্রভু রচিত শ্রীশ্রীপ্রেমামৃত রসায়ণ স্তোত্র অপ্রকাশিত ছিলেন পদ্যানুবাদ সহ এবার আপনাদের নিকট প্রকাশ হইলেন। আরও কতকগুলি পদপদাবলি ও অত্যাবশ্যক বিষয় সংযোগ করাতে শ্রীগ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য ভিক্ষা কিছু বেশী করা হইল। শ্রীগ্রন্থখানি এবার নির্ভুল করার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, তবে মুদ্রাকরের এবং আমাদের ভ্রমবশতঃ যদি কিছু ভুল দৃষ্ট হয় আশাকরি করুণাময় শ্রীবৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে নিবেদন বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ হইলেন, এক্ষণে ইহা যদি আপনাদের সেবার অনুকূল হয় তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইত্যলম্।

শ্রীপাট বরাহনগর শ্রীশ্রীভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ দাদামহাশয় দয়া করিয়া এই গ্রন্থখানি ছাপাইবার কালে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন।

দীনাতিদীন প্রকাশক।

সূচি পত্র

নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি।

ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ত্তন।

বিবিধ কীর্ত্তন-পদাবলী।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

সাধক-কণ্ঠমালা।

:*:

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

(:*:)

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥ ধ্রু॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুতহরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি॥

মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্য জ্ঞানে গুরু-বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু-নিন্দা তথা না যাইবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥

গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস ॥

ইতিশ্রীলসনাতনদাসকৃত শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা সমাপ্ত।

সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

শ্রীগুরু-চরণ বন্দোঁ গৌরাঙ্গ নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত গোঁসাঞি ॥
গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি।
পিয়াও গোরা-প্রেমামৃত মোরে কৃপা করি ॥
দয়ার সমুদ্র গৌর-প্রিয় হরিদাস।
মোর পাপ-চিত্তে কর নামের প্রকাশ ॥
শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত।
অবোধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥
অনুগ্রহ করহ কুবের নাভাদেবি।
তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি ॥

লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবি নিজগণ সনে।
কর কৃপা নদীয়ার বিহার রহু মনে॥
বসুধা জাহ্নবা দেবি দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাইর লীলা স্ফুরুক আমারে॥
দীনে দয়া কর ওহে মাধব রত্নাবতি।
তুয়া পুত্র গদাধর পদে রহু মতি॥
মাধবী মালিনী দময়ন্তী দেবি সীতা।
তোমরা বিনা গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে।
তোমার গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে॥
দাস গদাধর মোরে রাখহ চরণে।
না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনে মরণে॥
গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর।
মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর॥
বিশ্বরূপ শ্রীযুত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু।
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু॥
গৌরীদাস আচার্য্য নন্দন বনমালী।
এ দুঃখীরে কর নিজ নাচের কাঙ্গালী॥
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন।
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেম-ধন॥

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

মুরারি গোবিন্দ ওহে মুকুন্দ বাসু ঘোষ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষম মোর দোষ॥
অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমে মত্ত কর কৃপা করি॥
কেশব ভারতী কৃপা কর এইবার।
বিশ্বম্ভরের লীলা যেন না ছাড়িয়ে আঁর॥
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর।
ত্রাণ কর ফুকারয়ে এ দীন পামর॥
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন।
নিজ-গুণে দেহ শুদ্ধ ভকতি-লক্ষণ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীআচার্য্য সিংহেশ্বর।
ঘুচাও কুবুদ্ধি হোক বিশুদ্ধ অন্তর॥
ওহে গোপীনাথ পট্টনায়ক এইবার।
কৃপা কর মো সম অধম নাহি আর॥
ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময়।
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয়॥
গৌরপ্রিয়-প্রাণ ওহে রূপ সনাতন।
দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র বর্ণন॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
দন্তে তৃণ ধরি কহি কর আত্মসাৎ॥

চিরঞ্জীব সুবুদ্ধি মিশ্র রাঘব কংসারি।
কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শুন শ্রীধর ঠাকুর।
লাজ ত্যজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর ॥
শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ।
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥
শ্রীমধু পণ্ডিত কাশীমিশ্র গঙ্গাদাস।
ও পদ ভরসা মোর না কর নৈরাশ ॥
কাশীনাথ হরিভট্ট বসু রামানন্দ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ-দ্বন্দ্ব ॥
ওহে কবি কর্ণপূর বলিয়ে তোমায়।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ-লীলায় ॥
কমলাকর পিপ্‌লাই শুনহে মহেশ।
মো পাপীরে ত্রাণো যশ ঘুষুক অশেষ ॥
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয়।
বৈষ্ণব-চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয় ॥
ওহে ঝড়ুদাস ইহা পুনঃ পুনঃ বলি।
হৌক সর্ব্বস্ব মোর বৈষ্ণব পদ-ধূলি ॥
ওহে কালিদাস মোর এই বড় আশ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস ॥

শ্রীজগদানন্দ কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর॥
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস।
নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস॥
বিজয় দাস অনুপাম কর এই মেন।
গৌর-পাদপদ্ম মুঞি না ছাড়িয়ে যেন॥
ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরী।
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি॥
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর।
অনেক জন্মের পাপ ক্ষণেকে সংহার॥
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাধ্যায়।
এই কর সুসিদ্ধান্ত স্ফুরুক হিয়ায়॥
ওহে শিখি মাহাতি এই কর মোর হিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথে রহু প্রীত॥
শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কালা কৃষ্ণদাস।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ॥
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার।
সংসার যাতনা হ'তে করহ নিস্তার॥
ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয়।
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য়॥

ওহে বৃন্দাবন নারায়ণীর কুমার।
তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার ॥
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি।
বিষয়-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার।
কাম ক্রোধ আদি দুষ্টে করহ সংহার ॥
শুন হে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহু মন ॥
এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি।
শ্রীগৌরসুন্দর মোর হৌক প্রাণপতি ॥
হৃদয়চৈতন্য পূর্ণ কর মোর আশ।
গৌরাঙ্গ-গুণ কহে যে তার হঙ দাস ॥
এই কর ভগবান্ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা বুঝি নিরবধি ॥
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ নিবেদি তোমারে।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে ॥
জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন।
মোরে কেন ছাড় হঞা পতিত-পাবন ॥
দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম।
জগৎ উদ্ধার কর মোরে কেন বাম ॥

গৌর-প্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস।
মোরে দণ্ড করি অপরাধ কর নাশ॥
ওহে অভিরাম এই কহিয়ে তোমারে।
পাষণ্ডী অসুর হ'তে রক্ষা কর মোরে॥
ওহে রামানন্দ রায় রসের সাগর।
রসিক ভকত সঙ্গ দেহ নিরন্তর॥
ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তি-রাশি।
গৌর-পাদপদ্ম-সেবা দেহ দিবানিশি॥
গৌর-পদে উপাধান ঠাকুর শঙ্কর।
গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর॥
প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে নদীয়া নিবাসী।
মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি॥
নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে যেন ডুবে মোর মন॥
ওহে উৎসবানন্দ বলি ভূমিতে লুটায়ে।
দেশে দেশে ফিরি যেন গৌর-গুণ গেয়ে॥
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই।
গৌর-গুণে মত্ত হয়ে নাচিয়ে বেড়াই॥
ঠাকুর মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায়।
গৌর কথা যথা তথা থাকি দীন-প্রায়॥

ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস দেহ এই বর।
গৌর-গুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর॥
অনন্ত আচার্য্য যদু গাঙ্গুলী মঙ্গল।
ঘুচাও যতেক আমার আছে অমঙ্গল॥
শিশু কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
রক্ষা কর এইবার করিনু দুষ্ট কাজ॥
ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র।
গণ সহ কর দয়া মুঞি অতি মন্দ॥
কি বলিব ওহে গৌর-প্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥
আত্ম-নিবেদন এই করি মুঞি স্তুতি।
দিনে দিনে স্ফুরে যেন সংপ্রার্থনা ইতি॥

ইতি শ্রীল নরহরি দাস বিরচিত সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারি ॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ সম হৈনু ॥
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কালসোনা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন বংশীধারী।
কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্বমুনি রাখে নাম দেবচক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্যভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥

দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর।
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥
বাসুকী রাখিল নাম দেব সৃষ্টি-স্থিতি।
ধ্রুবলোক নাম রাখে ধ্রুবের সারথি॥
নারদ রাখিল নাম ভক্ত প্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি।
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার।
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহমুরারী॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ॥
স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥

বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদিচতুর্ব্ব্যূহ সহ।
মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ ॥
পুতনাবিনাশকারী শকট-ভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশি-ধেনুক-মর্দ্দন ॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুন-ভঞ্জন ॥
কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী ॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জা-মনোহারী।
চানূর কংসাদিনাশী অক্রূরনিস্তারী ॥
নবীননীরদকান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
গোপগোপীপরিবৃত কমলনয়ন ॥

বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন॥
সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণী-রমণ।
প্রদ্যুম্ন-জনক শিশুপালাদি-দমন॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি॥
শাল্ব দন্তবক্রনাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজনত্রাণকর্ত্তা ভূভারবিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু॥
দেবের আরাধ্য দেব মুনিজন-গতি।
যোগিধ্যেয়পাদপদ্ম রাধিকার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি নবঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গোকোটি কন্যা দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ-নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়
সে হরি বঞ্চিত হইলে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেবনারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥

অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস-ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুর-বধ-আদি কালীয়দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ২॥
ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশতনাম।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধমতারণ নাথ ভকত আশ্রয়॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর।
জগন্নাথমিশ্র-সুত গৌরাঙ্গসুন্দর॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌরগোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু॥

নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা।
সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয়॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র।
অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর।
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজন মুগ্ধকর॥
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রসিক সুঠাম।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন॥
শ্রীজীব-বৎসল প্রভু ভকতবৎসল।
ভট্ট গোসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের বল।
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত প্রকাশ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন॥

অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ-বিমোচন।
জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ॥
রসরাজমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ববিনাশন॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জনদলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জা-নিবারণ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণবজীবন।
সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন॥
বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিত্তসুরঞ্জন॥
নয়নের অভিরাম ভাবুক-রমণ।
ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন॥
নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন।
দ্বিজকুলচন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম॥
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়নরঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ॥
ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্বজীবনিস্তারক।
ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক॥

প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ-পূর্ণকারী।
স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥
সর্ব্ব-অবতার সার করুণানিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেব যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
গৌর-নাম হরি-নাম একই যে হয়।
ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন নাম সংকীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥
গৌর-নাম কৃষ্ণ-নাম অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর ॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হ'লে কিসে হবে ত্রাণ ॥
এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥

শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শত অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন ॥ ১ ॥
ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশতনাম সমাপ্ত।

বৈষ্ণবশরণ।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুরগণ
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুরভক্ত।
সবার চরণ বন্দো হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুরভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ ॥

হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ। দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে॥
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমোবুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দনদাস এই লোভে কয়॥ ১॥

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবশরণ সমাপ্ত

হাটপত্তন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃশ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার ॥
কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥
শচীগর্ভসিন্ধুমাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ ॥
ভকত-চকোর তায়, মধুপান কৈল।
অমিয় মথিয়া তাহা বিস্তার করিল ॥
পূর্ণকুম্ভনিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায় ॥
ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন।
প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন ॥

নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাঁই।
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্যগোঁসাঞি ॥
পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃতধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম-নৌকা পারা ॥
সঙ্কীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত-মকর তাহে ডুবিঞা রহিল ॥
তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীর গণে।
ফাঁপরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে ॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল ॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ডদলন নাম নিশান গাড়িল ॥
চারিদিকে চারি রস কুঠরি পুরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া ॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনেঘন।
হাট করি বেচ কিন যার যেই মন ॥

হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছুদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল পর্‌খাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হঞা॥
দাঁড়ী ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এই মত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোর।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে॥

এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈল সন্ন্যাস করিয়া॥
তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল।
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিল॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোঁসাঞি যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোঁসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা॥

থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥
এই সব রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোভ অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলারঙ্গ॥
প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল।
ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক করিল॥
মুঞিঃ অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ূগিরি করি॥
করুণাসাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীশ্রীহাটপত্তন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু॥
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোরে না কৈল নিস্তার॥
নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুরে যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে॥
পতিত-পাবন-অবতার নাম সে তোমার।
জগাই-মাধাই আদি করিলে উদ্ধার॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে॥

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস-আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু ॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥
বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥
প্রভু-পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া ॥
বৈষ্ণব গোঁসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন ॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদ-পদ্ম দেখিনু নয়নে ॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নাম-মালা গ্রন্থন করিনু ॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা ॥
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন ॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্ল্লভ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব অবতার সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়॥

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ॥ ধ্রু
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার হঙ শিশু অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে॥
বন্দো শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দো লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দো পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥

বীরভদ্র গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে ॥
জাহ্নবার প্রিয় বন্দোঁ রামাই গোঁসাঞি।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই ॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই ॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে ॥
গোঁসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে ॥
গোঁসাই শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দোঁ এক মনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে ॥
নিত্যানন্দ-সুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি ॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো যতেক বৈষ্ণব।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধামাধব ॥

ভাটিয়ারী রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিচূড়ামণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ ধ্রু ॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতারী॥
আচার্য্য গোঁসাঞিও বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা একমন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তচূড়ামণি।
যাঁর নাম লইয়া প্রভু কাঁদিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগত-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার।
গৌর-পদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥
বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দোঁ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দো মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যিঁহ কহিলা সত্বর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥

নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশান দাস কর যোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগ-জনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ॥

প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ সবার পাদ-পদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

সুহই-রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর॥ ধ্রু॥
গোঁসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈল যাঁর স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনি মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসিগুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ।
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদরপুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব॥
নরসিংহ তীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহ পুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোঁসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী-অবতার কৈলা গদাধর॥
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য-চরণ॥
বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীব গোঁসাঞি বন্দোঁ সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ড-বাসী।
রাঘব গোঁসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধনবিলাসী॥
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে॥

কাশীশ্বর গোঁসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥
শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে॥
লোকনাথ গোসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
দীন হীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভু যাঁরে করিলেন পরম পিরীতি॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পাণিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥
কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে॥
প্রেমময়-তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি, প্রাণ, ধন যাঁর গোরাপদদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিনপুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইল মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস॥
মধুর-চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্য চন্দন॥
প্রেমসুখময় বন্দোঁ কানাই ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর॥

রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিতে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥
আকাইহাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥
গোবিন্দঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভঙ্গস্বর-দান॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করে ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দো সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥

সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজকরুণা শক্তি-বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ-স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বন্দো বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী ॥
কমলাকর পিপ্‌লাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥
রত্নাকরসুত বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥

উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্ব্বতীর্থ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোঁসাঞে নিল উৎকল নগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন-খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্‌ভুজ আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
অভিন্ন অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য শ্যামদাস॥
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥

কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁর গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র, মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহিতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ মাহিতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় অধিকারী॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥

জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষ্মণ।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধমন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিখ্যাত সংসারে।
বসুধা জাহ্নবী দুই কন্যা যাঁর ঘরে॥
মুরারি চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যার প্রহ্লাদ-সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা অনুভব॥
সঙ্গীতরক্ষক বন্দোঁ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্যবিনোদী॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দোঁ এক মনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহ্য নাহি জানে॥

বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যত্নাথ দাস বন্দোঁ মধুর চরিত ॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ ॥
বসুদেবতীর্থ বন্দোঁ আশ্রমী উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত ॥
বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস ॥
রঘুনাথভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্রদাস ॥
শ্রীশঙ্কর বন্দোঁ বড় অকিঞ্চন-রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥
প্রেমানন্দময় বন্দোঁ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর।
শ্রবন-নয়ন-মন বচনের দূর ॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে।
সঙ্ক্ষেপে কহিলা কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

সমাপ্ত

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাঞি ।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর ।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত প্রবর ॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োত্তম ।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ ॥
সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর ।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর ॥
জয় জয় গুরু গোঁসাঞি শরণ তোঁহার ।
যাহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার ॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ গোসাঞি ।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাৎ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকত বৎসল।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরীগোসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥
জয় রে দ্বাদশ্-বন কৃষ্ণলীলা স্থান।
তালবন খাজুরবন ভাণ্ডীরবন নাম॥
জয় জয় বেলবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ্ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্য স্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম॥

জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম ॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান ॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন-সরোবর ॥
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন ॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট ॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণ প্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া ॥

জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী ।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী ॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্ব সখীগণ ।
যাঁসবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥
জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম ॥
জয় জয় ব্রজগোপ শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন ।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন ।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ ॥
শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ লীলা করহ ভাবনা ॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥১॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
শ্রীনন্দযশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসধন॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্ত্তিদাসুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবনমাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব মনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥

শ্রীজাহ্নবা-পাদদন্দ্ব করিয়া শরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥২॥
ধাওল নদীয়া লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥
চিরদিনের গোরাচাঁদ-বদন হেরিয়া।
দুখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া ॥
হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর।
জননী পাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড় ॥
মরণ শরীর যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান ॥৩॥
হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কিছু নহে হে রাধারমণ ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে ॥৪॥

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞের করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।
এই ছয় গোসাঞি যার, মুই তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস।

ইতি শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সমাপ্ত।

শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১॥
শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥২॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে ॥৩॥
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥৪॥
চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥৫॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা! প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥৬॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥৭॥
জয় সনাতন রূপ প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
যাহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সব শোক,
প্রকটিল কল্পতরু জনু ॥৮॥
প্রেমভক্তি-রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত,
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে প্রেমানন্দ ভাসে চিত্তে
যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥৯॥
যুগলকিশোর প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা।
জয় রূপ! সনাতন! দেহ মোরে সেইধন,
সে রতন মোর গলে হারা ॥১০॥

ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম ভজন ॥ ১১ ॥
সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদেনোক্তম্—
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" ॥

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৩ ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার ॥১৪ ॥

অসৎ সঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী, পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমভক্তি রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥ ১৫ ॥
যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্য দেব-পূজক, ধ্যানী
ইহ লোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥ ১৬ ॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, মদ মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, স্মরণ, ধ্যান, নব ভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৮ ॥
হৃষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এই ত অনন্যভক্তি কথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা ॥ ১৯ ॥

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥ ২০ ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণ-সেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২২ ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ ২৩ ॥
ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের ভিন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২৪ ॥

আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দরব,
সিংহ রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥ ২৫ ॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ ২৬ ॥
অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সভায় টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৭ ॥
আপন ভজন পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥ ২৯ ॥

দেব-লোক, পিতৃ-লোক, পায় তারা মহা সুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।

যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা,
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ॥ ৩০ ॥
পৃথক আবাস যোগ, দুঃখময় বিষয় ভোগ,
ব্রজবাস গোবিন্দসেবন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজজনের সঙ্গ অনুক্ষণ ॥ ৩১ ॥
সদা সেবা অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস,
সর্ব্বথাই হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ ৩২ ॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোহে প্রভু! কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে, কামতিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ! কর মোরে ত্রাণ ॥ ৩৩ ॥
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা ॥ ৩৪ ॥
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।

যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতী পতি ॥ ৩৫ ॥
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ, তথাপিও তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥ ৩৬।
কামে মোর হতচিত নাহি মানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকরু, ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥ ৩৭ ॥
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।
ঘুষুক সংসার নাম, পতিত-পাবন শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর ! ॥ ৩৮ ॥
নরোত্তম বড় দুখী, নাথ ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥ ৩৯ ॥
আন কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে।

অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সন্তের সমাজে ॥ ৪০ ॥
অন্যব্রত অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান,
অন্য সেবা, অন্য দেবপূজা।
হা! হা! কৃষ্ণ! বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে আর নাহি যেন দুজা ॥ ৪১ ॥
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পীরিতিরস সুখে।
যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহু মোর বুকে ॥ ৪২ ॥
যুগল চরণ সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলের মনের পীরিতি।
যুগলকিশোররূপ, কামরতিগণভূপ,
মনে রহু ও লীলা কিরীতি ॥ ৪৩ ॥
দশনেতে তৃণ ধরি, হা! হা! কিশোর কিশোরি!
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজকুমার! শ্যাম! বৃষভানুনন্দিনী নাম,
শ্রীরাধিকা রামামনোহারী ॥ ৪৪ ॥
কনক কেতকী রাই শ্যাম মরকত কাঁই;
দরপ-দরপ করু চুর।

নটবর শেখরিণী, নটিনীর শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুহু মন ঝুর ॥ ৪৫ ॥
শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল পীত বাসধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা ॥ ৪৬ ॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
কহে দীন নরোত্তম দাস।
নিশি দিশি গুণ গাই, পরম আনন্দ পাই,
মনে মোর এই অভিলাষ ॥ ৪৭ ॥
রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হইয়া, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥ ৪৮ ॥
রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিব গণন।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী, কথন ॥ ৪৯ ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা
এবে কহি নর্ম্মসখীগণ।

রাধিকার সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি,
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৫০ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥ ৫১ ॥
এ সব অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখীমাঝে ॥ ৫২ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিয়া রহেসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব করে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥ ৫৩ ॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই যে উপায় ॥ ৫৪ ॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।

পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার ॥ ৫৫ ॥
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহিঁ পূরব অভিলাষ ॥ ৫৬ ॥

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞা-সেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ৫৭ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ৫৮ ॥

যুগলচরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি, প্রেমময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করো রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৫৯ ॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগলবিলাস স্মৃতিসার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার ॥ ৬০ ॥
জলদ-সুন্দর-কাঁতি, মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি অবধি সুবেশ।

পীত বসনধর, আভরণ মণিবর,
ময়ুর চন্দ্রিকা করু কেশ ॥ ৬১ ॥
মৃগমদ-চন্দন, কুঙ্কুম-বিলেপন,
মোহন-মূরতি-ত্তিরিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ ॥ ৬২ ॥
ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ।
চরণকমল পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি যেন বালচন্দ্র ॥ ৬৩ ॥
নূপুর মরালধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়ায় রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম গেল দূরে ॥ ৬৪ ॥
গোবিন্দ শরীর সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবন ভূমি তেজোময়।
ত্রিভুবন শোভাসার, হেন স্থান নাহি আর,
যাহার স্মরণে প্রেম হয় ॥ ৬৫ ॥
শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু গুণধর,
তরু লতা ছয় ঋতু সেবা।

গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
মধুর বিহার অতি শোভা ॥ ৬৬ ॥
ব্রজপুর-বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥ ৬৭ ॥
পাপ পুণ্যময় দেহ, সকলি অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু নিতি কর কার্য্য মন্দ ॥ ৬৮ ॥
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন! সদা কর ভয় ॥ ৬৯ ॥
পাপ না করিহ মন! অধম সে পাপীজন,
তারে মুই দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইহ নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥ ৭০ ॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।

নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥ ৭১ ॥
অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ ॥ ৭২ ॥
কর্ম্মীজ্ঞানী মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,
বিশুদ্ধ ভজন কর মন।
ব্রজজনের যেই রীত, তাহাতে ডুবাও চিত,
এই সে পরম তত্ত্বধন ॥ ৭৩ ॥
প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
নৈষ্ঠিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ ॥ ৭৪ ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবন, একান্ত করিয়া মন,
চরণ কমল বলি যাঁউ।
দোঁহার নাম গুণ শুনি, ভক্তমুখে পুনিপুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাঁউ ॥ ৭৫ ॥
হেম-গৌরী-তনু-রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করিব অভিলাষে।

জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে ॥ ৭৬ ॥
সখীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
যে সেবা পরম সুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭৭ ॥
রাধা কৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনা আর নাহি চাও।
যুগলকিশোর-প্রেম, যেন লক্ষবান-হেম,
আরতি পিরীতি রসে ধ্যাও ॥ ৭৮ ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এই মত ভক্ত।
চাতক জলদগতি, এমতি একান্ত রীতি,
যেই জানে সেই অনুরক্ত ॥ ৭৯ ॥
লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতাজন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেম ভক্তি রীতি ॥ ৮০ ॥
বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সে না সুখ দুঃখ করি মান।

গোবিন্দ-বিষয়-রস সঙ্গ কর, তাঁর দাস,
প্রেম ভক্তি সত্য করি জান ॥ ৮১ ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণহিঁ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখজনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ ৮২ ॥
অজ্ঞান-অভাগা যত, নাহি লয় সত্ মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥ ৮৩ ॥
আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন! প্রেম করি আশ।
এক ব্রজরাজপুরে, গোবিন্দ রসিকবরে,
করহ সদাই অভিলাষ ॥ ৮৪ ॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছা মোহে হৈনু ভোর,
দুঃখ রহু অন্তরে জাগিয়া ॥ ৮৫ ॥
বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।

যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু।
চকোর নয়ন-প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পিরীতি সুখের দুঁহু বন্ধু ॥ ৮৭ ॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বাম দিকে মনোহরা,
কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্ত সাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
মণিময় আভরণ পরে ॥ ৮৮ ॥
করয়ে লোচন পান, রূপ-লীলা দুঁহু গান,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদবিধি অগোচর, রতন-বেদীর পর,
সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥ ৮৯ ॥
দুর্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন ?
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে ॥ ৯০ ॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
কৃষ্ণচন্দ্র-চরণ-সুখসার।

স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশা জনম বিকার ॥ ৯১ ॥
দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে যে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্র মত যজ,
যুগল চরণে কর রতি ॥ ৯২ ॥
জ্ঞান-কাণ্ড, কর্ম্ম-কাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥ ৯৩ ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি-রীতি নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার এ ছার জীবনে ॥ ৯৪ ॥
জ্ঞান, কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ৯৫ ॥
জগৎ ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মুরতি লীলাকথা।

এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম রসিক সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥ ৯৬ ॥
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হও অতি তৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লৈয়া।
রসিক ভকত সঙ্গে, রহিব পিরীতি-রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥ ৯৭ ॥
শ্রীগুরু ভকত জন, তাঁহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাহার যূথ,
সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥ ৯৮ ॥
লীলারস সদা গান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥ ৯৯ ॥
আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব,
সকলি করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ ॥ ১০০ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।

ব্রজপুর প্রেম সত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
ভজ সদা অনুরাগ মনে ॥ ১০১ ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, গিরিধারী যাঁর নাম,
সখী সঙ্গে তাঁরে ভজ রঙ্গে ॥ ১০২ ॥
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরী ॥ ১০৩ ॥
সার্থক ভজন পথ, সাধুসঙ্গে অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ ১০৪ ॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥ ১০৫ ॥
রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।

রাধিকাচরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুই যাই বলিহারি ॥ ১০৬ ॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ ১০৭ ॥
তার ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নেই,
না শুনিয়ে যেন তার নাম ॥ ১০৮ ॥
কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সঙ্ক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা ধন্দ ॥ ১০৯ ॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎ সঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ, গেহ, পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥ ১১০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তাঁরে সেব,
প্রেম কল্পতরুবরদাতা।

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥ ১১১ ॥
নবদ্বীপে অবিতরি, রাধা-ভাব অঙ্গীকরি,
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥ ১১২ ॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকতসমাজ ॥ ১১৩ ॥
গুপতে সাধিব সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি সঙ্কীর্ত্তন, সদাই আনন্দ মন,
কৃষ্ণ বিনা আর সব বাধা ॥ ১১৪ ॥
এ সংসার-বাটুয়ারে, কাম-পাশে বান্ধি মোরে,
ফুকারে কহয়ে হরিদাস।
করহ ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা রস রঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ ॥ ১১৫ ॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরি যায় কত শত,
আপনারে হও সাবধান।

মুই যে বিষয়হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ ১৬ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেইসঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যঁদি জন্ম হয় পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে নরোত্তম হয় ধন্য ॥ ১১৭ ॥
আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ কেহ দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥ ১১৮ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মোরে যে বলান বাণী,
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
লোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস,
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥ ১১৯ ॥
ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বিরচিত
শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
সমাপ্ত।

প্রার্থনা।

(১)

সংপ্রার্থনাত্মিকা।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

(২)

দৈন্যবোধিকা।

হরি! হরি! কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
কিসে মোর পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক-ভকত-মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

(৩)

সম্প্রার্থনাত্মিকা।

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়,
অবধান কর নাথ! মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র! গোপীজন-বল্লভ!
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি!

হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥
অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি ।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে ! জয় কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে ! কৃষ্ণ !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে !
অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পূরাও মন সাধে ॥

(৪)

স্বাভীষ্ট লালসা ।

হরি ! হরি ! হেন দিন হইবে আমার ।
দুঁহু অঙ্গ নিরখিব, দুঁহু অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে ।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব অধর যুগলে ॥

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনা অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা! হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

(৫)

দৈন্যবোধিকা।

হরি! হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন, হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
এ সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।

দীন হীন যত ছিল, হরি নামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হা হা প্রভু নন্দসুত ! বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

(৬)

সাধকদেহোচিতলালসা

"হরি ! হরি !" কবে মোর হইবে সুদিন ।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান ।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ গান ॥
'রাধিকা গোবিন্দ' বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে ।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন ।
রঘুনাথদাস মোর শ্রীজীব জীবন ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা ।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥

সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

(৭)

দৈন্যবোধিকা

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে॥
তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশে, শ্রবণ পরশ রসে,
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয় মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুখে॥
মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

(৮)

দৈন্যবোধিকা

গোবিন্দ! গোপীনাথ! কৃপা করি রাখ নিজ পদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

(৯)

দৈন্যবোধিকা

মোর প্রভু মদন গোপাল।

গোবিন্দ গোপীনাথ,

দয়া কর মুঞি অধমেরে।

সংসার-সাগর মাঝে, পড়িয়া রয়েছি নাথ,

কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥

অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,

শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।

এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে,

বংশীবট যেন দেখি সুখে ॥

কৃপা করি আগুসরি, লহ মোরে কেশে ধরি,

শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।

অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,

দয়া কর না করহ মায়া ॥ ২ ॥

অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি,

পাছে পাছে শমনের ভয়।

নরোত্তম দাস ভনে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,

পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

(১০)

স্বনিষ্ঠা।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

(১১)

মনঃশিক্ষা।

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই-পায়॥

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাই-চরণ দুখানি ॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ।

(১২)

মনঃশিক্ষা

অরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষ কূপে,
দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।

রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাস কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেন প্রেমধন ॥

(১৩)

শ্রীগৌরভক্ত মহিমা।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গ-মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

(১৪)

পুনঃপ্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ॥

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

(১৫)

সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত বিলাপঃ

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস ॥

(১৬)

পুনশ্চ দৈন্য-বিলাপঃ

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণি-ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে॥

(১৭)

বৈষ্ণব-মহিমা।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই! হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥

বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

(১৮)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি মুঞি নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥

বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি মানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ ॥

(১৯)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥
গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥

হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

(২০)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিশাচী॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়॥
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি! প্রভু! পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১)

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা।

হরি ! হরি ! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥
যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।
সতত অসত-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে রূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা ॥

নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সপিনু আপনা।

(২২)

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাসলালসা।

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা,
ডাকিব হা রাধানাথ ! বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি ॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥

কবে গোবৰ্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

(২৩)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব.বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
কহ আর লীলাস্থান কাঁহা॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

(২৪)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।

বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
'কৃষ্ণ' বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা! প্রাণেশ্বরি! কাঁহা গিরিবরধারি!
কাঁহা নাথ! বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবীকুঞ্জেরোপরি, সুখে বসি শুকসারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি তাহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৫)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥

ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা পুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

(২৬)

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা ॥

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ ॥

আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তম দাস করে আশ ॥

(২৭)

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ ভজোঁ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে ॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবি ! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি ! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(২৮)

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥

(২৯)

স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন ॥
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবন ॥

ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিয়া দোঁহা মেলি।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতূহলী॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়ন।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবন॥

(৩০)

স্বাভীষ্ট লালসা।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে শয়নে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।
মনিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি,
পরাইব চরণ যুগলে॥

কনক কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি,
দুহুঁ পদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তম দাসে সদা স্ফুরে॥

(৩১)

স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥
যাবটে আমার কবে, এ পাণিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায়॥
তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।

সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল-চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব সবিশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোঁরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাস ভনে, প্রিয় নর্ম্মসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায় ॥

(৩২)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব ॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর ॥
দুহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নব রত্ন-জরি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী,
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া ॥
সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

(৩৩)

সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রাণেশ্বরি ! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে ॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করি দিব সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ-পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে ॥

সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর-বাসিত গুয়া পান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥

(৩৪)

পুনস্তথৈব বিজ্ঞপ্তিঃ।

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছাইব,
বসাইব কিশোর কিশোরী।
অলক,-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত শ্যাম হেমগৌরী॥
প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।

আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥
মৃগমদ তিলক, সিন্দূর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥
নরোত্তম দাস, আশ পদপঙ্কজ,
সেবন-মাধুরী-পানে।
হোয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিন,
দুঁহু জন হেরব নয়ানে ॥

(৩৫)

সাভীষ্ট লালসা।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।

প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর ॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছাইব আপন চিকুরে ॥
কুসুম কোমলদলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুঁহুক শরীরে ॥

কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে, তাম্বুল সুবাসে,
ভোখব আধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান ॥

(৩৬)

পুনঃ সাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছাইব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পূরি,
যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।

দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায়।
আর কবে এমন হব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

(৩৭)

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা ॥
নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্যে মানোঁ,
মুই বড় পতিত পামর ॥

ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়-সখা-সঙ্গে হর্ষ-মনে।
তুঁহু দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এসব বিকল।
নরোত্তম দাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল॥

(৩৮)

অথ আক্ষেপঃ।

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।

তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি ক'রে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

(৩৯)

লালসা।

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদ সম্পদ নিধি,
নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরী রাশি, প্রাণকুবলয়শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥

তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৪০)

শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হাহা প্রভু! সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যাঁর সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

(৪১)

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসি! হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায় ॥

আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

(৪২)

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা ॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ ! এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

(৪৩)

হাহা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥

মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হও পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাও রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

(৪৪)

লোকনাথ ! প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণজ্যেষ্ঠা যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি ! সখি ! কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

(৪৫)

হাহা প্রভু! কর দয়া করুণা সাগর।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহা অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস-কৌতূককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥

(৪৬)

হরি! হরি! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা পূর্ণ কর যত সখীগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী॥

(৪৭)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

(৪৮)

মাথুর বিরহোচিত দর্শন-লালসা।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।

সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন ॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

(৪৯)

পুনস্তথৈব লালসা।

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী ॥
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ ॥

মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৫০)

আক্ষেপঃ।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

(৫১)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামনি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

(৫২)

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥

রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধ-খনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি' সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল-গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচনমোহন লীলা করু॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যামঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ,-চন্দন,-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগবিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

(৫৪)

হেদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর মণি, যেন চাঁদের গাথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পানে চেয়ে॥
চাই নবীন মেঘপানে, তুয়া বঁধু পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।

রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধূ গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি ॥
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে ॥
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গাপায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায় ॥
নরোত্তম দাসে কয়, শুন ওহে দয়াময়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার পরাণ যাবে,
সেইদিনে দিও পদছায়া ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা
সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতম্

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত বীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পোঽনিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎ-কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসীদতি ॥ ৩ ॥

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্ ।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য—
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ ।

গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেনপঙ্কৈ
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূল-হন্ত্রী ॥ ৭ ॥

তন্নামরূপ-চরিতাদিষু কীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েন্নিখিলমিত্যুপদেশসারঃ ॥ ৮ ॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ড-মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া খ্যাতিং যযুর্জ্ঞানিন
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যতঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা,
কুণ্ডঞ্চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।

যৎপ্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
প্রেমেদং তৎ সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীলজীবগোস্বামি-শিক্ষার্থং শ্রীমদ্রূপগোস্বামি—
পাদেনোক্তং শ্রীশ্রীউপদেশামৃতং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি চরণকৃত উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদ।

বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ আর।
উদর-উপস্থ-জিহ্বা-বেগ সুদুর্ব্বার ॥
এই ছয় বেগ যেবা করয়ে দমন।
সে পারে সকল পৃথ্বী করিতে শাসন ॥ ১ ॥
অত্যাহার, বৃথাশ্রম, বৃথা বহু কথা।
ভজন-নিয়মত্যাগ, জনসঙ্গ তথা ॥
বিষয়-লালসা—এই ছয়ে ভক্তি-নাশ।
এ সব থাকিতে নহে ভজনে-উল্লাস ॥
ভজনে উৎসাহ, সুনিশ্চয়, ধৈর্য্য আর।
ভক্তিতে প্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ পরিহার ॥
সাধুর আচার এই কর্ত্তব্য যে ছয়।
ইহাতে ভক্তির কৃপা শীঘ্র লাভ হয় ॥ ৩ ॥

দিবে, লবে, গুহ্য কথা কবে, জিজ্ঞাসিবে।
ভোজন করিবে আর ভোজন করাবে॥
এই ষড়বিধ হয় পিরীতি লক্ষণ।
ইহা জানি আচরিতে করহ যতন॥ ৪ ॥
কৃষ্ণনাম মাত্র শুন যাঁর রসনায়।
মনে মনে সমাদর করিবে যে তাঁয়॥
দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণ ভজিবে যে নর।
প্রণতি পূর্ব্বক তাঁর করিবে আদর॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে বিজ্ঞ যেই মতিমান্।
সেবা করি কর সদা তাঁহার সম্মান॥
অনন্য, ভকতিনিষ্ঠ, নিন্দাশূন্য মন।
হেন সাধু সঙ্গলাভে করিবে যতন॥ ৫ ॥
স্বভাব-শরীর-দোষ দেখি ভক্তজনে।
প্রাকৃত বলিয়া কভু নাহি ভাব' মনে॥
জলধর্ম্মে ফেন, পঙ্ক, বুদ্বুদ সে হয়।
তাহাতে গঙ্গার দ্রবব্রহ্মত্ব না যায়॥ ৬ ॥
অবিদ্যা-পিত্তেতে তপ্ত রসনা যাহার।
কৃষ্ণনাম-চরিতাদি মিছ্রিতে তার॥
বিস্বাদ লাগয়ে আর রুচি না জন্মায়।
তথাপিহ নিশিদিন সেবিবেক তায়॥

নাম-আদি সমাদরে করিলে সেবন।
রোগ শূন্য হ'য়ে পায় রস-আস্বাদন ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণনাম-চরিতাদি কীর্ত্তন স্মরণে।
নিযুক্ত করিয়া ক্রমে রসনা ও মনে ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগী জনের হ'য়ে অনুগত।
ব্রজে বাস করি কাল কাটাবে নিয়ত ॥
এই উপদেশ-সার কহিনু তোমায়।
শ্রদ্ধা করি আচরণ কর অমায়ায় ॥ ৮ ॥
বাসুদেব-জন্ম-হেতু শ্রেষ্ঠ মধুপুরী।
রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন তদুপরি ॥
শ্রীহস্তে ধারণ জন্য শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ যাতে প্রেমের প্লাবন ॥
গিরিতটে বিরাজিত সেই কুণ্ডবরে।
কে হেন বিবেকী? যেই সেবা নাহি করে ॥ ৯ ॥
শ্রীহরির প্রিয়রূপে কর্ম্মিগণ হ'তে।
জ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ, ইহা বিদিত জগতে ॥
জ্ঞানী হ'তে হন শুদ্ধ ভকত উত্তম।
শুদ্ধ ভক্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ প্রেমনিষ্ঠজন ॥
তাহা হৈতে কৃষ্ণ-প্রিয়া যত গোপরামা।
তা সভা হইতে রাধা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা ॥

রাধাসম রাধাকুণ্ড কৃষ্ণ-প্রিয় হয়।
কৃতী সেই, যেবা লয় তাঁহার আশ্রয় ॥ ১০ ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী যত গোপীগণ।
সবা হ'তে রাধা তাঁর প্রেমের ভাজন ॥
শ্রীকুণ্ড শ্রীরাধাসম কৃষ্ণ-প্রিয়তম।
পুরাণে বর্ণিলা তাহা পূর্ব্ব মুনিগণ ॥
কৃষ্ণ প্রিয়জনে যেই প্রেম সুদুর্ল্লভ।
সে মধুর প্রেম অন্য ভক্তে কি সুলভ ?
রাধাকুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
সে মধুর প্রেম কুণ্ড তারে করে দান ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিচরণ-কৃত উপদেশামৃতের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমনঃ শিক্ষা।

(শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনঃ।)

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥
ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতি-সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নন্বু মনঃ ॥ ২ ॥
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজন্ম-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ। ৩॥
অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতি-সর্ব্বস্ব-হরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্রী ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতি-রতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ! ॥ ৪ ॥
অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতি-ব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেহহমিতি বকভিদ্‌বর্ত্মপ-গণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন! ইতঃ ॥ ৫ ॥
অরে চেতঃ! প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটীভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাং।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদ-প্রেম-বিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥
প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টশ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নন্বু মনঃ!।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ! ॥ ৮
মদীশা-নাথত্বে ব্রজবিপিন-চন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাং।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥
রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্য-কিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্য-বলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলি-মুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ !॥১
সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশ-রাধাগিরিভৃতো
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভন-বিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ! ॥ ১১
মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।

সযূথশ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥
ইতি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিতা শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা সম্পূর্ণা।

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিচরণ বিরচিত
শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষার অনুবাদ।

ওরে ভাই মন! তব চরণে ধরিয়া।
এই ভিক্ষা মাগি আমি বিনয় করিয়া ॥
শ্রীগুরু, শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবাসিজনে।
বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণে, নিজ মন্ত্রে, হরিনামে ॥
যুগলকিশোর-পদে লইয়া শরণ।
অভিমান ছাড়ি রতি কর অনুক্ষণ ॥ ১ ॥
শ্রুতি-উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি কখন।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা কর বিলক্ষণ ॥
শচীসুতে নন্দসুত আর গুরুদেবে।
কৃষ্ণ-প্রিয়তম জানি স্মরণ করিবে ॥ ২ ॥
ওহে মন! যদি প্রতিজন্ম বৃন্দাবনে।
অনুরাগে বাসে তব ইচ্ছা হয় মনে ॥
যদি বাঞ্ছ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবাধন।
তবে এই বাক্য মোর করহ শ্রবণ ॥

গণসহ শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতনে।
প্রীতিভরে স্মর, নম তাঁদের চরণে ॥ ৩ ॥
অসদ্বার্ত্তা বেশ্যারূপা, ত্যজ তারে মন!
মতিরূপ সরবস করে সে গ্রহণ ॥
মুক্তি বাঘিণীর কথা না শুনিহ কাণে।
শুনিলে গিলিবে তোমা, রবে সাবধানে ॥
লক্ষ্মীপতি নারায়ণে না করিবে রতি।
করিলে হইবে তব পরব্যোমে গতি ॥
সব ছাড়ি ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজন।
করহ, পাইবে তুমি প্রেম-মহাধন ॥ ৪ ॥
ভক্তি-পথে কাম-আদি শত্রু যেই ছয়।
অসৎচেষ্টা-রজ্জু মোর বাঁধিয়া গলায় ॥
বধিছে আমায় তারা—বলি প্রাণপণে।
ফুকারিয়া ডাক ভক্তি-পথ-রক্ষিগণে ॥
পরম করুণ তাঁরা আসিয়া তখন।
অবিলম্বে করিবেন তোমায় রক্ষণ ॥ ৫ ॥
কপট কুটিনাটী-খরমূত্রে নিরন্তর।
স্নান করি কেন মন! মোরে দগ্ধ কর ॥
সদা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম সুধার সাগরে।
স্নান করি সুখী হও, সুখী কর মোরে ॥ ৬

প্রতিষ্ঠা বাসনা-ধৃষ্ট চণ্ডালরমণী।
নাচিছে হৃদয়ে মোর দিবস রজনী॥
হে মন! কেমনে শুদ্ধ প্রেম মহাজন।
স্পর্শিবেন মোর দুষ্ট হৃদয়-ভবন॥
সামন্তস্বরূপ যত গৌরপ্রিয়গণ।
ভক্তিভরে তাঁহাদের করহ সেবন॥
সে বাসনা-চণ্ডালিনী করি বিতাড়িত।
করিবেন হৃদে তাঁরা প্রেম প্রকাশিত॥ ৭॥
মো হেন শঠের প্রতি যাতে কৃপা করি।
দুষ্টতা নাশিয়া প্রেম দেন গিরিধারী॥
যেরূপে শ্রীরাধিকার চরণ সেবনে।
নিযুক্ত করেন মোরে কায়বাক্যমনে॥
তাহাতে মিনতি করি বলি ওরে মন।
নিরন্তর ভজ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৮॥
বৃন্দাবনচন্দ্রে জান রাধানাথ করি।
বৃন্দাবনেশ্বরী মান আপন ঈশ্বরী॥
সখীগণে শ্রেষ্ঠা বলি স্মর ললিতায়।
শিক্ষাদানে গুরুরূপে মান বিশাখায়॥
যুগলকিশোর-প্রাপ্তিহেতু-প্রেমদানে।
স্মর মন! সদা রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে॥ ৯॥

ওরে মন! শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য কিরণে।
রতি, গৌরী, লীলা তপ্ত হয় মনে প্রাণে॥
কৃষ্ণ-বশীকারে চন্দ্রা আদি ব্রজরামা।
সৌভাগ্যেতে পরাভূতা শচী, সত্যা, রমা॥
কৃষ্ণপ্রেমময়ী রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
প্রেমভরে মন! তাঁরে ভজ দিবানিশি॥ ১০॥
হে মন! ললিতা-আদি সখীগণ-সনে।
স্মরাবিষ্ট রাধাকৃষ্ণ সেবার কারণে॥
তাঁহাদের পূজা আর নাম-গান, ধ্যান।
শ্রবণ, প্রণতি—পঞ্চামৃত করি পান॥
অনুরাগে নিরন্তর শ্রীরূপের সহ।
আনুগত্যে গোবর্দ্ধনে ভজন করহ॥ ১১॥
মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোক।
সুমধুরভাবে উচ্চে গায় যেই লোক॥
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম সে জানিয়া।
যূথসঙ্গে শ্রীরূপের অনুগ হইয়া॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ-ভজন-রতন।
লাভ করে, হয় তার সার্থক জনম॥ ১২॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিত মনঃশিক্ষার
অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা।

(১)

এ মন ! শচীর নন্দন বিনে।

প্রেম বলি নাম, অতি অদভূত,
শ্রুত হৈত কার কাণে॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের, স-গুণ-মহিমা,
কেবা জানাইত আর।
বৃন্দা বিপিনের, মহা মধুরিমা,
প্রবেশ হইত কার॥
কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য,
রস-যশ-চমৎকার।
তার অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার,
গোচর ছিল বা কার॥
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস,
প্রেম-পরকীয়া-তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারি-সীমা,
কার গতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য,
পরম করুণা করি।
বিধি-অগোচর, যে প্রেম বিকার,
প্রকাশে জগত ভরি॥

উত্তম অধম, কিছু না বাছিল,
যাচিয়ে দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ,
অন্তরে ধরিয়া দোল ॥

(২)

এ মন ! তুমি সে অবোধ বড়।
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া,
করিতে না পার দঢ় ॥
কে সার অসার, না কর বিচার,
কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে, শরীর খোয়ালি,
আপন কাজেতে বাজ ॥
এধন এজন, আপনা ভাবিছ,
সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়,
বুঝ না আপন মুল ॥
দেখনা জীবন, কেবল পবন,
যাইতে কি তার বাধা।
কিসের কারণে, এতেক আরতি,
খাটিয়া মরিছ গাধা ॥

দিবস রজনী, তিলে না বিরাম,
গণিছ পড়িছ কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন,
তারে কি উত্তর দিবা॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল,
বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে,
আপনি দিবে সে ভঙ্গ॥

(৩)

ওরে মন! বৃথা কেন কর্ম্মেরে দোষাও।
মানুষ উত্তম দেহ, ভারতবর্ষেতে সেহ,
ইহার অধিক কিবা চাও॥
বিচারিয়া দেখ তন্ত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণমন্ত্র,
উপাসনা হইয়াছে তাই।
তাতে কলিযুগ ধন্য, ধ্যান-যজ্ঞাদিক অন্য,
কৃষ্ণ নাম বিনা ধর্ম্ম নাই॥
কৃত-কর্ম্ম কর ভোগ, বিধাতাকে অনুযোগ,
সে কবে অন্যায় কারে করে।
পাপ পুণ্য পূর্ব্বার্জ্জিত, এজন্মে তা পরিচিত,
এবে যা তা এখনি বা পরে॥

ভাবি দেখ কেবা কার, যে কর সে আপনার,
কারো কর্ম্ম কারে নাহি যায়।
সংসার বিষের লাড়ু, কি বুঝে খাইছ ভাড়ু,
দেখ জীর্ণ কৈল সর্ব্বকায়॥
কিসে বা নিশ্চিন্ত আছ, উলটি না দেখ পাছ,
কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়া।
যমদূত দণ্ড হাতে, সে দাণ্ডায়ে আছে পথে,
তারে বুঝি রয়েছ ভুলিয়া॥
যদি জীতে সাধ হয়, কৃষ্ণনাম সুধাময়,
সে অমৃত সদা পিয় ভাই।
প্রেমানন্দ কহে তবে, সব বিষ-জ্বালা যাবে,
মৃত্যু জিনি শমন এড়াই॥

(৪)

ওরে মন! কতবা ভাঁড়াবে নিতি।
এমোর ওমোর করি, দিবস যে দেয় পাড়ি,
ঘুমেতে পড়িয়া কাট রাতি॥
আজি কালি করি আর, পক্ষ যে করিছ পার,
এপক্ষ ওপক্ষ করি মাস।
এমাস ওমাস করি, অয়ন ফেলিলে ঠেলি,
অয়নে অয়নে যায় মাস॥

এবর্ষ ওবর্ষ করি, কহিছ জনম ভরি,
কবে তোর ঘুচিবে জঞ্জাল ॥
কবে অবসর হবে, কবে হরি নাম লবে,
যবে আসি দাণ্ডাইবে কাল ॥
কফেতে করিবে বল, বাতিক হইবে কাল,
পিত্ত কোথা রহিবে লুকাই।
কণ্ঠ হবে অবরোধ, কোথায় থাকিবে বোধ,
হরিনাম লবে কেরে ভাই ॥
এখন অভ্যাস কর, হরি হরি সদা স্ফুর,
জিহ্বাকে করিয়া লহ বশ।
আপনি নাচিবে তুণ্ড, ঘুচিবে যমের দণ্ড,
নহে কেন শরীর অবশ ॥
প্রেমানন্দ কহে এই, মরিলে না মরে সেই,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা যাঁর মুখে।
কোথা তাঁর কর্ম্ম-বন্ধ, প্রেমে মত্ত সদানন্দ,
গতায়াত মাত্র নিজ সুখে ॥

(৫)

ওরে মন! তিল আধ নাহিক চেতন।
রাত্রি দিন এ সংসার, চেষ্টাতে হইলি ভোর,
ভুলি রৈলি মায়ার কারণ ॥

পাইয়া মানুষ-জন্ম, করহ পশুর কর্ম্ম,
বুঝি দেখ আপনার মূল।
সে আহার নিদ্রা করে, স্বগণ সহিত চরে,
তবে কিসে নহ সমতুল॥
ধন জন পূর্ব্বজন্ম, যেমন করিছ কর্ম্ম,
ভাবিলে কি তার বাড়া পাও।
দুর্ল্লভ এ নরতনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
কেন মিছে নিস্ফলে গোঙাও॥
শাস্তিকর্ত্তা দণ্ডধর, আসিয়া তাহার চর,
চর্ম্মপাশে বান্ধিবে যখন।
মারিবে ডাঙ্গশের বাড়ি, কে তোরে লইবে ছাড়ি,
সুখ দুঃখ বুঝিবে তখন॥
শুন মন দুরাচার, কেন কর অনাচার,
তোর কর্ম্ম সকলি অসার।
শ্রীগুরু চরণে দৃষ্টি, দেখ যার আছে নৈষ্ঠি,
সেইমাত্র ধন্য রে দুর্ব্বার॥
কৃষ্ণ যদি মনে করে, ব্রহ্মপদ দিতে পারে,
হেন কৃষ্ণ ছাড় কি কারণে।
দেখ যাঁর শ্রীচরণ, ধ্যান করে পঞ্চানন,
তথাপি প্রত্যয় নাহি মনে॥

ছাড় সব মিছা কাম, মুখে বল হরিনাম,
তবে তোর সম কেবা হয়।
প্রেমানন্দ কহে মন, কর হেন আচরণ,
তবে আর কারে তোর ভয়॥

(৬)

ওরে মন! বিচারিয়া দেখ না হৃদয়।
ধনে জনে কত আর্ত্তি, বাড়ে বই নহে নিবৃত্তি,
হরি পদে হৈলে কিনা হয়॥
যা ভাবিলে হবে নাই, তাই ভেবে কাট আই,
ভাবিলে যে পাও তা না কর।
লক্ষ কোটি যার ধন, সে কি খায় একমণ,
বুঝি কেন ধৈরয না ধর॥
খাওয়া পরা ভাল চাও, তাই কি ভাবিলে পাও,
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সেই পাবে।
কার ধন চিরস্থায়ী, না গণ আপন আই,
কত কাল তুমি বা বাঁচিবে॥
অজ ভব ভাবে যাঁরে, কি মদে পাসর তারে,
হরি ভুলি জীয় কোন কাজে।
হরিনাম যাতে নাই, সে বদনে পড়ু ছাই,
সে মুখ সে দেখায় কোন লাজে॥

হরিনাম সুধাময়, তাতে তোর রুচি নয়,
সংসার নরক লাগে মিঠা।
নরতনু কেনে তা'ক, শৃগাল কুক্কুর কাক,
সেই ভাল বৃথা কাচ এটা ॥
দেখিয়া তোমার কাজ, মনে হাসে ধর্ম্মরাজ,
জান না ভাঙ্গিবে এনা ঠাট।
প্রেমানন্দ কহে যদি, কৃষ্ণ কহ নিরবধি,
সংসার তরিবে করি নাট ॥

(৭)

এ মন! বলরে গোবিন্দনাম।
আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ,
কবে তোর ঘুচিবে কাম ॥
কালি সে করিবা, তুমি যে বলিছ,
আজি তা কর না ভাই।
আজি যা করিবা, তা কর এখনি,
কি জানি কখন যাই ॥
এ হেন কলিতে, মানুষ জনম,
এমন আর বা কাতে।
হরিনাম দিয়া, জগত তারিলা,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাতে ॥

সে তিন যুগের, আচার বিচার,
এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া, গৌর হরি বল,
যুগের ধরম দেখ ॥
রসনা বদন, বশের ভিতরে,
কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া, নরকে যাইবে,
কার বা এ অপচয় ॥
শমন কিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে,
জাননা কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হ'বে,
আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে ॥

(৮)

ওরে মন ! এবে তোর এ কেমন রীত।
যে কর্ম্মে আইলি হেথা, সে সব রহিল কোথা,
এবে যে দেখিয়ে বিপরীত ॥
কৃষ্ণ-কর্ম্ম লাগি কর, তাহে কেন বর্ব্বর,
সে করে পরের বিত্ত হর।
সে অবশ নহে কেনে, কি স্থসার বহুদানে,
তাহে আর কর বা না কর ॥

মুখে ক'বে হৃষীকেশ, তাহে যদি সাধুদ্বেষ,
তবে বক্র মুখ কেনে নও।
অগ্নি দিয়া হেন মুখ, পোড়ালে না ঘুচে দুখ,
তাহে কৃষ্ণ কও বা না কও॥
ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ, পদের না এহি কৃত্য,
তাহে যদি পরদারে চল।
কি কাজ পদের এই, পঙ্গু কেন নহে সেই,
তবে তীর্থে গেল বা না গেল॥
কৃষ্ণলীলা গুণ কথা, কর্ণেতে শুনিবে যথা,
তাহে যদি কু-কথায় ভোর।
আর যদি সাধু নিন্দা, শুনিয়া বাড়য়ে শ্রদ্ধা,
সে কাণ বধির হউক তোর॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব মূর্ত্তি, দেখিবে করিয়া আর্ত্তি,
সে যদি দেখয়ে পরদারে।
অসন্তোষ সাধু দেখি, কেন বিধি হেন আঁখি,
আশু অন্ধ না করে তাহারে॥
তুমি কৃষ্ণ স্মৃতি কাজে, জন্মিলা সংসার মাঝে,
তাহা ছাড়ি ধনে জনে আশ।
তবে জীয়ে কিবা কাজ, পড়ুক তোর মুণ্ডে বাজ,
কেনে আর নহে সর্ব্বনাশ॥

প্রেমানন্দ কহে মন, কহ কৃষ্ণ অনুক্ষণ,
কেনে ভুল আপনার প্রভু।
মুখে হরি হরি বল, সদাই আনন্দে দোল,
তিন লোকে দুঃখ নহে কভু ॥

(৯)

এ মন ! তুমি সে কেবল ভূত।
কুসঙ্গ শ্মশানে, সতত বসিছ,
পাইয়া পরম যুত ॥
মল মূত্র যত, অসত পচাল,
এ তোর ভক্ষণ সুখে।
রাম কৃষ্ণ হরি, গোপাল গোবিন্দ,
বলিতে নারিছ মুখে ॥
যে কর তোমার, গোবিন্দ পূজনে,
তীরথ ভ্রমিতে পায়।
সে তুই রাখিলে, চুরিয়ে দারীয়ে,
তবে কি উলটা নয় ॥
যত না করিছ, সাধুর হেলন,
সে তোর অনল মুখে।
দেখ না তাহাতে, আপনি দহিছ,
এমতি গোঙাবি দুঃখে ॥

কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে,
সুখের বিশ্রাম ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব, তাঁহার পরশ,
করিতে নারিছ তুমি ॥
শ্রীহরি চরণ, করহ শরণ,
গয়া গঙ্গা সব তাতে।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে উদ্ধার,
নহিলে বা হবে কাতে ॥

(১০)

ওরে মন! তুমি বা কেমন মালাকার।
নিরন্তর বৈস যায়, অবধান নাহি তায়,
এ তনু-আরামে কি সুসার ॥
রোপি ভক্তি পুষ্পশ্রেণী, শ্রবণ কীর্ত্তন পাণী,
সিঞ্চিতে আলিস কর তায়।
সংসার বাসনা সূর্য্য, তার কি প্রতাপ শৌর্য্য,
দেখ তরু কি তাপে শুকায় ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সব তোর পরিজন,
নিযুক্ত করহ সব তাতে।
রাত্রি দিনে অবিরাম, কর সবে এই কাম,
সিঞ্চিয়া বাড়াও ভালমতে ॥

সাধু সঙ্গ-ঘেরা করি, স্বজ্ঞান-প্রহরী ধরি,
সাবধানে থাকিয়া তাহায়।
কাম-ক্রোধ-আদি ছাগ, খেদাড়িয়ে দিবে তাক,
জালী শাখা পল্লব চাবায়॥
পুষ্প হবে বিকসিত, দিক হবে স্ুবাসিত,
সন্তোষে লইয়া পরিজন।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, পরমাত্মা-রূপে হরি,
তাঁর পদে কর সমর্পণ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ পূজ অনুক্ষণ,
লোভের সূতায় গাঁথ মালা।
কৃষ্ণে দিয়া এ উদ্যান, চাহি লে রে প্রেমধন,
আপনি ঘুচিবে সব জ্বালা॥

(১১)

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হ'য়েছে,
হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥

ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে,
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর॥

(১২)

ওরে মন! শুন শুন তু অতি বর্ব্বর।
শুক্র-সদ্ধি-জর জর, পেয়ে এই কলেবর,
কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর॥

ত্রয়াত্মিকা ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত,
কি জানি কখন কেবা নাশে।
এ আমি আমার বলি, নিজ প্রভু পাসরিলি,
শমন কিঙ্কর দেখি হাসে॥
যে দেহ আপন জ্ঞানে, যত্ন কর রাত্রি দিনে,
বসন ভূষন কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান্, যবে হবে অন্তর্দ্ধান,
ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ॥
নিদ্রাতে পড়িলে মন, কোথা ঘর দ্বার ধন,
স্ত্রী পুত্র বান্ধব থাকে কথি।
ইহাতে না লাগে ধন্দ, তবু কার্য্য কর মন্দ,
না চিন্তিলে আপনার গতি॥
নিতি নিতি জীয় মর, ইথে না বিচার কর,
এমতি যাইবে একবার।
কহে দীন প্রেমানন্দ, ভজ কৃষ্ণ-পদদ্বন্দ,
মায়াপাশ ঘুচিবে গলার॥

(১৩)

ওরে মন! দেখি শুনি না বুঝ আপনা।
কেবা তুমি কোথা হৈতে, জন্মিয়াছ জীয় কাতে,
কেবা মারে কাহার ঘটনা॥

গর্ভে ঘোর যন্ত্রনাতে, কে রক্ষা করিল তাতে,
কে ক্ষীর রাখিল মার স্তনে।
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান, স্তন ধরি দুগ্ধ পান,
কোথা পেলি এসব সন্ধানে॥
একা মাত্র এলি এথা, স্ত্রী পুত্র বা ছিল কোথা,
এবে কিসে বলহ আপনা।
'আমি' বল যেই দেহ, হেথায় পড়িবে সেহ,
কেবা আর হইবে আপনা॥
কার হয়ে কার বল, নিজ প্রভু কেন ভুল,
তিন লোকে বন্ধু মাত্র সেই।
কহে প্রেমানন্দ মন, ভজ কৃষ্ণ শ্রীচরণ,
মায়া-বন্ধ ধাঁধা যাবে এই॥

(১৪)

ওরে মন! ধিক রে তোমায়।
পাইয়া মনুষ্য জন্ম, না চিন্তিলে কৃষ্ণ কর্ম,
বৃথা জন্ম গেল রে খেলায়।
কতেক সুকৃতি-ফলে, মানুষ-উত্তম কুলে,
তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম।
ধন্য কলি যুগ তাতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে,
প্রকাশিল 'নাম' মাত্র ধর্ম্ম॥

পায়ে ধরি ছাড় ভ্রম, কিছু নাহি পরিশ্রম,
'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' কহ অবিরাম।
কহ লক্ষ কথা আন, তাহে না আলিস জ্ঞান,
কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণ নাম ॥
এ যদি না শুন ভাই, তবে আর গতি নাই,
হেন জন্ম না হইবে আর।
কহে প্রেমানন্দ এবে, না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে,
কোটি কল্পে নাহিক নিস্তার ॥

(১৫)

ওরে মন! তোমার চরিত্রে লাগে ধন্দ।
তাই তোরে লাগে ভাল, যাতে নষ্ট পরকাল,
কি জানি কি কর্ম্ম তোর মন্দ ॥
কুসঙ্গে অসৎ-কথা, সর্ব্বদা প্রবৃত্তি তথা,
সাধু-সঙ্গ কাঁটা হেন জ্ঞান।
যদি দৈবে কভু হয়, তবে যেন বিন্ধে গায়,
উষি পুষি করিয়া প্রস্থান ॥
কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-গান, যদি হয় কোন স্থান,
যদি বেড়ে পড় কোন দিনে।
থাকিতে কিঞ্চিৎ কাল, বাস হৈল কি জঞ্জাল,
বিশ্রাম করিলে জীয় প্রাণে ॥

প্রহর বা দণ্ড পল, তাহাতে সর্ব্বস্ব তল,
ভাবি এই উঠি যাও চলে।
যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে, ছমাস বৎসর পাড়ে,
তবে সংসার কে রাখে সে কালে॥
সৃষ্টি করিয়াছে যেই, অবশ্য পালিবে সেই,
নহে কেন সংহার না করে।
দেখ যাঁর আজ্ঞা বলে, মাটিকে ভাসায় জলে,
চন্দ্র সূর্য্য উদয় যাঁর ডরে॥
সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মা আদি আজ্ঞাকর,
হেন কৃষ্ণ ভুল কেন ভাই।
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ,
তবে কর্ম্ম-বন্ধন এড়াই॥

(১৬)

ওরে মন! তুমি সে ডুবাও ভবকূপে।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, তোর বশ অনুক্ষণ,
স্বতন্ত্র না হয় কোন রূপে॥
যে দেখাহ দেখে নেত্রে, কাণে শুনে তোমা সাথে,
যেখানে চালাও চলে পা।
যে কথা যে রসে রত, জিহবা হয় তার মত,
তো বিনু নড়িতে নারে পা॥

সেই কর পরিশ্রম, কেন না ঘুচাও ভ্রম,
ভাল মন্দ না চাহ ফিরিয়ে।
কিবা নিত্য কি অনিত্য, ভাবিয়া না বুঝ চিত্ত,
বিষ খাও অমৃত ত্যজিয়ে॥
সাক্ষাতে না দেখ কত, মরি যায় শত শত,
ধন জন ফেলায়ে হেথাই।
জন্ম ভরি যত ক্লেশ, সব অকারণ শেষ,
সঙ্গের সম্বল কোথা ভাই॥
কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি, হও সেই ধনের ধনী,
ভরি লহ বদন-কুঠরা।
খাও বিলাও নাহি ক্ষয়, যম জিন যাক্ ভয়,
ডঙ্কা পড়ুক ত্রিভুবন ভরি॥
সাধু-সঙ্গে লওয়া দেওয়া, লাভে মূলে যাবে পাওয়া,
ঠগ সঙ্গে না করিহ মেলা।
যদি কর ফল পাবে, লাভে মূলে হারাইবে,
প্রেমানন্দ কহে তবে গেলা॥

(১৭)

এ মন! তোমারে বলিব কি।
সংসার-বাসনা, শ্রম যে কেবল,
ছাইতে ঢালিছ ঘি॥

দিবস রজনী, লিখিছ পড়িছ,
ভাবিছ গণিছ তাই।
খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে,
তিলেক বিরাম নাই॥
চল্লিশ পঞ্চাশ, ষাটি বা সত্তর,
নহে বা শতেক ওর।
ইহার ভিতরে, কখন কি হয়,
তা·না কি নিয়ম তোর॥
এখানে যেমন, সুখটী চাহিছ,
দুঃখটী ভাবিছ ভয়।
মরিলে এ সুখ, কোথায় পাইবে,
তা না কি ভাবিতে হয়॥
এ আয়ু শতেক, জানিবে কতেক,
গরব করিছ কত।
হরি না বলিলে, শমন নরকে,
মজাবে কলপ শত॥
চরণে ধরিয়ে, মিনতি করিয়ে,
হরি হরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রসাদে,
এ ভব তরিয়ে যাই॥

(১৮)

ওরে মন ! একি তোর অসতাই জ্ঞান।

আমি বড় বুঝি জানি, ধনীন কুলীন মানী,
আপনা আপনি অভিমান ॥

পর-ছিদ্রে কর রোষ, না লও আপন দোষ,
অহঙ্কারে সাধুত্ব জানাই।

ডুব দিয়া খাও জল, চিত্রগুপ্ত বলে ভাল,
ইহাতে না রবে চতুরাই ॥

ধন জন ঠাকুরাল, এ না রবে কত কাল,
শতেক বৎসর মাত্র আই।

সেহ নহে নিরূপণে, কোন্ দণ্ডে কোন্ ক্ষণে,
হাসিতে খেলিতে কবে যাই ॥

রাজা কিবা কোতোয়াল, সবাকে লইবে কাল,
ভুঞ্জাইবে যার যেই কর্ম্ম।

শমন তরিতে চাহ, মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ,
কেন বৃথা গোঙাও এই জন্ম ॥

হীন হৈয়া আপনাকে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ মুখে,
অসৎ-সঙ্গে না চলিহ আর।

প্রেমানন্দ কহে মতি, যদি কর পাপে রতি,
সুন্দর পাইবে প্রতিকার ॥

(১৯)

এ মন! তুমি সে মুরখ বড়।

ধন জন পাঞা, আমোদে রয়েছ,
এই ভাবিয়াছ দৃঢ় ॥
কত ধনী জন, তোমার সাক্ষাতে,
ছাড়িয়া মরিয়া গেল।
কেহ না তাদের, যে ছিল তারা কি,
কিছু বা সঙ্গেতে দিল ॥
পরে কি করিবে, ভাবনা মনেতে,
কিসে বা হইব পার।
শমন-ভবনে, বান্ধিয়া লইলে,
ফিরান সে বড় ভার ॥
ভকতি-মুকতি, কেমনে বুঝিবে,
পিরীতি-বচনে ডাক।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
আছয়ে বিস্তার পাক ॥
যে কর সে কর, আপন করম,
তাহাই তুমি সে পাবে।
বৃথাই করিছ, পরের ভরসা,
কা'হতে কিছু না হবে ॥

বদন ভরিয়া হরি হরি বল,
এ বেদ পুরাণ সার।
কহে প্রেমানন্দ, এ বড় আনন্দ,
যমকে ডর কি আর॥

(২০)

এ মন! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি,
কেমন মানুষ তবে॥
মানুষ আকার, হইলে কি হয়,
করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ,
শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ নাম॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়,
শারী-শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ,
এ হয় কেমন মত॥
দিবস রজনী, আবোল তাবোল,
পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি,
গোবিন্দ বলিতে নার॥

ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি,
ভুলিলি কি সুখ পেয়ে।
ডুবিলি আবার, সংসার-কূপেতে,
মজিবি নরকে গিয়ে॥
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি,
ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত,
এড়াবে কৃতান্ত দায়॥

(২১)

এ মন! এবে সে জানিনু তোমা।
রিপুর সহিতে, মিশিয়া ঘুষিয়া,
বিপাকে ঠেকালি আমা॥
কে তোর আপন, পর কে তোমার,
বিচার করিতে নার।
আপন ইচ্ছায়, নরকে যাইতে,
আপনে সে পথ কর॥
দু'কর যুড়িয়া, কামের নফর,
ক্রোধকে ধরেছ বুকে।
লোভের পিছুতে, সদাই ঘুরিছ,
মোহেতে মাতিছ সুখে॥

কে সৎ অসৎ, কিছু না জানিলি,
মদের সহিত দোল।
আপনা আপনি, কত না গরিমা,
দম্ভকে ধরিয়া কোল॥
এ ধন এ জন, আপনা জানিছ,
ভাবিছ এমতি যাবে।
জাননা শমন, চর পাঠাইয়া,
বান্ধিয়া লয় বা কবে॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল,
কি সুখে রহেছ ভুলি।
কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিবে,
হাতে বাজাইয়া তালি॥

(২২)

ওরে মন! স্বর্গ বা নরক বুঝ কোথা।
যে যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ভুঞ্জায় তারে,
ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা॥
কেহ ঘোড়ায় দোলায় ফেরে, কেহ স্কন্ধে বহে কারে,
ছত্র ধরি কেহ চলে পথে।
কেহ কর্ম্ম-অনুসারে, জন্ম ভরি কারাগারে,
কারো বিষ্ঠা কেহ বহে মাথে॥

শত সহস্রাযুত লক্ষ, কেহ পালে দিয়া ভক্ষ্য,
উদর ভরিতে কেহ নারে।
এখানে দেখিছ যেবা, পরে যা তা জানে কেবা,
বিধাতার মনে সে বিচারে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, প্রেত পিশাচ দৈত্য রক্ষ,
স্বভাবে সকল পরচার।
যাহার যেমন মত, সেই কর্ম্মে অনুরত,
সেই মত ভক্ষ্য সে আচার ॥
কৃষ্ণ-পারিষদ ভক্ত, কৃষ্ণ কর্ম্মে সদা রত,
কভু লিপ্ত নহে এসংসারে।
সে রহে মায়ার পার, তাতে কার অধিকার,
নিত্য-সঙ্গ নিত্য-পরিবারে ॥
কৃষ্ণ লীলা-গুণ-নাম, রাত্রি দিনে অবিরাম,
শ্রবণ কীর্ত্তন সদানন্দ।
প্রেমানন্দ কহে মতি, হ'য়ে তার অনুগতি,
কৃষ্ণ কহি ছিড় কর্ম্ম বন্ধ ॥

(২৩)

ওরে মন! হরি হরি বল ভাই।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখ না,
নামের সমান নাই ॥

সাগর লঙ্ঘিয়া, ফিরে হনুমান্,
লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর, আপনি তরিলা,
পাথরে বান্ধিয়া রাম॥
দ্বারকা ভবনে, নারদ গোসাঞি,
সাধিলা আপন কাজে।
হরি নাম তুলি, দেখালে মহিমা,
এ তিন লোকের মাঝে॥
গঙ্গাস্নান করে, যে করে সে তরে,
না করে না তরে পুন।
আর এক তাঁর, নামের মহিমা,
বিশ্বাস করিয়া শুন॥
শতেক যোজন, বসিয়া যে জন,
'গঙ্গা গঙ্গা' ইতি বলে।
সবাকার পাপ, হইয়া মোচন,
বিষ্ণুর লোকেতে চলে॥
মরণ-কালেতে, কোন্ খানে কেবা,
গঙ্গায় পরশি রাখে।
তারণ-কারণ, নাম বিনে আর,
কে কার শ্রবণে ডাকে॥

সকল কালেই, নামের প্রকট,
কখনো বিরাম নয়।
নামের সহিতে, রূপ, গুণ, লীলা,
ভাবিয়া দেখিলে হয় ॥
'কৃষ্ণ দু' আঁখর' যাহার জিহ্বায়,
ভুবন জিনিল সে।
কহে প্রেমানন্দ, কি মোর দুর্দ্দৈব,
ভুলিয়া রহিনু যে ॥

(২৪)

এ মন! তুমি কি ভাঁড়ামি কর।
সেবক হয়েছি, আশ্রয় করেছি,
কিসে এ গরব ধর ॥
'সেবক' বলিয়া, এ তিন আঁখর,
তিনের তিনটী কাম।
তা যদি না কর, কি মত আচর,
তে কিসে সেবক নাম ॥
'সে' আঁখর কয়, কর গুরু সেবা,
স্বীকার' গুরুর বাক্।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে, বাসুদেব ভজ,
ফুকারি কহিছে 'ব'।

তাহা না শুনিলি, অসতে মজিলি,
'ব' ছাড়ি রহিল 'ক' ॥
'ক' বলে কহনা, কৃষ্ণের চরিত,
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান।
তা কৈলি কখন, সংসারে মগন,
'ক' গেল করিয়া মান ॥
একে একে দেখ, তিনেই ছাড়িল,
বসতি হইল খালি।
কহে প্রেমানন্দ, তে যম-কিঙ্কর,
হাতে বাজাইছে তালি ॥

(২৫)

এ মন ! কি করে বরণ কুল।
যেই কুলে কেন, জনম হউক না,
কেবল ভকতি মূল ॥
কপি-কুলে ধন্য, বীর হনুমান্,
শ্রীরাম-ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে,
ঈশ্বর-সভার মাঝ ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি,
ভুবনে রাখিল যশ।

স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি,
হইয়া যাঁহার বশ ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিল,
গুহক চণ্ডাল বরে।
বলনা কি কুল, বিদুরের ছিল,
খাইল যাহার ঘরে ॥
দেখনা কেমন, সাধন করিল,
গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল,
সে হরি যে ভজে তারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, সবে অধিকারী,
কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব,
নিতান্ত মূরখ ভাই ॥

(২৬)

ওরে মন! কেনে ভুল সংশয় ভাবিতে।
শ্রীনন্দনন্দন হরি, গেলা কিনা মধুপুরী,
সন্দেহ নারিছ ঘুচাইতে ॥
যদি বল নন্দাত্মজ, সে কেন ছাড়িবে ব্রজ,
কখনো না যায় অন্য স্থানে।

যে হৈতে অক্রুর আইল, কৃষ্ণ চন্দ্র লৈয়া গেল,
কে আর রহিল বৃন্দাবনে ॥
রাধিকার প্রাণ নাথ, সর্ব্বদা গোপীর সাথ,
যদি বল বিহরে ব্রজেতে।
তবে কেন গোপীগণ, বিরহে বিহ্বল মন,
দূতী পাঠাইলা মথুরাতে ॥
কৃষ্ণ যে উদ্ধব দ্বারে, প্রবোধিলা গোপিকারে,
মহিষীর কোলে সদা কাঁপে।
রাধিকা স্মরণ করি, নেত্র অশ্রু জলে ভরি,
ক্ষণে মূর্চ্ছা বিরহ- সন্তাপে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুই জনে, যাঁর যে আছিল মনে,
সব দুঃখ নিবারণ কৈল।
জানিয়া রাধার মর্ম্ম, বুঝাইলা নিজ ধর্ম্ম,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥
কালিন্দী কর্ণিকা শ্যাম, অভেদ একই ধাম,
কেনে ইথে ভিন্ন ভেদ কর।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ব্রজ, সদা এই ভাবে ভজ,
যদি ভাই মোর বোল ধর ॥
তিন-বাঞ্ছা-অভিলাষী, এবে নবদ্বীপে আসি,
রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।

আপনে করি আস্বাদন, শিক্ষাইল ভক্তগণ,
বিস্তার করিল জগভরি ॥
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে, এক কহ তবে কেনে,
ছাড়া কি সে মথুরা নগর।
প্রেমানন্দ কহে মন, রাধা, কৃষ্ণ, বৃন্দাবন,
এক ঠাঁই শ্রীগৌরসুন্দর ॥

(২৭)

ভাইরে ! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিত পাবন ॥
হেন অবতারে যার, নহিল ভকতি লেশ,
বল তার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল,
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥
হেম-জলদ-কায়, প্রেমধারা বরিষয়,
করুণাময় অবতার।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন শীতল নৈল,
কি জানি কেমন মন তার ॥

কলি-ভবসাগরে, নিজ নাম ভেলা করি,
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে,
এ প্রেমানন্দের পরিহার॥

ইতি—শ্রীপ্রেমানন্দদাস-বিরচিতা
শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সংসারদাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।

যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৩ ॥
চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-
স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৪ ॥
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৫ ॥
নিকুঞ্জ-যূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৬ ॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ-
রুক্ত-স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৭ ॥
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।

ধ্যায়ং স্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং ।

শ্রীশ্রীশচীতনয়ায় নমঃ ।

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহং ।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়ালেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ১ ॥
গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালং ।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ২ ॥
অরুণাম্বরধর-চারু কপোলং
ইন্দু বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং ।

জল্পিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৩ ॥
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ৪ ॥
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ৫ ॥
ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মুণ্ডিত-মুণ্ডং।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৬ ॥
ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরং।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৭ ॥
নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলং।

কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৮॥

ইতি—শ্রীলসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং
শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃশুদ্ধাংনিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ২॥
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্নশ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৩॥
রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ-মধুরধামোজ্জ্বলতনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।

হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৪ ॥
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৫ ॥
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬ ॥
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মি স্ফুরিতনটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৭ ॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ।
ঘনস্বেদ-স্তোম-স্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তনসুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৮ ॥
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।

পরানন্দে সত্ত্বস্তদমলপদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুঃ।

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যেঽখিলজনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকার-নিবহং।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ-
স্তরঙ্গৈ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥
অলঙ্কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ-রত্নৈরিব বলদ্
বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ।
হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতিগিরিপতের্নির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ২ ॥
রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্‌গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকানরুণ-জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্প-চলিতৈ-
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥
ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।

লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল-বিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥
অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-স্বরভি-মধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠইব কৃষ্ণোরু-বিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৬॥
ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্তরিতমিহ তং লোকয় সখে!
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭॥
সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥
অলং দোলা-খেলা-মহসি বর-তন্মণ্ডপ-তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ।

স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি-মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৯॥
দয়াং যো গোবিন্দে গরুড়ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥১০॥
মহা-সম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥১১॥
ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম-
প্রভা-ভ্রাজৎ-পদ্যাবলি-ললিত-শাখং সুরতরুং।
মুহুর্যোঽতিশ্রদ্ধৌষধিবর-বলৎপাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেদ্ বিন্দেৎ সরসগুরু-তল্লোকন-ফলম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিতঃ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুর অনুবাদ।

সকল জনের মন, করিবারে আকর্ষণ,
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।
একবার যেই হেরে, সে আঁখি ফিরাতে নারে,
মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ ॥

হেরিয়ে গৌরাঙ্গ-গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র-গতি,
গজ সে সামান্য মদে মাতা।
গৌরাঙ্গ-বদন হেরে, সকলঙ্ক-চন্দ্রোপরে,
ঘৃণা করে সকল জনতা ॥
গৌর-কান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিব।
গৌরাঙ্গ-মধুরবাণী, অমৃত-তরঙ্গ জিনি,
পিলে মন করে পিব পিব ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥১॥
ওহে মোর গৌরসুন্দর নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি'ভাব-রত্ন-সাজ ॥
বৈবর্ণ্য, স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প, অশ্রু, পুলক, সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য, নৃত্য, সব প্রেমধর্ম্ম ॥
নবরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমৎকার,
হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত।

সে রস যে নিরখিল, সেই সে রসে মাতিল,
মোর মন করে উন্মাদিত ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥২॥
রসের অবধি মোর গোরা।
রসের উল্লাস-ভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
দুনয়নে বহে প্রেমধারা ॥
অপরূপ সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে।
বসন্ত-উৎসব কালে, সেচন করয়ে জলে,
যেন পিচকারী জলযন্ত্রে ॥
সকম্প আনন্দাবেশে, দশনে অধর দংশে,
হেন প্রেম আছিল কোথায়।
একবার যারে হেরে, তার আঁখি মন হরে,
মোর মন সতত মাতায় ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥৩॥

একদিন কাশীমিশ্রালয়ে।
বসিয়াছেন মহাপ্রভু, না দেখি না শুনি কভু,
হেন ভাব উদয় হৃদয়ে ॥
শ্রীনন্দনন্দন হরি,- বিরহ-আবেশ ভরি,
অঙ্গ সন্ধি সব শ্লথ হৈল।
ভুজপদ দীর্ঘাকার, গদ্‌গদ বচনোচ্চার,
ভূমে লুঠে কান্দে সবৈকল্য ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥৪॥
শয়ন-মন্দিরে গোরা রায়।
কৃষ্ণের বিরহভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥
কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিতা সদা,
কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান।
এই মত আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,
সে হেতু বাহিরে যেতে চান ॥
তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চঊর্দ্ধ,
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাইএর মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে ॥

ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কূর্ম্ম প্রায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
করে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গে॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥৫॥
একদিন সে আপন, প্রাণার্ব্বুদ সমান,
ব্রজ লাগি বিরহে বিভোর।
করেন প্রলাপ অতি, তাপ-বিকল মতি,
অবিরত উন্মাদে উজোর॥
বাহিরে যাইতে মন, যাইতে না পেয়ে পুন,
ভিতে ঘর্ষে বদন সরোজ।
অপরূপ প্রেমরাশি, গৌর রসস্থবিলাসী,
হেরি মোহে কোটি মনোজ॥
হেন গৌর রসরাজ, স্বানুভবে নটরাজ,
উদয় মোর হৃদয় মাঝার।
জানিনা সেহ কেমন, কেমন করয়ে মন,
উন্মাদে যে হয় সে বিভোর॥

আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥৬॥
একদিন গোকুলচাঁদে, দরশন মন সাধে,
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায়।
দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক,
ভাবোন্মাদে মত্ত গোরারায় ॥
তারে কহে ওহে শুন, তুমি সে বন্ধু আপন,
বল কোথা মোর প্রাণগোবিন্দ।
প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি,
কহে বুঝি ভাব-অনুবন্ধ ॥
চলহ ত্বরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণসখ,
এত শুনি ধরে তার হাত।
রাধিকা-ভাবিত মতি, নিজে গোপী-প্রাণপতি,
আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥৭॥
নীলাচল নিকটেতে, দেখি চটক পর্ব্বতে,
ভাবে মত্ত গৌর রসরাজ।

যাব সে আমি গোকুলে, গৌর গুণমণি বলে,
দেখি গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ॥
উন্মাদ বাতুল হেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান,
হেনকালে নিজগণে ধরে।
হেন গৌর রসরাজ, উদয় হৃদয় মাঝ,
বিহ্বল করয়ে সদা মোরে ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৮ ॥
দোল মহোৎসব কালে, বসি দোল-মঞ্চতলে,
স্বরূপাদি নিজগণ সনে।
আপনে গৌরাঙ্গ রায়, নিজনাম গান গায়,
পরিপূর্ণ মাধুর্য্য-তরঙ্গে।
সে অঙ্গ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল,
আর কি ভুলিতে পারে কভু।
হৃদয়ে উদয় ক'রে, সতত মাতায় মোরে,
প্রেম-সিন্ধু স্বর্ণ-গৌর প্রভু॥ ৯ ॥
গোবিন্দ নামক ভক্ত, তারে দয়া অনুরক্ত,
যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি।
পুরীদেবে করে ভক্তি, যেন তাঁর অনুরক্তি,
যদুবর সান্দীপনি প্রতি ॥

স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,
গিরিধারী যেমন সুবলে।
সে প্রভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈরয মানে,
সদা ভাসে প্রেমামৃত-জলে ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০ ॥
আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল।
স্বরূপের আশ্রয়ে দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥
বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে।
এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দে ধৈর্য্য কেবা ধরে ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১১ ॥
স্তবকল্পবৃক্ষ হয় ইহার আখ্যান।
ইহা যেই পাঠজলে সিঞ্চে ভাগ্যবান্ ॥

ত্রিসন্ধ্যায় করে যেই পাঠ অবিরত।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে সেই হয় উনমত ॥
পঠনে শ্রবণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ॥
দাসগোস্বামি-পদ হৃদে করি আশ।
কল্পবৃক্ষ ভাষে নবদ্বীপচন্দ্র দাস ॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুর অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকম্।

কনকরুচিরগৌরঃ সর্ব্বচিত্তৈকচৌরঃ
প্রকৃতিমধুরদেহঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ।
কলিতললিতরূপঃ ক্ষুব্ধকন্দর্পভূপঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ১ ॥
বহুলচিকুরবন্ধঃ স্নিগ্ধমুগ্ধপ্রবন্ধঃ
প্রসরপুরপুরন্ধ্রী-চিত্তসন্ধানমন্ত্রী।
বিহিতবিবিধবেশ-দ্যোতিতাশেষদেশঃ
স্ফূরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
বিকশিতশতপত্র-দ্যোতিবিস্ফারনেত্রঃ
প্রিয়মৃদুলপবিত্র-স্নিগ্ধদৃক্‌প্রেমপাত্রঃ।
অতিমধুরচরিত্রঃ প্রোল্লসচ্চারুগাত্রঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥

মলয়জকরবীর শ্চিদ্বিলাসাতিধীরঃ
সুবিমলসিতবস্ত্রঃ প্রান্তবস্ত্রানুরক্তঃ।
রভসময়বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥
সকলরসবিদগ্ধঃ সর্ব্বভাবপ্রশুদ্ধঃ
সকলসুখবিনোদঃ খ্যাতনৃত্যপ্রমোদঃ।
সকলসুখদনামা ধন্যতারুণ্যধামা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥
অবিরতগলদস্রঃ প্রেমধারাসহস্রঃ
স্নপিতসকলদেশঃ খ্যাতনামোপদেশঃ।
ভুবনবিদিতসর্ব্ব-প্রাণিনিস্তারগর্ব্বঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৬ ॥
ঘনপুলককদম্বঃ স্থূলমুক্তাসমাস্তঃ-
স্নপিততরহৃদোরঃ প্রেমহুঙ্কারঘোরঃ।
সদয়মধুরমূর্ত্তি র্বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥
অখিলভুবনভর্ত্তা দুর্গতিত্রাণকর্ত্তা
কলিকলুষনিহন্তা দীনদুঃখৈকশান্তা।
নিরবধিনিজগাথা-কীর্ত্তনানন্দদাতা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

সুরমুণিগণবন্ধুঃ প্রেমভক্ত্যেকসিন্ধুঃ
প্রকটসুরভিনন্দ-শ্রীলপাদারবিন্দঃ।
নটনমধুরমন্দঃ সুপ্রগাঢ়প্রবন্ধঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৯॥
সকলনিগমসারঃ প্রেমপূর্ণাবতারঃ
প্রচুরগুণগভীরঃ সর্ব্বসন্ধানধীরঃ।
অধমপতিতবন্ধুঃ পূর্ণকারুণ্যসিন্ধুঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ১০॥
মধুরিমণি মনোজ্ঞ স্তাণ্ডবাত্যন্তবিজ্ঞ-
স্তরুণিমনি বিচিত্রঃ প্রেমনিস্তারপাত্রঃ।
মহিমনি নিজনাম-গ্রাহি সম্পূর্ণকামঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ১১॥
শ্রীগৌরাঙ্গনটেন্দ্রস্য স্তুতিমেতামভীষ্টদাম্।
যঃ পঠেৎ পরমপ্রীতঃ স প্রেমসুখভাগ্ভবেৎ॥ ১২॥
ইতি শ্রীরঘুনন্দনঠক্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং। (১)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।

সদাঘূর্ণন্নেত্রং করকলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥
রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈকপ্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবা-পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥
শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণং।
হরেরাখ্যানাদ্বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥
অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিন্নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥
যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥
বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃসিন্ধূন্নতি-কুমুদবন্ধুংসমুদিতং।

খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জত্তিমিরহর-সূর্য্যপ্রভমহং।
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥
নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্ত-প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥
সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥
রসানামাধারং রসিকবর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততিতারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্। (২)

প্রেমে ঘূর্ণিত, নয়ন পূর্ণিত, চঞ্চল মৃদুগতি-নিন্দিতং
বদন-মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, বচন অমৃত খণ্ডিতং।
অসীম গুণগণে, তারিলে জগজনে, মোহে কাহে করু বঞ্চিতং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ১ ॥

মিহির-মণ্ডল, শ্রবণে কুণ্ডল, গণ্ডমণ্ডলে দোলিতং
কিয়ে নিরুপম, মালতীর দাম, অঙ্গে অনুপম শোভিতং।
মধুর মধুমদে, মত্ত মধুকর, চারুচৌদিকে চুম্বিতং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ২ ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত, মত্ত করিবর-নিন্দিতং
ভায়্যা ভায়্যা বলি, গভীর ডাকই, করু দশদিক ভেদিতং।
অমর কিন্নর, নাগ নরলোক, সর্ব্বচিত্ত সুদর্শিতং
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবাপ্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৩ ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কৃত, লম্ফ ঝম্প কৃত, মেঘ-নিন্দিত-গর্জ্জিতং
সিংহ ডমরু-ক্ষীণ কটিতট, নীল পট্টবাস-শোভিতং।
সো পহুঁ ধুনীতীরে, সঘনে ধাবই, চরণ-ভরে মহীকম্পিতং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবাপ্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৪ ॥
অবনীমণ্ডল, প্রেমে বাদল, করল অবধৌত ধাবিতং
তাপী দীন হীন, তার্কিক দুর্জ্জন, কেহ না ভেল বঞ্চিতং।
শ্রীপদপল্লব-মধুরমাধুরী, ভকত-ভ্রমর-সুখপীতং
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৫ ॥
ও মণিমঞ্জীর, চারু তরলিত, মধুর মধুর সুনাদিতং
অতুল রাতুল, যুগল পদতল, অমল-কমল-সুরাজিতং।
তেজিয়া অমর-অবনী হিমকর, নিতাই-পদনখ-শোভিতং
জয়তি জয়, বসুজাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৬ ॥

যাহার ভয়ে, কলি-ভুজগ ভাগল ভেল সভে হর্ষিতং
তপন-কিরণে জনু, তিমির নাশই, তৈছে করল সুরাজিতং
দুরিত-ভয়ে ক্ষিতি, অবহি আতুর, ভার তার করু নাশিতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৭ ॥
ঈষত হসইতে, ঝলকে দামিনী, কামিনীগণ-মন-মোহিতং
সোপঁহু ধুনীতীরে, না জানি কার ভাবে, অবনী উপরে গিরিতং।
বচন বলইতে, অধর কম্পই, বাহুতুলি ক্ষণে রোদিতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি বিরচিতং
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভোরষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রম্॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে।)

(শ্রীশেষ উবাচ।)

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য মহাপাতকনাশনম্॥
গৌড়েন্দ্রো নর্ত্তনানন্দা সংকীর্ত্তনবিলাসকৃৎ।
গৌরাগ্রজো গৌরভক্তো গৌরারাধ্যো গুণাকরঃ ॥
গৌরপ্রিয়ো গভীরাত্মা গৌরাজ্ঞাপ্রতিপালকঃ।
নিত্যানন্দো জগদ্ধেতুঃ কলধৌতকলেবরঃ ॥

লৌহদণ্ডধরো দেবঃ পাষণ্ডপরিমর্দ্দনঃ।
অবধূতঃ শ্রীপাদশ্চ স্বর্ণমুক্তাবতংসকঃ॥
ন্যাসিরাজো নাগরেন্দ্রো নাগরীপ্রাণবল্লভঃ।
ন্যাসাচারবিহীনশ্চ রসাবেশবিঘূর্ণিতঃ॥
রসাশ্রয়ো রসময়ো রসভোক্তা রসপ্রদঃ।
রসোল্লাসমদোদ্ঘূর্ণো জাহ্নবাপ্রাণবল্লভঃ॥
বসুধানায়কো দেবো বিদগ্ধো গুণশেখরঃ।
অতিক্রান্তসর্ব্ববিধিনিষেধ শ্চরিতাদ্ভুতঃ॥
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপশ্চ সর্ব্বশক্তিবিলাসকঃ।
নিত্যরূপঃ স্বরূপশ্চ চিদানন্দ-সুধাময়ঃ॥
উজ্জ্বলপ্রেমরসিক আনন্দময়বিগ্রহঃ।
পরমৈশ্বর্য্যদাতা চ অপারমহিমান্বিতঃ॥
অলক্ষিতগতি-স্বৈরী কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ।
নানালঙ্কারধারী চ শ্বেতপট্টবিভূষিতঃ॥
জগদ্বন্ধুর্জগৎকর্ত্তা জগদুদ্ধারকারকঃ।
প্রেমাধারঃ প্রেমময়ঃ প্রেমভক্তিবিশারদঃ॥
রামদাসাদিসর্ব্বস্বং গৌরীদাসপ্রিয়েশ্বরঃ।
মালিনীদুগ্ধভোক্তাচ ব্যাসপূজাপরায়ণঃ॥
অযাচক-প্রেমদাতা অদোষদর্শকঃ প্রভুঃ।
অনন্তগুণগম্ভীরো নির্ব্বৈরশ্চঞ্চলাকৃতিঃ॥

দস্যূদ্ধারী সদানন্দো বাক্‌পতির্ন্ন্যাসিমোদকঃ।
সর্ব্বাপরাধহরণঃ সর্ব্বদুঃখবিনাশনঃ॥
সর্ব্বশক্তিপ্রদাতা চ সদা পতিতপাবনঃ।
বৃন্দাবন-রসামোদী বৃন্দাবন-রসপ্রদঃ॥
সঙ্গীত-রসবেত্তা চ নানাতাণ্ডবপণ্ডিতঃ।
অমায়ী চানহঙ্কারী সদা নির্ম্মলচেতনঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুঃ পূর্ণভক্তিশ্চিন্তামণিঃ প্রভুঃ।
দীনোদ্ধারী দীননাথঃ কৃপালুঃ ক্লেশনাশকঃ॥
দুর্গতত্রাণকর্ত্তা চ প্রেমভক্তিবিলাসকঃ।
অদ্বৈতহৃদয়ানন্দঃ কেশশেষাত্মগোচরঃ॥
গঙ্গাবগাহনোল্লাসী কোটিগঙ্গানিষেবিতঃ।
মৃগেন্দ্রকোটিহুঙ্কারো মুগ্ধীকৃতজগৎত্রয়ঃ॥
সিংহগ্রীবঃ পদ্মনেত্রো রক্তাম্বুজপদদ্যুতিঃ।
নিজানন্দস্বভাবেন নীলবাসোধরঃ ক্বচিৎ॥
চূড়াগ্রবিলসদ্গুঞ্জঃ শিখিপিঞ্ছবিভূষণঃ।
স্বয়ংদেবো মহামত্তঃ শ্বেতবর্ণো হলায়ুধঃ॥
স্বাসাং মধ্যে বিরচিতানঙ্গেহানঙ্গমঞ্জরী।
পরোক্ষে প্রকৃতিশ্চৈব প্রত্যক্ষে পুরুষস্তথা॥
সর্ব্বাবতারকারী চ আদিদেবঃ সনাতনঃ।
ইতি নাম্নামষ্টশতং মন্ত্রঞ্চ গদিতং শৃণু॥

অন্তে চ বহ্নিজায়া স্যাদাদৌতারো নমস্তথা।
জাহ্নবেতি পদংমধ্যে বল্লভায় ততঃপরং ॥
ইতি মন্ত্রং দ্বাদশার্ণং সর্ব্বভাবমনোহরম্।
যঃ পুমান্ সাধয়েদ্ দেবি! লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥
ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ যস্তু মকরস্থে দিবাকরে।
নানাবিধেন দ্রব্যেন দুগ্ধেন পূজয়েদ্ যদি ॥
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য অন্তে চৈতন্যমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বংসহাসি দেবি ত্বং ময়া ধৃতাসি মস্তকে ॥
যামধাৎ কচ্ছপো দেবো মহাবলপরাক্রমঃ।
কলাকলাংশঃ কৃষ্ণস্য কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ ॥
স এব ভগবান্ কৃষ্ণোদ্বিতীয়দেহমাপ্নুয়াৎ।
মহাসংকর্ষণো নাম সর্ব্বশক্তি-সমৃদ্ধিমান্ ॥
আতপে শীতলংছত্রং নিদাঘে শীতলোঽনিলঃ।
শয়নে দিব্যপর্য্যঙ্কো রমণে প্রাণবল্লভা ॥
গমনে পাদুকারূপী রহস্যে সখীরূপকঃ।
কৃষ্ণেঽপি সর্ব্বদাতাচ সর্ব্বকার্য্যে সহায়বান্ ॥
স এব কলিকালেঽস্মিন্ নিত্যানন্দো ভবিষ্যতি।
নিত্যা শ্রীরাধিকা-নাম আনন্দো রসবিগ্রহঃ।
উভয়োর্মিলনান্নাম নিত্যানন্দো বসুন্ধরে ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ধরণীশেষসংবাদে
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভোরষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীমদদ্বৈতাষ্টকম্।

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কারঘোষৈঃ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈ-
রাকৃষ্টঃসন্ গৌরগোলোকনাথঃ
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাদীনাং দুর্ল্লভপ্রেমপূরৈ-
রাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকম্।
আবির্ভাব্য শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তিপ্রপূর্ণো
যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দধেঽপি।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ
যস্যাংশাংশা ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরাখ্যাঃ।

যেনাভিন্না স্তং মহাবিষ্ণুরূপং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বা-
চ্ছম্ভোরিত্থং শাম্ভবং নাম ধাম।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈকসাধ্যং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

সীতানাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা
পুত্রোযস্যাপ্যচ্যুতানন্দনামা।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূরপ্রপূর্ণঃ
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈতনামা
ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্যনামা।
শশ্বচ্চেতঃসঞ্চরদ্গৌরধামা
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ
সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধবুদ্ধিঃ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে
বিন্দন্ ভক্তিং তৎপ্রিয়ত্বং প্রযাতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যবিরচিতং শ্রীশ্রীযদদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীগদাধরপণ্ডিতাষ্টকম্।

সভক্তিযোগ-লাসিনং সদা ব্রজে বিহারিণং
হরি-প্রিয়া-গণাগ্রগং শচীসুত-প্রিয়েশ্বরং।
সরাধ-কৃষ্ণ-সেবন-প্রকাশকং মহাশয়ং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ১ ॥
নবোজ্জ্বলাদি-ভাবনা-বিধান-কর্ম্ম-পারগং
বিচিত্রগৌরভক্তিসিন্ধু-রঙ্গভঙ্গ-লাসিনং।
সুরাগ-মার্গ-দর্শকং ব্রজাদি-বাস-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতংগুরুং প্রভুং ॥ ২ ॥
শচীসুতাঙ্ঘ্রি-সার-ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য-গৌরবং
গৌরভাব-চিত্তপদ্ম-মধ্য-কৃষ্ণ-সুবল্লভং।
মুকুন্দ-গৌররূপিণং স্বভাব-ধর্ম্ম-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ৩ ॥
নিকুঞ্জ-সেবনাদিক-প্রকাশনৈক-কারণং
সদা সখীরতি-প্রদং মহারস-স্বরূপকং।
সদাশ্রিতাঙ্ঘ্রি-পুণ্ডরীকদং সদাগুরুং বরং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ৪ ॥
মহাপ্রভোর্ম্মহারস-প্রকাশনাঙ্কুরং প্রিয়ং
সদা মহারসাঙ্কুর-প্রকাশনাদি-বাসনং।

মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদি-ভাব-মোদ-কারকং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ৫ ॥
দ্বিজেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদযুগ্ম-ভক্তিবর্দ্ধকং
নিজেষু রাধিকাত্মতা-বপুঃ-প্রকাশনাগ্রহং।
অশেষ-ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষয়োজ্জ্বলামৃতপ্রদং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ৬ ॥
মুদা নিজপ্রিয়াদিক-স্বপাদপদ্ম-সীধুভি-
র্মহারসার্ণবামৃত-প্রদেষ্ট-গৌর-ভক্তিদং।
সদাষ্ট-সাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্ট-ভক্তিদায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ৭ ॥
মদীয়-রীতিরাগ-রঙ্গভঙ্গ-দিগ্ধ-মানসো
নরোঽপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাব-ভাজনং।
তমুজ্জ্বলাক্ত-চিত্তমেতু চিত্ত-মত্তষট্পদো
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং ॥ ৮ ॥
মহারসামৃতপ্রদং সদা গদাধরাষ্টকং
পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনাগণোৎসবং।
শচীতনূজ-পাদপদ্ম-ভক্তিরত্ন-যোগ্যতাং
লভেত রাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রি-পদ্ম-সেবয়া ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীলস্বরূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগদাধরপণ্ডিতাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীবাসাষ্টকম্।

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কং ॥ ১ ॥
শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপ-লীলা-সঙ্কীর্ত্তন-সম্পদি।
যঃ প্রধানতয়া খ্যাতঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম ॥ ২ ॥
শ্রীগৌর-কীর্ত্তনানন্দে পুত্রশোকোঽপি নাস্পৃশৎ।
যং শ্রীবাসং ভক্তরাজং তং নমামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥
আদৌ বাসস্তু শ্রীহট্টে ভাগীরথ্যাস্তটে ততঃ।
কুমারহট্টে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতির্গতিঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীরামঃ শ্রীপতিশ্চৈব শ্রীনিধিশ্চেতি সত্তমাঃ।
শ্রীবাসভ্রাতরো জ্ঞেয়াঃ শ্রীবাসং নৌমি তদ্বরং ॥ ৫ ॥
পুরা নারদ-রূপেণ হরিনামসুধা-ঝরৈঃ।
যো জগৎ প্লাবয়ামাস স শ্রীবাসোঽধুনা গতিঃ ॥ ৬ ॥
যৎপত্নী মালিনীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গমতোষয়ৎ।
স্বহস্তপক্ব-ভক্তাদ্যৈঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম ॥ ৭ ॥
পতিবদ্গৌরাঙ্গগতির্মালিনী গৌড়বিশ্রুতা।
তৎপাদপদ্ম-সবিধে প্রণতির্ম্মে সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমং বন্দে শ্রীবাসপণ্ডিতং।
যৎ কারুণ্য-কটাক্ষেণ শ্রীগৌরাঙ্গে রতির্ভবেৎ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীবাসাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্‌।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরৌ ধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥
নানাশাস্ত্র-বিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপনিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥
কূজৎকোকিল-হংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধমূলবিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।

রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণস্মৃতের্ম্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়াতীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষদশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগুর্ণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দিবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্ম্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতং
শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামি-গুণলেশসূচকাষ্টকং সম্পূর্ণম্‌॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপাষ্টকম্।

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াঃ
স্তীরেঽতিরম্যে পুরুপুণ্যময্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং
তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ১ ॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ
কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্‌জ্ঞা-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ২ ॥

যঃ সর্ব্বদিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈ-
র্নানাদ্রুমৈঃ সূপবনৈঃ পরীতঃ।
শ্রীগৌরমধ্যাহ্ন-বিহারপাত্রৈ
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৩ ॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারভূমিঃ
সুবর্ণসোপাননিবদ্ধতীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভি র্গৌরবগাহরূপৈ-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৪ ॥

মহান্ত্যনন্তানি গৃহানি যত্র
স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।

প্রত্যালয়ং যং শ্রুয়তে সদা শ্রী-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৫ ॥

বিদ্যাদয়াক্ষান্তিমুখৈঃ সমস্তৈঃ
সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ ।
সংস্তূয়মানা ঋষিদেবসিদ্ধৈ-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৬ ॥

যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য
স্বানন্দসাম্যৈকপদং নিবাসঃ ।
শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াঢ্য-
স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৭ ॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ
সংকীর্ত্তন-প্রেমভরেণ সর্ব্বম্ ।
নিমজ্জয়ত্যুল্লসদুন্মদাব্ধৌ
তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৮ ॥

এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং
পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দনপাদপদ্মে
সুদুর্ল্লভং প্রেম সমাপ্নুয়াৎ সঃ ॥

ইতি শ্রীশ্রীনবদ্বীপাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো

মুদাভীরীনারী-বদন-কমলাস্বাদমধুপঃ ।

রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতিগণেশার্চ্চিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে

দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।

সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেন বলিনা ।

সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকলসুর-সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো

রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমলপঙ্কেরুহ-মুখঃ ।

সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ

স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥
পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্ত-শিরসি ।
রসানন্দী রাধা-সরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন-কাম্যাংবরবধূং ।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে !
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে !
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রমুখপদ্ম-বিনির্গতং শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্॥

শ্রীশ্রীদামোদরায় নমঃ।

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলেভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১॥
রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবদামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ২ ॥
ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥
বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিংবা
ন চান্যং বৃনেহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪
ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।

মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ববক্ত্রাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥
নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ !
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহানেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাংমে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বসধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসত্যব্রত মুনিপ্রোক্তং
শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রবিরচিতং—

প্রেমামৃতরসায়নস্তোত্রম্ ।

নমো ব্রজরাজকুমারায় ।

একদা কৃষ্ণবিরহধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্ ।
মনোবাষ্পনিরাসার্থং জল্পতীহ মুহুর্মুহুঃ ॥
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণেন্দুরানন্দো গোবিন্দো গোকুলোৎসবঃ ।
গোপালো গোপগোপীশো বল্লবেন্দ্রো ব্রজেশ্বরঃ ॥

প্রত্যহং নূতনত্তর স্তরুণানন্দবিগ্রহঃ।
আনন্দৈকসুখস্বামী সন্তোষাক্ষয়কোষভূঃ॥
আভীরিকানবানন্দঃ পরমানন্দকন্দলঃ।
বৃন্দাবনকলানাথো ব্রজানন্দনবাঙ্কুরঃ॥
নয়নানন্দকুসুমো ব্রজভাগ্যফলোদয়ঃ।
প্রতিক্ষণাতিসুখদো মোহনো মধুরদ্যুতিঃ॥
সুধানির্য্যাসনিচয়ঃ সুন্দরঃ শ্যামলাকৃতিঃ।
নবযৌবনসম্পন্নঃ শ্যামামৃতরসাকরঃ॥
ইন্দ্রনীলমণিস্বচ্ছো দলিতাঞ্জনচিক্কণঃ।
ইন্দীবরসুখস্পর্শো নীরদস্নিগ্ধসুন্দরঃ॥
কর্পূরাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমাক্তাঙ্গধূসরঃ।
সুকুঞ্চিতকচভ্রস্তোল্লসচ্চারুশিখণ্ডকঃ॥
মত্তালিবিলসৎপারিজাতপুষ্পাবতংসকঃ।
আননেন্দুজিতানন্তপূর্ণশারদচন্দ্রমাঃ॥
শ্রীমল্লসাটপাটীরতিলকালকরঞ্জিতঃ।
লীলোন্নতভ্রূবিলাসো মদালসবিলোচনঃ॥
আকর্ণরক্তসৌন্দর্য্যলহরীদৃষ্টিমন্থরঃ।
ঘূর্ণায়মাননয়নঃ সাচীক্ষণবিচক্ষণঃ॥
অপাঙ্গেঙ্গিতসৌভাগ্যতরলীকৃতচেতনঃ।
ঈষন্মুদ্রিতলোলাক্ষঃ সুনাসাপুটসুন্দরঃ॥

গণ্ডপ্রান্তোল্লসৎস্বর্ণমকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ।
প্রসন্নানন্দবদনো জগতাহ্লাদকারকঃ ॥
সুস্মেরামৃতসৌন্দর্য্যপ্রকাশীকৃতদিঙ্‌মুখঃ ।
সিন্দুরারুণসুস্নিগ্ধমাণিক্যদশনচ্ছদঃ ॥
পীযূষাধিকমাধ্বীকসূক্তিশ্রুতিরসায়নঃ ।
ত্রিভঙ্গললিত স্তির্য্যগ্‌গ্রীব স্ত্রৈলোক্যমোহনঃ ॥
কুঞ্চিতাধরসংসক্তকূজদ্বেণুবিনোদকঃ ।
কঙ্কণাঙ্গদকেয়ূরমুদ্রিকাদিলসদ্ভুজঃ ॥
স্বর্ণসূত্রসুবিন্যস্তকৌস্তুভামুক্তকন্ধরঃ ।
মুক্তাহারোল্লসদ্বক্ষাঃস্ফুরৎশ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ ॥
আপীনহৃদয়ো নীপমালাবান্ বন্ধুরোদরঃ ।
সম্বীতপীতরসনো রসনাবিলসৎকটিঃ ॥
অন্তরীণধটীবন্ধঃ প্রপদান্দোলিতাচঞ্চলঃ ।
অরবিন্দপদদ্বন্দ্বক্কণৎকারিতনূপুর ॥
পল্লবারুণমাধুর্য্যসুকুমারপদাম্বুজঃ ।
নখচন্দ্রজিতাশেষদর্পণেন্দুমণিপ্রভঃ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজরাজচ্চরণপল্লবঃ ।
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যপরীপাকমনোহর ॥
সাক্ষাৎকেলিকলামূর্ত্তিঃ পরিহাসরসার্ণবঃ ।
যমুনোপরমশ্রেণীবিলাসী ব্রজনাগরঃ ॥

গোপাঙ্গনাজনাসক্তো বৃন্দারণ্যপুরন্দরঃ।
আভীরনাগরীপ্রাণনায়কঃ কামশেখরঃ॥
যমুনানাবিকো গোপীপারাবারকৃতোদ্যমঃ।
রাধাবরোধনরতঃ কদম্ববনমন্দিরঃ॥
ব্রজযোষিৎসদাহৃদ্যো গোপীলোচনতারকঃ।
জীবনানন্দরসিকঃ পূর্ণানন্দকুতূহলঃ॥
গোপীকাকুচকস্তূরীপঙ্কিলঃ কেলিলালসঃ।
অলক্ষিতকুটীরস্থো রাধাসর্ব্বস্বলম্পটঃ॥
বল্লবীবদনাম্ভোজমধুমত্তমধুব্রতঃ।
নিগূঢ়রসবৈদগ্ধ্যচিত্তাহ্লাদকলানিধিঃ॥
কালিন্দীপুলিনানন্দী ক্রীড়াতাণ্ডবপণ্ডিতঃ।
আভীরিকাজনানঙ্গরঙ্গভূমিসুধাকরঃ॥
বিদগ্ধগোপবনিতাচিত্তাকৃতবিনোদকঃ।
নবোপায়নপাণিস্থগোপনারীগণাবৃতঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুঃ কামকলারসশিরোমণিঃ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ কোটীন্দুললিতদ্যুতিঃ॥
জগত্ত্রয়মনোমোহকরো মন্মথমন্মথঃ।
গোপসীমন্তিনীশশ্বদ্ভাবাপেক্ষাপরায়ণঃ॥
নবীনমধুরস্নেহপ্রেয়সীপ্রেমসঞ্চয়ঃ।
গোপীমনোরথাক্রান্তনাট্যলীলাবিশারদঃ॥

প্রত্যঙ্গরভসাবেশঃ প্রমদাপ্রাণবল্লভঃ ।
রাসোল্লাসমদোন্মত্তো রাধিকারতিলম্পটঃ ॥
হেলালীলারতিশ্রান্তিস্বেদাঙ্কুরচিতাননঃ।
গোপিকাঙ্কালসঃ শ্রীমান্মলয়ানিলসেবিতঃ ॥
ইত্যেবং প্রাণনাথস্য প্রেমামৃতরসায়নম্ ।
যঃ পঠেচ্ছ্রাবয়েদ্বপি স প্রেম্নি প্রমিলেদ্ধ্রুবম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্গৌরচন্দ্রবিরচিতং প্রেমামৃতরসায়নং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্গৌরচন্দ্রবিরচিত
প্রেমামৃতরসায়ন-স্তোত্রের পদ্যানুবাদ।

কৃষ্ণের বিরহে বিধুরা একই
মিলন-ধেয়ান করি ।
মনের হুতাশ করিতে নিরাশ
সঘনে কহে ফুকারি ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ আনন্দ গোবিন্দ
গোকুলমঙ্গল ওহে ।
গোপাল শ্রীগোপ- গোপিকা-ঈশ্বর
বল্লবেন্দ্র ব্রজেশ্বর হে ॥

প্রত্যহ নূতন- তর হে তরুণ
আনন্দ-বিগ্রহধারী।
আনন্দের তুমি সুখকর স্বামী
সন্তোষ-ভাণ্ডার তো'রি ॥
আহিরিণীগণ আনন্দ নবীন
পরম আনন্দ কোঁড়া।
বৃন্দাবন-মাঝ কলানিধি-সাজ
ব্রজানন্দ নব-পোঁড়া ॥
আনন্দ কুসুম নয়নের তুমি
ব্রজভাগ্যে সমুদিত।
প্রতিক্ষণে অতি- সুখদ মোহন
মধুর লাবণি যুত ॥
ছানা সুধারাশি তুমি হে সুন্দর
শ্যামল মুরতি খানি।
নবীন যৌবনে ঢল ঢল ওহে
শ্যাম সুধারস-খনি ॥
নীলকান্ত মণি অঙ্গের লাবণি
চিকণ অঞ্জন দলা।
হে নীলকমল পরশ-কোমল
জলদ-স্নিগ্ধ উজলা ॥

কর্পূর অগুরু- কস্তুরী কুঙ্কুম,
শ্রীঅঙ্গ ধূসর তাহে।
সুকুঞ্চিত কেশ, উল্লাসিত বেশ
সুন্দর শিখণ্ড যাহে॥
মত্ত অলিকুল বিলসে আকুল
কাণে পারিজাত ফুলে।
মুখ বিধুবরে করে পরাজিত
শারদ শশীর কুলে॥
সুন্দর কপোলে চন্দন-তিলক
অলক ঝলকে দেখি।
লীলাতে উন্নত ভুরুর ভঙ্গিমা
মদে ঢুলু ঢুলু আঁখি॥
আকর্ণ রকত সৌন্দর্য্যের ঢেউ
মন্থর চাহনি তাহে।
ঘূর্ণিত নয়নে বঙ্কিম চাহিতে
ভাল শিখিয়াছ ওহে॥
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে কি মাধুরী ধরে
চেতনা না রহে থির।
ঈষত মুদিত চঞ্চল নয়ন
নাসা কি সুন্দর তার॥

গণ্ডের নিকটে ঝলকে সোনার
কুণ্ডল মকরাকৃতি।
প্রসন্ন বদন আনন্দে গঠন
জগত আহ্লাদে ভাতি॥
মৃদুমন্দ হাসি ঝরে সুধারাশি
সৌন্দর্য্যে প্রকাশে দিক্।
ওষ্ঠ দু'টী যেন সিন্দুর অরুণ
শোভে সুস্নিগ্ধ মাণিক॥
পীযূষ অধিক মিঠ সুবচন
শ্রবণের রসায়ন!
ত্রিভঙ্গ ললিত গ্রাবা সুবঙ্কিম
মোহিত ভুবন তিন॥
কুঞ্চিত অধরে ধরা বাঁশী বাজে
জগত বিনোদে যাহে।
কঙ্কণ অঙ্গদ কেয়ূর মুদ্রিকা-
আদি ভুজে শোভা তাহে॥
সোনার সুতাতে ভাল ত গাঁথনি
গলাতে কৌস্তুভ দোলে।
মুক্তার হারেতে বক্ষ ঝলকিত
শ্রীবৎস সুচিহ্ন জ্বলে॥

উন্নত হৃদয়ে কদম্বের মালা
উদরে ত্রিবলী-ঘটা।
পীতবাস পরা মৃদুপট্ট ডোরে
পরিপাটী কটি আঁটা॥
অন্তরেতে ধটী বাঁধা, শ্রীচরণ
উপরে কোঁচাটী দোলে।
সুনীল কমল ও পদ-যুগলে
নূপুর মধুর বোলে॥
পল্লব অরুণ মধুর কোমল
চরণ কমল দু'টী।
জিনি দরপণ ইন্দু মণি আভা
নখচাঁদ দশ গুটী॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ- রাজীব রাজিছে,
শ্রীপদপল্লব-তলে।
হেন মনোহর ত্রিলোক অদ্ভুত
সৌন্দর্য্য-পাকের ফলে॥
কেলিকলা যত মূরতি তা' সবা,
পরিহাস রসার্ণব।
ব্রজের নাগর, লীলাস্থলী যাঁর
যমুনার তট সব॥

গোপাঙ্গনা বিনে আন নাহি জানে
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
সে কামশেখর, আভীরী নাগরী-
পরাণ-নাগর-বর॥
নাবিক সাজিয়া উত্থম করয়ে
গোপীগণে পারে নিতে।
কভু বা বসতি কদম্বের বনে
রাধা-পথ আগুলিতে॥
বরজ রমণী- হৃদয়ের মণি
গোপিকা-লোচন-তারা।
জীবন আনন্দ- দায়ক রসিক
আনন্দ কৌতুক ভরা॥
গোপী-কুচ-মৃগ- মদেতে পঙ্কিল,
কেলিলোভে প্রাণ ছুটে।
অলক্ষিতে কভু, প্রবেশি' কুটীরে
রাধার সর্ব্বস্ব লুটে॥
বল্লবী-বদন- বারিজের মধু
পানে মত্ত মধুব্রত।
নিগূঢ় রসের- রসিক, মানস-
আহ্লাদক কলানাথ॥

কালিন্দী পুলিনে পরানন্দ মানে
লীলা-নাটে সুচতুর ।
আভীরিকা-জন- অনঙ্গ সুরঙ্গ-
ভূমি মাঝে সুধাকর ॥
বিদগধ গোপ- বনিতা-রচিত—
আকুতি-বিনোদ জানে ।
গোপের রমণী চৌদিকে বেড়িয়া,
করে নব উপায়নে ॥
বাঞ্ছা- কল্পতরু, কামকলারস—
শিরোমণি রসরাজ ।
লাবণ্যে কন্দর্প- কোটি, কোটি চাঁদ
জিনিয়া দ্যুতির সাজ ॥
মন্মথের মন করয়ে মথন,
ত্রিভুবন-মন মোহে ।
গোপ-সীমন্তিনী- ভাব বোধে সদা
অপেক্ষা করিয়া রহে ॥
নিতুই নবীন, মিঠ স্নেহময়,
প্রেয়সী-প্রেমের পুটী ।
জানে ভাল গোপী- মন আক্রমিতে
নাট-লীলা পরিপাটী ॥

প্রতি অঙ্গ রস- আবেশে পূরিত,
প্রমদা-পরাণ-বাঁধা।
রসের উল্লাস- মদে মাতোয়ারা
রাধা-রতি সদা সাধা॥
হেলা লীলা-রতি- ছরমে ঘরম-
অঙ্কুর আননে ভরা।
গোপাকার অঙ্ক- আলস পর্য্যঙ্কে
মলয় সেবিয়ে ভোরা॥
এই যে আমার পরাণ নাথের
প্রেমামৃত রসায়ন।
যে জন পড়িবে, অন্যেরে শোনাবে,
তারে মিলে প্রেমধন॥

ইতি শ্রীপ্রেমামৃতরসায়ণস্তোত্রের পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণস্য আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রম্॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দোনন্দনন্দনঃ।
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ॥ ১॥
পীতকৌষেয়বসনো মধুরস্মিতশোভিতঃ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যো বৃন্দারণ্যমহোৎসবঃ॥ ২॥

বৈজয়ন্তী স্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্তলগুড়োত্তমঃ।
কুঞ্জার্পিতরতিগুঞ্জাপুঞ্জমঞ্জুলকণ্ঠকঃ ॥ ৩ ॥
কর্ণিকারাঢ্যকর্ণশ্রীর্ধৃতস্বর্ণাভবর্ণকঃ।
মুরলীবাদনপটু র্বল্লবীকুলবল্লভঃ ॥ ৪ ॥
গান্ধর্ব্বাপ্তিমহাপর্ব্বা রাধারাধনপেশলঃ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নাম বিংশতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ৫ ॥
আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চ যঃ।
স পরং সৌখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেমসমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বলোকপ্রিয়ো ভূত্বা সদ্গুণাবলিভূষিতঃ।
ব্রজরাজকুমারস্য সন্নিকর্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং
শ্রীকৃষ্ণস্য আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য লীলামৃতাখ্যং দশনামস্তোত্রম্॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

রাধিকা হৃদয়োন্মাদিবংশীক্বাণমধুচ্ছটঃ।
রাধাপরিমলোদগার-গরিমাক্ষিপ্তমানসঃ ॥ ১ ॥
কম্ররাধামনোমীনবড়িশীকৃতবিভ্রমঃ।
প্রেমগর্ব্বান্ধগান্ধর্ব্বাকিলকিঞ্চিতরঞ্জিতঃ ॥ ২ ॥
ললিতাবশ্যধীরাধামানাভাসবশীকৃতঃ।
রাধাবক্রোক্তিপীযূষমাধুর্য্যভরলম্পটঃ ॥ ৩ ॥

মুখেন্দুচন্দ্রিকোদ্‌গীর্ণরাধিকারাগসাগরঃ।
বৃষভানুসুতাকণ্ঠহারিহারহরিণ্মণিঃ ॥ ৪ ॥
ফুল্লরাধাকমলিনীমুখাম্বুজমধুব্রতঃ।
রাধিকাকুচকস্তূরীপত্রস্ফুরদুরস্থলঃ ॥ ৫ ॥
ইতি গোকুলভূপালসূনুলীলামনোহরম্‌।
যঃ পঠেন্নামদশকং সোঽস্য বল্লভতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং
শ্রীকৃষ্ণস্য লীলামৃতাখ্যং দশনামস্তোত্রং সমাপ্তম্‌ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণামপ্রণয়াখ্যস্তবঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণলাকৃতহারায় কৃষ্ণলাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণাকূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বানন্দকদম্বায় কদম্বকুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারিকনীয়সে ॥ ৩ ॥
কুণ্ডল স্ফুরদংসায় বংশায়ত্তমুখশ্রিয়ে।
রাধামানস-হংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥
নমঃ শিখণ্ডচূড়ায়দণ্ডমণ্ডিতপাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃতপুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥

রাধিকা-প্রেমমাধ্বীক-মাধুরীমুদিতান্তরম্।
কন্দর্পবৃন্দসৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥
শৃঙ্গাররসশৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্তকর্ণিকম্।
বন্দে শ্রিয়া নবাভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥ ৭ ॥
সাধ্বীব্রত-মণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে।
কহ্লারকৃতচূড়ায় শঙ্খচূড়ভিদেনমঃ ॥ ৮ ॥
রাধিকাধরবন্ধুক-মকরন্দমধুব্রতম্।
দৈত্যসিন্ধুরপারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্রনন্দনম্ ॥ ৯ ॥
বর্হেন্দ্রায়ুধরম্যায় জগজ্জীবনদায়িনে।
রাধাবিদ্যুদ্বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥
প্রেমান্ধবল্লবীবৃন্দ-লোচনেন্দীবরেন্দবে।
কাশ্মীরতিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ১১ ॥
গীর্ব্বাণেশ-মদোদ্দাম-দাবনির্ব্বাণ-নীরদম্।
কন্দূকীকৃত-শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুলবান্ধবম্ ॥ ১২ ॥
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তুগ্রাবভরার্দ্দিতঃ।
তুষ্টে কারুণ্যপারীণ ! ময়ি কৃষ্ণ কৃপাংকুরু ॥ ১৩ ॥
আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহম্।
ত্বৎকারুণ্যপ্রতীক্ষ্যোঽস্মি প্রসীদময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতঃ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য প্রণামপ্রণয়াখ্যস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্।

নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে।

ইন্দ্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণঃ
ফুল্লনীপকুসুমাঞ্চিতকর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী
সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ১॥

রাধিকাবদনচন্দ্রচকোরঃ
সর্ব্ববল্লববধূধৃতিচৌরঃ।
চর্চ্চরীচতুরতাঞ্চিতচারী
চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ২॥

সর্ব্বতঃ প্রথিতকৌলিকপর্ব্ব-
ধ্বংসনেন হৃতবাসবগর্ব্বঃ।
গোষ্ঠরক্ষণকৃতে গিরিধারী
লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৩॥

রাগমণ্ডলবিভূষিতবংশী-
বিভ্রমেণ মদনোৎসবশংসী।
স্তূয়মানচরিতঃ শুকশারী-
শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ৪॥

শাতকুম্ভরুচিহারিদুকূলঃ
কেকিচন্দ্রকবিরাজিতচূলঃ।

নব্যযৌবনলসদ্ব্রজনারী-
রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥
স্থাসকীকৃতসুগন্ধিপটীরঃ
স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ।
রাধিকোন্নতপয়োধরধারী
কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥
গৈরধাতুতিলকোজ্জ্বলভালঃ
কেলিচঞ্চলিতচম্পকমালঃ।
অদ্রিকন্দরগৃহেম্বভিসারী
সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥
বিভ্রমোচ্চলদৃগঞ্চলনৃত্য-
ক্ষিপ্তগোপললনাখিলকৃত্যঃ।
প্রেমমত্তবৃষভানুকুমারী-
নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥
অষ্টকং মধুরকুঞ্জবিহারি-
ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রয়াতি বিলসৎ পরভাগং
তস্য পাদকমলার্চ্চনরাগম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকং
সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-সুতাষ্টকং।

নবনীরদনিন্দিত-কান্তিধরং রসসাগর-নাগর-ভূপবরং।
শুভবঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥১॥
ভ্রূংবিশঙ্কিতবঙ্কিম শক্রধনুং মুখচন্দ্রবিনিন্দিতকোটিবিধুং
মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্যযুতং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥১॥
সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরং ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরং।
ভৃশলাঞ্ছিত-নীলসরোজদৃশং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৩॥
অলকাবলিমণ্ডিতভালতটং শ্রুতিদোলিত-মাকরকুণ্ডলকং।
কটিবেষ্টিত-পীতপটং সুধটং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৪॥
কলনূপুর-রাজিত-চারুপদং মণিরঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদং।
ধ্বজ-বজ্রঝষাঙ্কিতপাদযুগং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৫॥
ভৃশচন্দনচর্চ্চিত-চারুতনুং মণিকৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুং।
ব্রজবালশিরোমণি-রূপধৃতং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৬॥
সুরবৃন্দসুবন্দ্য-মুকুন্দহরিং সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুং।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারিপরং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৭॥
বৃষভানুসুতা-বরকেলিপরং রসরাজশিরোমণি-বেশধরং।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং
সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধিকায়া আনন্দচন্দ্রিকাখ্য-দশনামস্তোত্রম্ ॥

রাধা দামোদরপ্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্তবল্লবীবৃন্দ-ধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকা ॥ ১ ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা গান্ধর্ব্বা ললিতাসখী।
বিশাখাসখ্যসুখিনী হরি-হৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী ॥ ২ ॥
ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশনামমনোরমাম্।
আনন্দচন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ ॥ ৩ ॥
স ক্লেশরহিতো ভূত্বা ভূরিসৌভাগ্যভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীরাধিকায়া
আনন্দচন্দ্রিকাখ্যং দশনামস্তোত্রং
সমাপ্তম্

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং।

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ববাঞ্ছিতার্থসাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ১ ॥
কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্রপট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্ল-পুষ্প-বাটিকা।

কৃষ্ণ-নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২ ॥
সৌকুমার্য্যসৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩ ॥
বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্যযৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোহস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪ ॥
রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্যরূপ-বেশ-সদ্‌গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্বনব্যগোপযোষিদালিতোহপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥
নিত্যনব্যরূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগবন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬ ॥
স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্‌গদাদি-সঞ্চিতা
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।

কৃষ্ণনেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালিদাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥

যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণবিপ্রয়োগসন্ততোদিতা
নেকদৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাং।
কৃষ্ণ-সঙ্গ-নন্দিতাত্মদাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সাজনং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজবিরচিতং
শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৩

শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ।

নবগোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবক-বিদ্যোতি-বেণীব্যালাঙ্গনাফণাং ॥ ১ ॥

উপমান-ঘটামান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাং।
নবেন্দুনিন্দি-ভালোদ্যৎ-কস্তুরীতিলক-শ্রিয়ং ॥ ২ ॥

ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিং।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরী-চারুলোচনাং ॥ ৩ ॥

তিল-পুষ্পাভ-নাসাগ্র-বিরাজদ্বরমৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূতবন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাং ॥ ৪ ॥
সরত্ন-স্বর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃত-কর্ণিকাং।
কস্তুরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং ॥ ৫ ॥
দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজ-মৃণালিকাং।
বলারি-রত্নবলয়-কলালম্বি-কলাবিকাং ॥ ৬ ॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলি-করাম্বুজাং
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচকুট্মলাম্ ॥ ৭ ॥
রোমালি-ভুজগী-মূর্দ্ধরত্নাভ-তরলাঞ্চিতাং।
বলিত্রয়ী-লতাবদ্ধ-ক্ষীণভঙ্গুর-মধ্যমাং ॥ ৮ ॥
মণি-সারসনাধার-বিস্ফার-শ্রোণি-রোধসং।
হেমরম্ভা-মদারম্ভ-স্তম্ভনোরুযুগাকৃতিং ॥ ৯ ॥
জানুদ্যুতি-জিতক্ষুল্ল-পীতরত্ন-সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য-মঞ্জীর-বিরণৎপদাং ॥ ১০ ॥
রাকেন্দু-কোটিসৌন্দর্য্য-জৈত্রপাদনখদ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাং ॥ ১১ ॥
মুকুন্দাঙ্গ-কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মি-তরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধ-প্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১২ ॥
অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাব-মাধুরী-বিহ্বলান্তরে।
অশেষ-নায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্ছোলী-নির্ম্মঞ্ছিত-পদাম্বুজে !
ইন্দিরা-মৃগ্য-সৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রি-নখাঞ্চলে ! ॥১৪॥
গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ-সীমন্তোত্তংসমঞ্জরি !
ললিতাদিসখীযূথ-জীবাতুস্মিতকোরকে ! ॥ ১৫ ॥
চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্য-বিন্দূন্মাদিত-মাধবে !
তাতপাদ-যশঃস্তোম-কৈরবানন্দচন্দ্রিকে ! ॥ ১৬ ॥
অপারকরুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহ্রদে !
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি ! নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥১৭॥
ক্বচিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমান-চলাপাঙ্গ-প্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥
ত্বাং সাধুমাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥
কেলি-বিস্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি !
সংস্কারায় কদা দেবি ! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥২০॥
কদা বিম্বোষ্ঠি ! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমানং ব্রজাধীশ-সূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥২১॥
ব্রজরাজকুমার-বল্লভাকুল-সীমন্তমণি ! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥২২॥
করুণাং মুহুরর্থয়ে পরাং তব বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি।
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ স চাটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥২৩॥

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥২৪॥
ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীভাষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলি।

নব গোরোচনা-দ্যুতি, শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি,
নীল পট্টশাড়ী শোভে তায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী, ফণী বিরাজিত মণি,
রত্নগুচ্ছ অতি শোভা পায় ॥১॥
জিনি উপমার গণ, তুলনা নাহিক সম,
শোভে যার ও মুখমণ্ডল।
চৌরস কপাল ছাঁন্দ, নিন্দিয়া নবীন চান্দ,
কস্তুরী-তিলক ঝলমল ॥২॥
কন্দর্প-কোদণ্ড জিনি, ভুরুযুগ সুবলনি,
অলকা তিলকা তদু'পরি।
উজ্জ্বল কজ্জল জিনি, নেত্রশোভা চকোরিণী,
কটাক্ষ সন্ধান মনোহারী ॥ ৩ ॥
নাসা তিলফুল আভা, গজমুক্তা করে শোভা,
বেসর সহিত মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলী ফুল, অধরের দুটী কূল,
যার শোভা কাম অগোচর ॥

কুন্দপুষ্প-সমপাঁতি, জিনিয়া দন্তের দ্যুতি,
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাহে রক্ত রেখাগণ, চিত্র শোভা মনোরম,
যাতে কৃষ্ণের উনমত চিত ॥ ৪ ॥
কর্ণে স্বর্ণ ঢেড়ি সাজে, নানারত্ন তার মাঝে,
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, মুখে যার শোভে ইন্দু,
যার শোভা কাম অগোচর ॥ ৫ ॥
পদ্মের মৃণাল জিনি, বাহুযুগ সুবলনি,
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায়।
নীলমনি চুড়ী হাতে, নানারত্ন সাজে তাতে,
কৃষ্ণ-মনহংস বন্ধ তায় ॥ ৬ ॥
করাম্বুজে বরাঙ্গুলী, তাহে নানা রত্নাঙ্গুরী,
উল্লসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে, তাহে নানা রত্ন মিলে,
পয়োধর বেড়ি যার শোভা ॥ ৭ ॥
নাভি হইতে রোমাবলি, ঊর্দ্ধে যার শোভে ভালি,
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি, ত্রিবলি বন্ধন তথি,
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি ॥ ৮ ॥

বিস্তার নিতম্ব মাঝে, ক্ষুদ্র ঘণ্টা তাহে বাজে,
মণিতে খচিত মনোহর।
স্বর্ণ কদলিকা জিনি, উরুযুগ সুবলনি,
যার শোভা কাম অগোচর ॥ ৯ ॥
পীতবর্ণ রত্নঘটা, জিনিয়া জানুর ছটা,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
শরতের পদ্ম জিনি, শ্রীচরণ দুইখানি,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১০ ॥
কোটি পূর্ণিমার চান্দ, জিনিয়া নখের ছান্দ,
ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ, আকুল তাঁহার মন,
যাতে হয় বিগ্রহ তাঁহার ॥ ১১ ॥
যাঁর কটাক্ষ-কামশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,
মনাব্ধির তরঙ্গ বাড়ায়।
হেন বৃন্দাবনেশ্বরী, তাঁরে, বন্দোঁ কর যুড়ি,
কৃষ্ণপ্রিয়াগণানন্দ তায় ॥ ১২ ॥
মহাভাবমাধুরী, যাঁহাতে উদয় করি,
বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকা গুণ, তাঁতে হয় প্রকটন,
অপরূপ চরিত্র আশয় ॥ ১৩ ॥

সকল মাধুরী যাঁর, পদাম্বুজে পরচার,
নিছনি লইল সবিশেষে।
নারায়ণের প্রিয়তমা, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সীমা,
স্ফুরে যাঁর পদনখ পাশে ॥ ১৪ ॥
গোকুল নগরে কত, ইন্দুমুখী শত শত,
সীমন্ত-মঞ্জরী করি মানে।
ললিতাদি সখীগণ, সাক্ষাৎ যাঁর জীবন,
মানে যাঁরে পরাণের পরাণে ॥ ১৫ ॥
চঞ্চল কটাক্ষ শরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,
যাঁহার মাধুর্য্য একবিন্দু।
পিতা মাতা গুরুজন, যাঁর যশে সুপ্রসন্ন;
কুমুদ সহিতে যৈছে ইন্দু ॥ ১৬ ॥
অপার সাগর, করুণার পূর,
পূরিত অন্তর যাঁর।
হে দেবি রাধিকে, এই যে দাসীকে,
করি লেহ আপনার ॥ ১৭ ॥
নন্দের নন্দনে, বিনয় বচনে;
কত না সাধিবে তোরে।
তুঁহু সে মানিনা, প্রিয়বাণী শুনি,
প্রসন্ন হইবি তাঁরে ॥

এ সব তোমার, প্রেমের পসার,
তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব, সে সঙ্গে রহিব
সে লীলা হেরিব আর ॥ ১৮ ॥
মাধবীর ফুলে, করি পুটাঞ্জলে,
তোমারে সাধিব কান।
কাম-কলানিধি, রসের অবধি,
বিধি কৈল নিরমান ॥
তুঁহু কমলিনী তাহে স্বেদ জানি
চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর হইবে আমার
এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ১৯ ॥
নানা লীলা ভরে রসের আবেশে
কেশ, বেশ হবে দূরে।
কবে হেন হব সে বেশ করিব
এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ২০ ॥
তব মুখাম্বুজে তাম্বুল এই যে
কবে বা যোগাব আমি।
নন্দসুত তাহা কাড়িয়া খাইবে
এমন করিবে তুমি ॥ ২১ ॥

নন্দের নন্দন তার প্রিয়জন
সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি কি বলিব আমি
প্রসন্ন হইবে মোরে॥
পরিবার গণ আছে যত জন
তোমার প্রেমের দাসী।
তা সবা মাঝারে দাসী পদ মোরে
দেহ, তবে ভাল বাসি॥ ২২॥
বাবে বারে বলি তুয়া পদ ধরি
বৃন্দাবন-বিহারিণি॥
যদি কৃপা কর এ দাসী উপর
রাখ মোর সেই বাণী॥
কেশিরিপু-জন প্রার্থনা-ভাজন
তুয়া প্রেম-পরসাদে।
যদি কৃপা কর এ দাসী উপর
নিবেদিয়ে দেবি রাধে॥ ২৩॥
শ্রীমদ্রূপ ইত গোস্বামিবিরচিত
শ্রীমুখগলিত-ধার।
রাধাঙ্গ-বর্ণন করিল রচন
অর্থ করি পরচার॥

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলী
যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরী তারে কৃপা করি
দাসী পদ দেন দান ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি-
ভাষা সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃপ্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ।

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাং।
সখীপ্রণয়-সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাং ॥ ১ ॥
কারুণ্যামৃত-বীচিভি-স্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃত-বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥ ২ ॥
হ্রী-পট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাং
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরাং ॥ ৩ ॥
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্গদ-রক্ততা।
উন্মাদো-জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥
ক্লৃপ্তালঙ্কৃতি-সংশ্লিষ্টাং গুণালীংপুষ্পমালিনীং।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥ ৫ ॥

প্রচ্ছন্নমান-ধর্ম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনাম-যশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাং ॥ ৬ ॥
রাগতাম্বুল-রক্তোষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্য-কজ্জলাং।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দ-স্মিত-কর্পূরবাসিতাং ॥ ৭ ॥
সৌরভান্তঃপুরেগর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥ ৮ ॥
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তাকৃতস্তনাং।
সপত্নী-বক্ত্র-হৃচ্ছোষি-যশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাং ॥ ৯ ॥
মধ্যতাত্মসখী-স্কন্ধ-লীলা-ন্যস্ত-করাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যাম-স্মরামোদ-মধূলী-পরিবেশিকাং ॥ ১০ ॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেনজীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥ ১১ ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥১২॥
প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকা-কৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীপ্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য-স্তবরাজের অনুবাদ।

মহাভাব রূপ, দীপ্ত চিন্তারত্নে
যাঁহার শরীর পূত।
সখীর প্রণয়, কুঙ্কুমে যে জন
উজ্জল সুকাঁতি-যুত ॥
যে নারী রতন, ধরি ক্ষণে ক্ষণ
নব নব রূপ কত।
নিখিল ভুবন- মোহন নাগরে,
মোহিতেছে অবিরত ॥
যাঁহার বিমল, শ্রীতনু তটিনী,
দিনে ধরে তিন রূপ।
তাহে নিতি নিতি, কেলি করে সুখে,
রসিক নাগর ভূপ ॥
পূর্ব্বাহ্ণে কারুণ্য অমৃত তরঙ্গ,
হেলে দুলে তাহে ধায়।
মধ্যাহ্নে তারুণ্য, অমৃত প্রবাহ,
সবেগে বহিয়া যায় ॥
সায়াহ্নে লাবণ্য সুধাবন্যা কিবা,
উদয় হয় গো আসি।

হেন মতে যাঁর, বরাঙ্গ মাঝার,
প্রকাশে সৌন্দর্য্যরাশি ॥
সুপ্রচ্ছন্ন মান, কবরী মোহন,
শোভিছে মস্তকে যাঁর।
নাসিকা উপর, বিরাজে সুন্দর,
সৌভাগ্য তিলক সার ॥
শ্রীগোবিন্দ নাম, শ্রীগোবিন্দ যশঃ,
শ্রবণ ভূষণ বর।
কিবা নিশি দিশি, করে ঝল মল,
যাঁহার শ্রবণপর ॥
অনুরাগ রূপ, তাম্বুল সুরাগে,
রঞ্জিত অধর যাঁর।
প্রেম কুটিলতা, কাজোর উজোর,
আখিযুগ অনিবার ॥
পরিহাস আদি বচন সম্ভূত,
সুহাস্য কর্পূরে কিবা।
শ্রীমুখ মণ্ডল, বাসিত সুন্দর,
কেমন রজনী দিবা ॥
কিবা কীর্ত্তিরূপ, অন্তঃপুর মাঝে,
গরব-পালঙ্কোপরে।

পরম আনন্দে, যে করে শয়ন,
স্মরিয়া নাগর বরে ॥
অপরূপ প্রেম- বৈচিত্ত্য স্বরূপ,
মধ্যমণি মনোহর।
যাঁহার উরসে, শোভি কানুমন
হরে কিবা নিরন্তর ॥
সপ্রণয় কোপ, সম্ভূত কাঁচলি,
রক্তিম বরণ ধরে।
তাহে যে রমণী, করে আবরণ,
নিরুপম কুচবরে ॥
যাঁহার সুযশঃ- বিভব-বারতা,
শ্রবণে সপত্নীগণে।
বিরস বয়ানে, নীরস মানসে,
নিবসে এ বৃন্দাবনে ॥
কিবা সে সুযশঃ- সম্পত্তি স্বরূপ,
কচ্ছপি বীণার স্বরে।
যাঁহার অন্তর, আনন্দ সাগরে,
সতত মগন করে ॥
যৌবন স্বরূপা, প্রিয় সখীগণে,
যে নারী সহাস্য মুখে।

লীলা করাম্বুজে, করি সমর্পণ,
বিরাজে পরম সুখে ॥
শীতে উষ্ণতনু, নিদাঘে শীতল,
কান্ত-মন-আকর্ষিণী।
শ্যামা নামে তাই, নিখিল ভুবনে,
খ্যাতা যেই বিনোদিনী।
উন্নত শৃঙ্গার, রস নিকেতনে,
কর্ত্রীসম যেই জন।
মদনোন্মত্ততা, মাধুরী বণ্টনে,
কেমন সরস মন ॥
হেন শ্রীরাধিকা, চরণ সরোজে,
নতি মম অবিরাম।
দন্তে তৃণধরি, করি নিবেদন,
পূর দেবি! মনস্কাম ॥

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য
স্তবরাজের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকার্পণ্য-পঞ্জিকাস্তোত্রম্ ।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশাভ্যাং নমঃ ।

তিষ্ঠন্ বৃন্দাটবীকুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ ।
বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপণো জনঃ ॥১॥
নবেন্দীবরসন্দোহসৌন্দর্য্যাস্কন্দন-প্রভম্ ।
চারুগোরোচনাগর্ব্ব-গৌরবগ্রাসি-গৌরভাম্ ॥২॥
শাতকুম্ভ-কদম্বশ্রীবিড়ম্বি-স্ফুরদম্বরম্ ।
হরতা কিংশুকস্যাংশূনংশুকেন বিরাজিতাম্ ॥৩॥
সর্ব্বকৈশোরবদ্বৃন্দ-চূড়ারূঢ়-হরিন্মণিম্ ।
গোষ্ঠাশেষকিশোরীণাং ধম্মিল্লোত্তংস-মল্লিকাম্ ॥৪॥
শ্রীশমুখ্যাত্মরূপাণাং রূপাতিশয়ি-বিগ্রহম্ ।
রমোজ্জ্বলব্রজবধূব্রজবিস্মাপিসৌষ্ঠবাম্ ॥৫॥
সৌরভ্যাহৃতগান্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিতমাধবাম্ ।
রাধারোধনবংশীকং মহতীমোহিতাচ্যুতাম ॥৬॥
রাধাধৃতিধনস্তেন-লোচনাঞ্চলচাপলম্ ।
দৃগঞ্চল-কলাভৃঙ্গী-দষ্টকৃষ্ণহৃদম্বুজাম্ ॥৭॥
রাধা-গূঢ়পরীহাস-প্রৌঢ়ি-নির্ব্বচনীকৃতং ।
ব্রজেন্দ্রসুত-নর্ম্মোক্তি-রোমাঞ্চিত-তনূলতাম্ ॥৮॥

দিব্যসদ্গুণমাণিক্য-শ্রেণীরোহণ-পর্ব্বতম্।
উমাদি-রমণীব্যূহ-স্পৃহনীয়গুণোৎকরাম্॥ ৯॥
ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ! ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি!।
কাকুভির্বন্দমানোঽয়ং মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ॥ ১০॥
যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপালাভায় যদ্যপি।
মহাকৃপালু-মৌলিত্বাৎ তথাপি কুরুতং কৃপাম্॥ ১১॥
অযোগ্যে সাপরাধেঽপি দৃশ্যন্তে কৃপয়াকুলাঃ।
মহাকৃপালবো হন্ত লোকে লোকেশ-বন্দিতৌ॥ ১২॥
ভক্তের্বাং করুণাহেতো র্লেশাভাসোঽপি নাস্তি মে
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতম্॥ ১৩॥
জনে দুষ্টেঽপ্যভক্তেঽপি প্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ
মহালীলা মহেশাশ্চ হা নাথৌ! বহবো ভুবি॥ ১৪॥
অধমোঽপ্যুত্তমং মত্বা স্বমজ্ঞোঽপি মনীষিণম্।
শিষ্টং দুষ্টোঽপ্যয়ং জন্তুর্মন্তুং ব্যধিত যদ্যপি॥ ১৫॥
তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নামজল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দ-নিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্॥ ১৬॥
যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সকৃদ্ভক্তিলবাদপি।
তদাগঃ ক্বাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ॥১৭॥
হন্ত ক্লীবোঽপি জীবোঽয়ং নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাম্।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ প্রসাদঃ কোঽপ্যুদঞ্চতু॥ ১৮॥

এষ পাপী রুদন্নুচ্চৈ রাদায় রদনৈস্তৃণম্।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতম্॥ ১৯॥
হাহারাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ।
এতাং মে শৃণুতং কাকুং কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ॥ ২০॥
যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হাহাকাকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদতমযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ করুণার্ণবৌ॥ ২১॥
ক্রোশত্যার্ত্তস্বরৈরাস্যে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরুতং কুরুতং নাথৌ করুণাকণিকামপি॥ ২২॥
বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুণাম্বাম্ভৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটামপি॥ ২৩॥
মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্র চেতসঃ।
তেভ্যোঽপি প্রেম মধুরং প্রসাদীকুরুতং নিজম্॥২৪॥
সেবামেবাদ্য বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরম্।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি॥ ২৫॥
নাথিতং পরমেবেদমনাথজনবৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাদ্দাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে॥ ২৬॥
অঞ্জলিং মূর্দ্ধ্নিবিন্যস্য দীনোঽয়ং ভিক্ষতে জনঃ।
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাম্॥ ২৭॥
অমলো বাং পরিমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে।
অনর্ঘেণ প্রমোদেন ঘ্রাণং মে ঘূর্ণয়িষ্যতি॥ ২৮॥

রঞ্জয়িষ্যতি কর্ণৌ মে হংসগুঞ্জিতগঞ্জনম্।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীরকল-সিঞ্জিতম্॥ ২৯॥
সৌভাগ্যাঙ্ক-রথাঙ্গাদি-লক্ষিতানি পদানি বাম্।
কদা বৃন্দাবনে পশ্যন্নুন্মদিষ্যত্যয়ং জনঃ॥ ৩০॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-মর্য্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ।
কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মমাক্ষোর্বিধাস্যথঃ॥ ৩১॥
সুচিরাশা-ফলাভোগ-পদাম্ভোজ-বিলোকনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতমিহ কিং ভবে॥ ৩২॥
কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে স্মরন্তৌ নাতিদূরতঃ॥ ৩৩॥
গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোন্যবীক্ষণৌ।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা॥ ৩৪॥
গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্য যুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকম্॥ ৩৫॥
পণীকৃত-মিথোহার-লুণ্ঠন-ব্যগ্রহস্তয়োঃ।
কলিং দ্যূতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ॥৩৬॥
কুঞ্জে কুসুম-শয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ।
পাদসম্বাহনং হন্ত জনোঽয়ং রচয়িষ্যতি॥ ৩৭॥
কন্দর্পকলহোদ্ঘট্ট-ত্রুটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ॥ ৩৮॥

কেলি-কল্লোল-বিস্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ !
কর্হি বর্হি-পতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্ ॥ ৩৯ ॥
কন্দর্প-কেলিপাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্পয়োরহম্।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৪০ ॥
দেবোরস্তে বনস্রগ্‌ভির্দৃশৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জ-মণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ॥ ৪১ ॥
জাম্বুনদাভ-তাম্বূলীপর্ণান্যবদলয্য বাম্।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা ॥ ৪২ ॥
ক্বাসৌ দুষ্কৃতকর্ম্মাহং ক্ব বামভ্যর্থনেদৃশী।
কিম্বা কম্বা ন যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী ॥ ৪৩ ॥
যয়া বৃন্দাবনে জন্তুরনর্হোঽপ্যেষ বাস্যতে।
তয়ৈব কৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতম্ ॥ ৪৪ ॥
কার্পণ্য-পঞ্জিকামেতাং সদা বৃন্দাটবীনটৌ।
গিরৈব জল্পতোঽপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীকার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গবর্ণনাখ্য-স্তবরাজঃ।

অথ স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি প্রত্যঙ্গবর্ণনং প্রভোঃ।
ত্রিকাল-পঠনাদেব প্রেমভক্তিং লভেন্নরঃ॥ ১॥
কশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্মরণাকুল-মানসঃ।
পুলকাচিত-সর্ব্বাঙ্গঃ সকম্পাশ্রুবিলোচনঃ॥ ২॥
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য প্রণম্য গুরুমাদরাৎ।
স্তোতুমারব্ধবান্ ভক্ত্যা দ্বিজচন্দ্রং মহাপ্রভুম্॥ ৩॥
তপ্তহেমদ্যুতিং বন্দে কলিকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
চারুদীর্ঘতনুং শ্রীমচ্ছচীহৃদয়নন্দনম্॥ ৪॥
লসন্মুক্তালতানদ্ধ-চারু-কুঞ্চিত-কুন্তলম্।
শিখণ্ডাঙ্কিত-গন্ধাঢ্যং পুষ্পগুচ্ছাবতংসকম্॥ ৫॥
অর্দ্ধচন্দ্রোল্লসদ্ভাল-কস্তূরীতিলকান্বিতম্।
ভঙ্গুর-ভ্রূলতাকেলি-জিত-কামশরাসনম্॥ ৬॥
প্রেমপ্রবাহ-মধুর-রক্তোৎপল-বিলোচনম্।
তিলপ্রসূন-সুস্নিগ্ধ-নূতনায়তনাসিকম্॥ ৭॥
শ্রীগণ্ডমণ্ডলোল্লাসি-রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
সব্যকর্ণসুবিন্যস্ত-স্ফুরচ্চারু-শিখণ্ডকম্॥ ৮॥
মধুরস্নেহ-সুস্নিগ্ধ-প্রারক্তাধরপল্লবম্।
ঈষদ্দন্তুরিত-স্নিগ্ধ-স্ফুরন্মুক্তারদোজ্জ্বলম্॥ ৯॥

সপ্রেমমধুরালাপ-বশীকৃত-জগজ্জনম্।
ত্রিকোণ-চিবুকং কোটি-শারদেন্দু-প্রভাননম্ ॥১০॥
সিংহগ্রীবং মহামত্ত-দ্বিরদোল্লাসি-কন্ধরম্।
আরক্তরেখাত্রয়যুক্-কম্বুকণ্ঠ-মনোহরম্ ॥১১॥
মুক্তাপ্রবাল-কলিত-হারোজ্জ্বলিত-বক্ষসম্।
কঙ্কণাঙ্গদ-বিদ্যোতি-জানুলম্বি-ভুজদ্বয়ম্ ॥১২॥
যবচক্রাঙ্কিতারক্ত-শ্রীমৎপাণিতলোজ্জ্বলম্।
স্বর্ণমুদ্রালসচ্ছ্রীমদ্দিমধ্যাঙ্গুলি-পল্লবম্ ॥১৩॥
চন্দনাগুরুসুস্নিগ্ধং পুলকাবলিচর্চ্চিতম্।
চারুনাভিলসন্মধ্যং সিংহমধ্যকৃশোদরম্ ॥১৪॥
বিচিত্রচিত্র-বসন-মধ্যবদ্ধোল্লসৎকটিম্।
সুচারুনূপুরোল্লাসি-কূজচ্চরণপল্লবম্ ॥১৫॥
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশ-নখরাজৎ-পদাঙ্গুলিম্।
অঙ্কুশ-ধ্বজ-বজ্রাব্জ-বিলসচ্চরণাম্বুজম্ ॥১৬॥
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ-কোটীন্দুললিতদ্যুতিম্।
কোটিকন্দর্প-লাবণ্য-কেলি-লীলা-মনোরমম্ ॥১৭॥
সাক্ষাল্লীলাতনুং কেলিতনুং শৃঙ্গার-বিগ্রহম্।
ক্বচিদ্ভাবকলামূর্ত্তি-প্রস্ফুরৎ-প্রেমবিগ্রহম্ ॥ ১৮ ॥
নামাত্মকং নামতনুং পরমানন্দ-বিগ্রহম্।
ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিতনুং ভক্ত্যাচার-বিহারিণম্ ॥ ১৯ ॥

অশেষ-কেলিলাবণ্য-লীলাতাণ্ডব-পণ্ডিতম্ ।
শচী-জঠররত্নাব্ধি-সমুদ্ভূত-সুধানিধিম্ ॥ ২০ ॥
অশেষ-জগদানন্দকন্দমদ্ভুতমঙ্গলম্ ।
স্ফুরদ্রারসরসাবেশ-মদালস-বিলোচনম্ ॥ ২১ ॥
ক্বচিদ্ভক্তজনৈর্দিব্যমাল্যগন্ধানুলেপনৈঃ ।
বেষ্টিতং রসসঙ্গীতং গায়ন্তীরসলালসম্ ॥ ২২ ॥
ক্বচিদ্বাল্যরসাবেশগঙ্গাতীর-বিহারিণম্ ।
ক্বচিদ্গায়তি গায়ন্তং নৃত্যন্তং কর-শব্দিতৈঃ ॥ ২৩ ॥
রুদন্তং শব্দমত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তং সিংহ-বিক্রমম্ ।
ক্বচিদাস্ফোট-হুঙ্কার-কম্পিতাশেষ-ভূতলম্ ॥ ২৪ ॥
সুগুপ্তগোপীকাভাবপ্রকাশিত-জগত্রয়ম্ ।
প্রাপিতাশেষ-পূরুষ-স্ত্রী-স্বভাবমনাকুলম্ ॥ ২৫ ॥
নিজ-ভাব-রসাস্বাদ-বিবশৈকাদশেন্দ্রিয়ম্ ।
বিদগ্ধ-নাগরী-ভাব-কলা-কেলি-মনোরমম্ ॥ ২৬ ॥
গদাধর-প্রেমভাব-কলাক্রান্ত-মনোরথম্ ।
শ্রীমন্নরহরি-প্রেম-রস-বিহ্বলমানসম্ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বভাগবতাহূত-কান্তভাব-প্রকাশকম্ ।
প্রেম-প্রদানললিত-দ্বিভুজং ভক্তবৎসলম্ ॥ ২৮ ॥
প্রেমারাধ্য-পদদ্বন্দ্বং শ্রীপ্রেমভক্তিমন্দিরম্ ।
নিজ-ভাব-রসোল্লাস-মুগ্ধীকৃত-জগত্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

স্বনাম-জপ-সংখ্যাভি বৈঞ্চবীকৃত-ভূতলম্।
নবদ্বীপ-জনানন্দং ভূদেব-জন-মঙ্গলম্ ॥ ৩০ ॥
অশেষজীব-সদ্ভাগ্য-ক্রম-সম্ভূত-সৎফলম্।
ভয়ানুরাগ-সুস্নেহ-ভক্তিগম্য-পদাম্বুজম্ ॥ ৩১ ॥
নটরাজ-শিরোরত্নং শ্রীনাগর-শিরোমণিম্।
অশেষ-রসিকস্ফুর্জ্জন্মৌলি-ভূষণ-ভূষণম্ ॥ ৩২ ॥
রসিকানুগত-স্নিগ্ধ-বদনাব্জ-মধুব্রতম্।
শ্রীমদ্দ্বিজকুলোত্তংসং নবদ্বীপ-বিভূষণম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রেমভক্তি-রসোন্মত্তাদ্বৈত-সেব্য-পদাম্বুজম্।
নিত্যানন্দ-প্রিয়তমং সর্ব্বভক্ত-মনোরথম্ ॥ ৩৪ ॥
ভক্তি-সাধ্যং ভক্তবাধ্যং ভক্তরূপিণমীশ্বরম্।
শ্রীনিবাসাদি-ভক্তাগ্র্যৈঃ স্তূয়মানং মুহুর্মুহুঃ
সার্ব্বভৌমাদিভির্বেদশাস্ত্রাগম-বিশারদৈঃ ॥ ৩৫ ॥
য এবং চিন্তয়েদ্দেবদেবেশং প্রযতোঽনিশম্।
সংস্তৌতি ভক্তিভাবেন ত্রিসন্ধ্যং নিত্যমেব চ ॥ ৩৬ ॥
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং শ্রীভাগবতমুত্তমম্।
অর্থার্থী লভতে চার্থং কৃষ্ণ-সেবাবিধৌ রতিম্ ॥ ৩৭ ॥
কামার্থী লভতে কামং প্রেমভক্তি-বিধানতঃ।
সংসার-বাসনা-মুক্তিং মোক্ষার্থী বিগতস্পৃহঃ ॥ ৩৮ ॥

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামসংসারকৃন্তনীম্।
কাব্যার্থী কবিতাশক্তিং কৃষ্ণবর্ণনশালিনীম্॥
অপুত্রো বৈষ্ণবং পুত্রং লভতে লোকবন্দিতম্॥ ৩৯॥
আশ্রয়ার্থী লভেচ্ছান্তং শ্রীমদ্ভাগবতং গুরুম্।
শ্রীমচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদাম্বুজযুগে ভৃশম্॥
প্রেমানুরাগ-ললিতাং সদ্ভক্তিং লভতে নরঃ॥ ৪০॥

ইতি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-বিরচিতঃ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনাখ্যঃ স্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ॥

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং॥

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং॥ ১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥
অয়ি নন্দতনূজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মুখাব্জবিগলিতং
শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা।

একদিন হরিদাস নির্জ্জনে বসিয়া।
মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় গর্জ্জে হুহুঙ্কার।
আচার্য্য গোঁসাই আসি করে নমস্কার॥
সঙ্কোচ পাইয়া হইল ভাব সম্বরণ।
আচার্য্য প্রণমি তিঁহ অর্পিল আসন॥
বসিয়া আচার্য্য গোঁসাই করে নিবেদন।
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন॥
কলিযুগ-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
চৈতন্য ভজয়ে যেই সেই বড় ধন্য॥
তুমি হও চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন॥
অথবা কি মর্ম্ম জানি প্রেমানন্দে ভাস।
সর্ব্ব জীবে হরিনাম কেন উপদেশ॥
নিবেদয়ে হরিদাস করি কর জোড়ে।
তত্ত্ব, তত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে॥
কিম্বা ছল আচরহ পামর শোধিতে।
নিবেদন করি শুন যাহা প্রের চিতে॥

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গূঢ় অবতার।
কোটি সমুদ্র গম্ভীর নাম লীলা যাঁর॥
গুরু ভাবে করায় তিঁহ আপনা যজনে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্ব্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগ-অবতার।
হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম-সার॥
মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভিন্ন কভু নয়।
নাম নামী ভেদ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

'হরে'—ভানুসুতা যেই কৃষ্ণ-প্রিয়া শিরোমণি।
শ্রীচৈতন্যরূপে এবে হরে করি মানি॥
'কৃষ্ণ'—নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোঁসাই॥
'হরে'—ব্রজের সর্ব্বস্ব হরি ন'দে অবতার।
এই হেতু চৈতন্যের হরে নাম আর॥
'কৃষ্ণ'—জীব হৃদি কর্ষিয়া রোপিল ভক্তি বীজ।
অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম নিজ॥
'কৃষ্ণ'—কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণ বরণ।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ নিরূপণ॥
'কৃষ্ণ'—ন্যাসি-বেশে আকর্ষিল পাষণ্ডির গণ।
এই হেতু কৃষ্ণ নাম তাঁহার গণন॥

'হরে'—স্বমাধুর্য্যে হরে তিঁহ ভক্তগণ-প্রাণ।
হরে নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান॥
'হরে'—স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরণ।
শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহণ॥
'হরে'—স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরে কলি যুগে সার॥
'রাম'—দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রমে অভিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম॥
'হরে'—হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল।
অতএব হরে নাম সর্ব্ব সুমঙ্গল॥
'রাম'—স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়েঁ রমণ।
অতএব রাম নাম করয়ে বহন॥
'রাম'—আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠে কাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম॥
'রাম'—কৌশল্যা-নন্দন যিনি ত্রেতায় শ্রীরাম।
সার্ব্বভৌমে দেখাইয়া ধরে রাম নাম॥
'হরে'—স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁই অবতার।
অতএব হরে নাম হইল তাঁহার॥
'হরে'--স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কূর্ম্মাকৃতি হইল।
অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল॥

হরিনামের গূঢ় অর্থ করিল প্রকাশ।
আগম নিগম যাঁর নাহি জানে আশ॥
আর এক গূঢ় অর্থ আছয়ে ইহার।
শুনহ শ্রীপাদ সর্ব্ব-অর্থ-তত্ত্ব-সার॥
মহামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম সার।
তিন নাম হৈতে ষোল নামের বিস্তার॥
'হরে'—সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব হরে এবে তাঁর নাম গাই॥
'রাম'—শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার।
তেঁই রাম নাম তাঁর বিদিত সংসার॥
'কৃষ্ণ'—কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ।
তেকারণ কৃষ্ণ নাম বুঝ অনুবন্ধ॥
মতান্তরে ষোল নাম চারি নাম সার।
চারি নাম হইতে পঞ্চ তত্ত্বের প্রচার॥
'কৃষ্ণ'—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই॥
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।
অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ॥
'রাম'—বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেম-রস-পূর॥

অথবা যথেষ্ট করে স্বপ্রেষ্ঠ-রমণ।
নিত্যানন্দ রাম তেঁই গায় ভক্তগণ॥
রমা-শক্তি শ্রীঅনঙ্গ তাঁর অবতার।
অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার॥
'হরে'—অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত ভক্তি-শংসনে।
অতএব হরেনাম তোমার আখ্যানে॥
হরিয়া আনিলা দোঁহা নদীয়া নগর।
অতএব হরেনাম হইল তোমার॥
'হরে'—ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে নাম তাঁর ইহা জগতে বিদিত॥
চারিনামে চতুর্মূর্ত্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
চতুর্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয়।
এই যুগে চতুর্ব্যূহ এই চারিজন।
এই সব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন॥
এই চারি ঈশ-তত্ত্ব আরাধ্য যে জানি।
পঞ্চম সে জীব-তত্ত্ব আরাধক মানি॥
আরাধনা হয় কৃষ্ণের সুখের কারণ।
আরাধনা যেই করে ভক্তে সে গণন॥
বিশেষ্য বিশেষণে ভক্তের নাম হয়।
কৃষ্ণকে বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয়॥

সেই কৃষ্ণ নন্দসুত, দাস তার ভৃত্য।
কৃষ্ণদাস কহি কোন ভক্ত রূঢ়ি অর্থ॥
হরে কৃষ্ণ হরে নাম ভক্ত নাম জান।
বিশেষ্য বিশেষণ ভক্তে করায় জ্ঞান॥
হরে কৃষ্ণ দুই নাম বিশেষ্য লক্ষণ।
হরে রাম দুই নাম তার বিশেষণ॥
হরে ভানুসুতা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
হরে রাম যাতে সে ভক্তেতে গণন॥
হরে রাম হরে রাম ভক্তে সে কহয়।
শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কারো অনুভব নয়॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সদা করে গান॥
সেই নামে হাসে তাঁরে ভব্য সকলে।
সেই নামে প্রভু তাঁরে প্রকাশে কৌশলে॥
পূর্ব্বে চারি ঈশ-তত্ত্ব করেছি নির্ণয়।
ভক্ত-তত্ত্ব মিলি এবে পঞ্চ তত্ত্ব হয়॥
চারি নাম পঞ্চ তত্ত্ব হ'ল নিরূপণ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপা যারে বুঝে সেই জন॥
এত শুনি দোঁহ দোঁহে আলিঙ্গন কৈল।
পরস্পর দোঁহে দোঁহার স্তুতি আরম্ভিল॥

আচার্য্য কহয়ে তুমি ভুবন-মঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ববেত্তা তুমি সে কেবল॥
হরিদাস কহে প্রভু তুমি তত্ত্ব সার।
বেত্তা আমি, স্তুতি নহে সেই অনুসার॥

ইতি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর কৃত হরিনামার্থ
সম্পূর্ণ।

নিত্যক্রিয়াপদ্ধতি।

(নিশান্তকৃত্য)

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিবেন ; যথা ঃ—

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাম্॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্॥

অনন্তর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল স্মরণপূর্ব্বক ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিবেন। যথা ঃ—

সমুদ্র-মেখলে দেবি! পর্ব্বত-স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নীং নমস্যামি পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

পরে যথাক্রমে গৃহ হইতে বহির্গমন, শ্রীমন্দিরে প্রণাম, হস্তপদ প্রক্ষালন, দন্তধাবন, রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও আসনে উপবেশন করিয়া সামান্যাচমন করিবেন। অনন্তর শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিবেন; যথা ঃ—

কৃপামরন্দান্বিত-পাদপঙ্কজং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥

অনন্তর শ্রীগুরুবর্গকে প্রণাম করিবেন যথা ঃ —

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পাদাব্জ-মহসা মহাকুমতি-মোহ-বিধ্বংসকং।
ব্রজপ্রণয়-সুশ্রিয়ং প্রণত-তাপ-সংহারকম্।
ব্রজেন্দ্রতনয়-প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকং
নমামি পরমং গুরুং ভব-সমুদ্র-সন্তারকম্॥

রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজ-ভাবমূর্ত্তয়ে
বৃন্দাবন-প্রেমসুখামরদ্রবে।

কারুণ্য-বারাং-নিধয়ে মহাত্মনে
পরাৎ পরস্মৈ গুরবে নমোঽস্তু তে ॥
মহামহিম-বন্দিতং সকল-সত্ত্বভদ্রাকরং
ব্রজেন্দ্রসুত-সেবন-প্রণয়-সীধু-বিশ্বম্ভরম্ ।
কৃপাময়-কলেবরং রসবিলাস-ভূষাধরং
নমামি পরমেষ্ঠিনং গুরুমহং সদা শঙ্করম্ ॥

এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত গুরুবর্গকে প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবেন। যথা :—

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ ! গুরো ! সংসার-বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥
হে শ্রীগুরো ! জ্ঞানদ ! দীনবন্ধো !
স্বানন্দ-দাতঃ ! করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীন ! হিতাবতার !
প্রসীদ রাধা-প্রণয়-প্রচার ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করিবেন। যথা :—

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায়
হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

যস্যৈব পাদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ
প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায়
চৈতন্য-চন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥

অনন্তর বিজ্ঞাপন। যথাঃ—

সংসার-দুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥

অনন্তর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ—

ঔদার্য্যেণ সুকামধেনু-দিবিষদ্বৃক্ষেন্দু-চিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্ম-সুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুম্।
বাৎসল্যেন সুমাতৃধেনু-নিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং
নিত্যানন্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধি-সংবর্দ্ধিনম্ ॥

অনন্তর বিজ্ঞাপন ঃ—

হাড়াইপণ্ডিত-তনুজ! কৃপা-সমুদ্র!
পদ্মাবতী-তনয়! তীর্থ-পদারবিন্দ!
ত্বং প্রেম-কল্পতরুরার্ত্তিহরাবতারো
মাং পাহি পামরমনাথমনন্য-বন্ধুম্ ॥

অনন্তর শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে প্রণাম করিবেন। যথাঃ—

যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃ প্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া
প্রেম্না যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধৌ প্লাবিতম্।
বিশ্বং বিশ্ব-বিকাশি-কীর্ত্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈতং সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্ব্বার্থদম্॥

অনন্তর বিজ্ঞাপন ঃ—

অদ্বৈত ! তে করুণয়া প্রণয়াবলোকৈঃ
কে বাঽভবন্নহি শচীতনয়স্য দাসাঃ।
প্রেমাম্বুধৌ চ সহসা বত কে ন মগ্নাঃ
আশাপি নো ভবতি মে বত কিং ব্রবীমি॥

পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে প্রণাম করিবেন। যথাঃ—

যৎপাদাব্জ-নখাগ্র-কান্তিলবতো হ্যজ্ঞান-মোহ-ক্ষয়ং
যৎকারুণ্য-কটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরচন্দ্রো বশম্।
যাতীষদ্-ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীল-গদাধরং তমতুলানন্দৈক-কল্পদ্রুমম্॥

বিজ্ঞপ্তি। যথা ঃ—

হে শ্রীগদাধর ! দয়া-সরিতাং পতিস্ত্বং
প্রেম্না বশীকৃত-শচীতনয়ো বিভুশ্চ।
পদ্মাবতী-তনয় এব তথা বশস্তে
কিং তে ব্রবীমি ময়ি মূঢ়বরে কৃপায়ৈ॥

পরে শ্রীবাসাদি-ভক্ত বৃন্দকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ-

যে তীর্থ-ভ্রমিতাঃ পুনন্তিজগতঃ সদ্বৈদ্যকল্পাঃ প্রতি-
কুর্ব্বন্তীন্দুনিভাঃ কৃপাভৃত-রুচোঽপ্যাপ্যায়য়ন্তি স্বয়ম্।
সুস্নিগ্ধা হরিচন্দনানি কলয়ন্ত্যাভূষয়ন্ত্যদ্ভূতা
রত্নানীব হি তান্ নমামি সততং শ্রীবাসমুখ্যান্ মুহুঃ॥

বিজ্ঞপ্তি ; যথা ঃ—

হে শ্রীবাসাদয় ইহ কৃপামূর্ত্তয়ো গৌরচন্দ্র-
প্রেমাম্ভোধেঃ সুর-বিটপিনঃ শান্ত-সৌম্য-স্বভাবাঃ
দীনোদ্ধারে প্রবল-নিয়মাঃ প্রেমদা যূয়মেব
তস্মাদজ্ঞং প্রপদ-রজসা পাপিনং মাং পুনীত ॥

অতঃপর শ্রীনবদ্বীপ ধামকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ

নবীন-শ্রীভক্তি-নবকনকগৌরাকৃতি-পতিং
নবারণ্য-শ্রেণী-নব-সুরসরিদ্বাত-বলিতম্।
নবীন-শ্রীরাধা-হরিরসময়োৎকীর্ত্তন-বিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নব-করুণ-মাদ্যন্নবরুচিম্ ॥

পরে শ্রীগঙ্গাকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ—

নবদ্বীপারাম-প্রকর-কুসুমামোদ-বলিতাং
স্ফুরদ্রত্ন-শ্রেণী-চিত-তট-সুতীর্থাবলিযুতাম্।
হরের্গৌরাঙ্গস্যাতুল-চরণ-রেণূক্ষিত-তনুং
সমুদ্যৎ-প্রেমোর্ম্মিং তুমুল-হরি-সঙ্কীর্ত্তন-রসৈঃ ॥

প্রভু-ক্রীড়াপাত্রীমমৃত-রস-গাত্রীমৃষিঘটা-
শিব-ব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িত-মহিত-মাহাত্ম্য-মুখরাম্।
লসৎ-কিঞ্জল্কাম্ভোজনি-মধুপ-গর্ভোরু-করুণা
মহং বন্দে গঙ্গামঘনিকর-ভঙ্গা-জল-কণাম্॥

অনন্তর শ্রীগুরুরূপা সখীকে প্রণাম করিবেন।

যথা ঃ—

রাধা-সম্মুখ-সংসক্তিং সখীসঙ্গ-নিবাসিনীম্।
ত্বামহং সততং বন্দে পরাং গুরু-রূপাং সখীম্॥

এইরূপে যূথেশ্বরী পর্য্যন্ত সকলকে প্রণাম করিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ—

রাসোৎসব-বিলাসিন্যৈ নমস্তে পরমেশ্বরি!
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে! রাধে! পরমানন্দ-বিগ্রহে॥
প্রণমামি মহানৃত্যময়ীং ত্বামতিসুন্দরীম্।
রত্নালঙ্কার-শোভাঢ্যাং কুসুমার্চ্চিত-বিগ্রহাম্॥

অনন্তর বিজ্ঞপ্তি। যথা ঃ—

ভবতীমভিবাঞ্ছ চাটুভির্বরমূর্জ্জেশ্বরি! বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ॥

পরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ—

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

নমো নলিন-নেত্রায় বেণু-বাদ্য-বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥

বিজ্ঞপ্তি। যথা ঃ—

প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে পশুপালেন্দ্র-কুমার! কাকুভিঃ।
ব্রজযৌবত-মৌলিমালিকা-করুণাপাত্রমিমং কুরু ॥

পরে শ্রীললিতাদি সখীদিগকে প্রণাম করিবেন।
যথা ঃ—

কারুণ্য-কল্পলতিকে! ললিতে! নমস্তে
রাধা-সমান-গুণ-চাতুরিকে! বিশাখে!
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুত-চিত্ত-চৌরে!
বন্দে বিচিত্র-চরিতে সখি! চিত্রলেখে ॥ ১ ॥
শ্রীরঙ্গদেবি! দয়িতে! প্রণয়াঙ্গ-রঙ্গে!
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে! দয়িতে! সুদেবি!
বিদ্যাবিনোদ-সদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে!
পূর্ণেন্দুখণ্ড-নখরে! সুমুখীন্দুলেখে ॥ ২ ॥
রাধানুজে! মম নমোঽস্তু অনঙ্গদেবি!
তুভ্যং সদা মধুমতি! প্রিয়তা-মরন্দে।
সৌহার্দ্দ-সখ্য-বিমলে! বিমলে! নমস্তে
শ্রীশ্যামলে! পরমসৌহৃদপাত্র-রাধে ॥ ৩ ॥

হে পালিকে ! প্রণয়-পালিনি ! মে নমস্তে

শ্রীমঙ্গলে ! পরম-মঙ্গল-সীমরূপে ॥

ধন্যে ! ব্রজেন্দ্র-তনয়-প্রিয়তা-সুসম্পন্

নৌমীশ-চন্দ্র-রুচিরে ননু তারকে ! ত্বাম্ ॥ ৪ ॥

অনন্তর বিজ্ঞপ্তি। যথাঃ—

শ্রীরাধিকা-প্রণয়-নির্ঝর-সিক্ত-চিত্ত-

বৃত্তি-প্রসূন-পরিমোদিত-মাধবা ! হে।

প্রেমানুরাগ-গুরবো ললিতাদয়ো মাং

স্বাঙ্ঘ্র্যব্জরেণু-সদৃশীমপি ভাবয়ন্তু ॥

পরে শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রভৃতিকে প্রণাম করিবেন। যথাঃ—

তাম্বুলার্পণ-পাদমর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-

র্বৃন্দারণ্য-মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।

প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ

কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥

পরে নিবেদন। যথাঃ -

শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যা মধুর-রসকথা-চাতুরী-চিত্র-দক্ষাঃ

সেবা-সন্তর্পিতেশাঃ স্বসুরত-বিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টাঃ।

সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণকরুণা-পূর্ণ-মাধ্বীকসারা

র্ম্মাল্যো রাধিকায়া ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরা যাঃ ॥

পরে সকলের প্রতি নিবেদন ; যথা ঃ—

হে প্রেম-সম্পদতুলা ব্রজনব্যযূনোঃ
প্রাণাধিকাঃ প্রিয়সখাঃ প্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ।
যুষ্মাকমেব চরণাব্জ-রজোঽভিষেকং
সাক্ষাদবাপ্য সফলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধা ॥

অতঃপর শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীকে প্রণাম করিবেন। যথাঃ—

রাধেশ-কেলি-প্রভুতা-বিনোদ-
বিন্যাস-বিজ্ঞাং ব্রজবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাঢ্যাখিল-বিশ্ববন্দ্যাং
শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি ॥
শ্রীপৌর্ণমাস্যাশ্চরণারবিন্দং
বন্দে সদা ভক্তি-বিতান-হেতুম্।
শ্রীকৃষ্ণ-লীলাব্ধি-তরঙ্গ-মগ্নং
যস্যা মনঃ সর্ব্ব-নিষেবিতায়াঃ ॥

পরে শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রণাম করিবেন। যথা ঃ—

তবারণ্যে দেবি! ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতি
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে! চরণমভিবন্দে বত কৃপাং
কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষ-বিটপী ॥

পরে শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিবেন। যথাঃ—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঙ্ঘ-শমনী স্পৃষ্টা বপুঃ-পাবনী
রোগানামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক-ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি-বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি-ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবন ধামকে প্রণাম করিবেন; যথাঃ—

আনন্দ-বৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দ-বৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রম্।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরিনন্দিতং তদ্
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি॥

পরে শ্রীযমুনাকে প্রণাম করিবেন; যথাঃ—

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদপদ্মাং
গোলোক-সখ্যরস-পূরমহং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জলাং সুখাব্ধৌ
রাধা-মুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি॥

অতঃপর শ্রীগোবর্দ্ধনকে প্রণাম করিবেন; যথাঃ—

সপ্তাহ-মেবাচ্যুত-হস্ত-পঙ্কজে
ভৃঙ্গায়মানং ফলমূল-কন্দরৈঃ।
সংসেবমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈ
র্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥

পরে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডকে প্রণাম করিবেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড প্রণাম। যথাঃ—

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিন্তাবদন্যস্থলৈঃ।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে॥

শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রণাম। যথা ঃ—

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দবিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্নিত্যনিত্যং ভজে॥

পরে শ্রীব্রজবাসিগণকে প্রণাম করিবেন; যথা—

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত-বিবিধ-কর্ম্মাপ্যনুদিনম্।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াঃ পুণ্যখচিতাঃ॥

পরে শ্রীবৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিবেন; যথা—

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃত-শুদ্ধসিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্ম্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ।

যে বৈ জগন্নিজগুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তান্ বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনাম-পরান্ নমামি ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

অনন্তর নিশান্তলীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণমঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। যথা :—

স জয়তি বিশুদ্ধ-বিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানু-বিলম্বি-ষড়্-ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ॥
বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ-স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥

স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥

বিদগ্ধ-গোপাল-বিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিত্রাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রম্।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং
ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত-চৌরম্॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দ-লোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন-শব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥

অনন্তর মালাজপ ও পরে গুর্ব্বাদির প্রণাম, যথা :—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

পরে শৌচকৃত্যাদি সমাপন করিবেন।

(১) অনন্তর সামান্য আচমন বিধি।

প্রথমতঃ "ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্॥"

এই পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ওষ্ঠদ্বয়, মুখ, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুমূলদ্বয়—এই দ্বাদশ স্থান স্পর্শ করিতে হইবে। তৎপরে

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণ করিতে অর্থাৎ জলের ছিটা দিতে হইবে।

(২) বৈষ্ণবাচমন ঃ—

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল ঈষৎ বক্র করিয়া করতলে সামান্য একটু অর্থাৎ একমাষা পরিমিত নির্ম্মল জল গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐ জল "কেশবায় নমঃ" বলিয়া একবার, "নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া একবার, ও "মাধবায় নমঃ" বলিয়া একবার পান করিতে হইবে। পরে "গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া দুই হস্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে।

তৎপরে "মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দক্ষিণ প্রান্ত হইতে বাম অভিমুখে ওষ্ঠ ও অধর মার্জ্জন; "বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা উর্দ্ধদিক হইতে নিম্নদিকে দুইবার মুখ-মার্জ্জন; "হৃষীকেশায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ" বলিয়া পদদ্বয় প্রক্ষালন (জল-প্রক্ষেপ); "দামোদরায় নমঃ" বলিয়া তিন

বার মস্তকে জল-প্রক্ষেপ; "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মুখস্পর্শ; "সঙ্কর্ষণায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাস্পর্শ; "অনিরুদ্ধায় নমঃ, পুরুষোত্তমায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নেত্র স্পর্শ; "অধোক্ষজায় নমঃ, নৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ; "অচ্যুতায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি স্পর্শ; "জনার্দ্দনায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ; "উপেন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ; "হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বামবাহুমূল স্পর্শ করিবেন।

অসমর্থ বা পীড়িতাবস্থায় সামান্য আচমন করিলে কিম্বা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কেবল দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই আচমন সিদ্ধ হইবে।

অথ স্নান বিধি।

গঙ্গাদি তীর্থ বা নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে উপস্থিত হইয়া আচমন করতঃ—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥
এই মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবেন। অতঃপর—
গঙ্গে! চ যমুনে! চৈব গোদাবরি! সরস্বতি!।
নর্ম্মদে! সিন্ধু কাবেরি! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থ্যান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ ॥
এই মন্ত্রে তীর্থাদি আবাহন পূর্ব্বক—
দেবদেব জগন্নাথ! শঙ্খ-চক্র-গদাধর!
দেহি বিষ্ণো! মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে ॥

এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। পরে স্রোতের অভিমুখী হইয়া—

বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥

এই মন্ত্রে সাতবার মস্তকে জল অর্পণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা ॥

আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বপাপং প্রমোচয় ॥

এই মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে লেপনান্তে স্নান করিবেন। সাধ্যানুসারে গঙ্গার স্তবাদি পাঠান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—

সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ-বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

অনন্তর গাত্র-মার্জ্জন, শিখাবন্ধন, সামান্যাচমন, কাম-গায়ত্রী দ্বারা ইষ্টদেবতাকে পঞ্চাঞ্জলি জলদান ও প্রণাম করিবেন। পরে তর্পণ করতঃ স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহাগমন পূর্ব্বক শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবেন।

অতঃপর আসনে উপবেশন করিয়া তিলক ধারণ করিবেন।

(দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণের মন্ত্র ও স্থানের ক্রম)

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥
তৎ প্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥

ক্রমনির্দ্দিষ্ট স্থান।	মন্ত্র।
ললাটে … ..	শ্রীকেশবায় নমঃ।
উদরে … …	শ্রীনারায়ণায় নমঃ।
বক্ষঃস্থলে … …	শ্রীমাধবায় নমঃ।
কণ্ঠে … …	শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।
দক্ষিণ পার্শ্বে … …	শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।
দক্ষিণ বাহুতে …	শ্রীমধুসূদনায় নমঃ।
দক্ষিণ স্কন্ধে … …	শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ।
বাম পার্শ্বে ..	শ্রীবামনায় নমঃ।
বাম বাহুতে … …	শ্রীশ্রীধরায় নমঃ।
বাম স্কন্ধে … …	শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ।
পৃষ্ঠে … …	শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ।
কটিতে .. …	শ্রীদামোদরায় নমঃ।

"শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া হস্ত ধৌত জল মস্তকে প্রদান করিবেন॥

পরে মালা উত্তরীয়াদি ধারণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবেন। যথা ঃ—

নমস্তে গুরুদেবায় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে।
সর্ব্বমঙ্গল-রূপায় সর্ব্বানন্দ-বিধায়িনে॥
শ্রীগুরো! পরমানন্দ! প্রেমানন্দ-ফলপ্রদ!
ব্রজানন্দ-প্রদানন্দ-সেবায়াং মাং নিয়োজয়॥

পরে শ্রীমন্দিরের দ্বারে আসিয়া তিনবার করতালি প্রদান পূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। অনন্তর ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে শ্রীমূর্ত্তির জাগরণ করাইবেন। মন্ত্র, যথা ঃ—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ সপার্ষদ জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন চোত্থিতং ভুবনত্রয়ম্॥
গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দ-নন্দন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে॥

পরে দীপ জ্বালিয়া সিংহাসন সমীপে গমন, শ্রীচরণ স্পর্শানন্তর সযত্নে শ্রীমূর্ত্তির উত্থাপন, ইষ্টমন্ত্রে আচমনার্থ জল, দন্তকাষ্ঠ, জিহ্বা-লেখনী ও মুখমার্জ্জনী-বস্ত্র প্রদান, চরণাদি সম্মার্জ্জন, নির্ম্মাল্যোত্তারণ এবং পরে নৈবেদ্য অর্পণ পূর্ব্বক মঙ্গল-আরতি করিয়া প্রণামকরতঃ নিশান্ত-লীলার পদাবলী কীর্ত্তন করিবেন।

(এই সমস্তই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিতে হইবে।)

প্রাতঃকৃত্য।

(সূর্য্যোদয়ের পর)

তুলসীপত্র চয়ন।

মন্ত্র যথা ঃ—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥

ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মল-বিনাশিনি॥

(তুলসী প্রার্থনা মন্ত্র)।

চয়নোদ্ভব-দুঃখং তে যদ্দেবি হৃদি বর্ত্ততে॥
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি! ত্বাং নমাম্যহম্॥

(তুলসী-স্নান মন্ত্র)।

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীম্॥

(তুলসী-পরিক্রমা মন্ত্র)।

যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরশতানি বৈ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণাঃ পদে পদে॥

(তুলসী প্রণাম মন্ত্র)।

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীপূজাবিধি॥

পূজোপকরণাদি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া* বিঘ্ন বিনাশার্থ এই মন্ত্র করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা:—

শ্রীশ্রীমূর্ত্তিকে স্বীয় বামদিকে রাখিয়া আপনার বসিবার আসন, তদগ্রে স্নানপাত্র, দক্ষিণদিকে আচমন পাত্র, বামদিকে আধারের উপর শঙ্খ, তাহার বামদিকে আধারের উপর ঘণ্টা এবং স্বীয় বাম-

ভূত-প্রেত-পিশাচাদ্যা যে সর্ব্বে বিঘ্নকারকাঃ।
অপসর্পন্তু তে তূর্ণং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

অনন্তর শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্নানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন, যথা ঃ—

যৎপাদ-শৌচতোয়েন যদ্দাস-পাদবারিণা।
পবিত্রমখিলং বিশ্বং স ত্বং শ্রীরাধয়া সহ॥
নিমগ্নোঽপি মহানন্দ-বারিধৌ করুণার্ণব।
স্নানায় ভব গোবিন্দ! ভক্তবাঞ্ছাভিপূরকঃ॥

পরে স্নানপাত্রোপরি তুলসীপত্রাসনে শ্রীমূর্ত্তিকে স্থাপন করিয়া ঘণ্টা-বাদন-সহকারে ইষ্ট-মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে শঙ্খোদক দ্বারা যথাসম্ভব স্নান করাইবেন।

অতঃপর শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন, বস্ত্রালঙ্কারাদি-পরিধাপন, অলকা-তিলকাদি রচনা করিয়া ফল ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করতঃ আরাত্রিক করিবেন।

অনন্তর প্রাতর্লীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ মঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

পার্শ্বে ধূপ দীপ, নৈবেদ্য ও জলপাত্র দক্ষিণদিকে তুলসী ও পুষ্পহার, ঘৃতদীপ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং হস্ত ধৌত করিবার পাত্র নিজের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রাখিতে হয়।

পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

(শ্রীশ্রীগুরু পূজা)।

প্রথমতঃ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক—

শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ; শ্রীপরম গুরুভ্যো নমঃ ;

শ্রীপরাপর গুরুভ্যো নমঃ ; শ্রীপরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ ॥

এইরূপে শ্রীগুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবের পূজা করিবেন।

মানসে নিজের সম্মুখে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সুখাসনে বসাইয়া—

গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা,
গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুং, গৌং
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
অস্ত্রায় ফট্ ॥ এবং গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,
গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্,
গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্,
গঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥

এই মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বাম হস্তের উপর পুষ্প রাখিয়া কচ্ছপ-মুদ্রাকারে দক্ষিণ কর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক ধ্যান করিবেন।

শ্রীগুরুদেবের ধ্যান।

আজানুলম্বিত-ভুজং প্রফুল্ল-কমলেক্ষণং।
বরাভয়করং শান্তং করুণামৃত-বারিধিম্॥
শ্রীনামাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গং হরিমন্দিরভালকম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েদ্ গুরুং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিদং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তের পুষ্পটী নিজ মস্তকে দিয়া পূর্ব্ববৎ অঙ্গন্যাস ও করন্যাসপূর্ব্বক বাম হস্তে পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ ঐ ধ্যানের পুষ্প শ্রীগুরুদেবের চরণে অর্পণ করিয়া পূজা করিবেন যথা—

এতৎপাদ্যম্ (বীজমন্ত্রসহ) শ্রীগুরবে নমঃ" (দুই বার) এষোহর্ঘঃ (সবীজ) শ্রীগুরবে নমঃ, ইদম্ আচমনীয়ম্ (সবীজ) শ্রীগুরবে নমঃ, এষ গন্ধঃ (সবীজ) শ্রীগুরবে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ (সবীজ) শ্রীগুরবে নমঃ" (তিনবার) এই রূপে শ্রীগুরুদেবের পূজা * করিয়া শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভোগান্তে ঐ মহাপ্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে সমর্পণ করিবেন। তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবেন। যথা—

* শ্রীশ্রীচরণকমলে সচন্দন পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয় আর শ্রীমস্তকে ও গলদেশে যথাক্রমে শ্রীশ্রীভগবৎ প্রসাদী সচন্দন তুলসী ও পুষ্পমাল্যাদি অর্পণ করিতে হয়। পূজা সমাপনান্তে প্রার্থনা

শ্রীগুরু প্রণাম।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগুরু প্রার্থনা।

শ্রীগুরো! পরমানন্দ! প্রেমানন্দফলপ্রদ।
নবদ্বীপ-পরানন্দ-সেবায়াং মাং নিযোজয়॥

শ্রীনবদ্বীপে আত্মধ্যান।

দিব্য-শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যমলিকং কণ্ঠং সুমাল্যান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণ-সুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং ততঃ।
শুভ্রশ্লক্ষ্ণ-নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকামাত্মনঃ॥

মন্ত্রের পর শ্রীশ্রীমূর্ত্তির স্নান পান ভোজনান্তে যথাক্রমে শ্রীশ্রীচরণামৃত, অধরামৃতাদি শ্রীশ্রীমৎগুরুদেবকে পর্য্যায়ক্রমে সমর্পণ করিতে হয়; (সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীমৎপরমেষ্ঠিগুরুদেব তৎপরে পরাৎপরগুরুদেব এইরূপে সর্ব্বশেষ শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেবকে সমর্পণ করিবার নিয়ম।) কিন্তু শয়ন দিবার নিয়ম—সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরদের, তাহার পর প্রসাদ সমর্পণ নিয়মানুসারে শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেবকে শয়ন করাইতে হয়। উত্থাপনের নিয়ম. সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীমদ্গুরুদেবের, তাহার পর শ্রীশ্রীমৎপরম-গুরুদেবের, পরাৎপর গুরুদেবের, পরমেষ্ঠি গুরুদেবের তাহার পর ক্রমানুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরদের উত্থাপন করিবেন।

(শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান)।

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎকূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ, ভাগীরথীর মনোহর তীরে অতি বৃহৎ কূর্ম পৃষ্ঠের ন্যায় প্রকাশিত, পরম রমনীয় পুষ্পোদ্যানে ও উৎকৃষ্ট মণিময় ও স্বুবর্ণময় গৃহাদিতে পরিশোভিত এবং অহরহঃ প্রতিগৃহে প্রণয়ভরোত্থিত-শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-যুক্ত, শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন ও জগতে অতুলনীয়। আমি ইহার স্তুতি করি।

শ্রীনবদ্বীপে যোগপীঠের ধ্যান।

ওঁ সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
তদ্দক্ষিণে নিত্যানন্দং প্রেমানন্দ-কলেবরম্॥
বামে গদাধরং দেবমানন্দ-শক্তি-বিগ্রহং।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্বপাবনং॥
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকং।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা॥

অনন্তর শ্রীনবদ্বীপে রত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসনের উপরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্মরণ করিবেন এবং দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুকে, বামে শ্রীগদাধর দেবকে, প্রভুর অগ্রে কর্ণিকায় শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুকে, তদ্দক্ষিণে ছত্র-হস্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতকে, এবং চতুর্দ্দিকে আনন্দময় ভক্তগণকে স্মরণ করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপে যোগপীঠের পদ।

নবদ্বীপ রম্যস্থল, অভিন্ন ব্রজ মণ্ডল,
শ্রীধাম ত্রিজগদনুপম।
নাম স্মরণে যাঁর, হয় প্রেম-ভক্তি সার,
হৃদয়ের নাশে তাপ তমঃ॥
বেষ্টিত জাহ্নবী-নীরে, মিলিত মন্দ সমীরে,
উঠে তীরে তরঙ্গ-আবলি।
চতুর্ব্বিধ কমলে, গুঞ্জরত অলিদলে,
তীরে নীরে দ্বিজ করে কেলি॥
ফল পুষ্পে সুশোভিত, সুরম্য-আরামাবৃত,
মধ্যে দিব্য কনক মন্দির।
রবিজিনি প্রভা অতি, অভক্ত অসুর প্রতি,
সোম জ্যোতিঃ প্রতি ভক্তাদির॥
তার মধ্যে সুবিস্তার, কূর্ম্মপৃষ্ঠ আকার,
হেমপীঠে রত্ন সিংহাসন।
মন্ত্র-বর্ণ-যন্ত্রান্বিত, ষট্‌কোণ মনোরমিত,
তদুপরি দিব্য পুষ্পাসন॥

মধ্যে গৌর-কৃষ্ণেশ্বর, দক্ষিণে নিতাই হলধর,
বামে গদাধর রাধারূপ।
অগ্রে দেবদেবাদ্বৈত, দক্ষিণেতে ছত্র-হস্ত,
পণ্ডিত শ্রীবাস ভক্তভূপ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ- ময় গৌর-ভক্ত-বৃন্দ,
স্বানন্দদাতা সিংহাসন পাশে।
কি মোর অসৎ মতি, চরণে না হল রতি,
ধিক রহু এ মোহনদাসে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা।

গাং হৃদয়ায় নমঃ; ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করতঃ ধ্যান করিবেন; যথা —

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান।

শ্রীমন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্রবসনং স্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

এই মন্ত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করিয়া প্রথম পুষ্পটী নিজ মস্তকে এবং দ্বিতীয়বার অঙ্গন্যাস ও করন্যাসপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিতে বা চিত্রপটে অথবা তদভাবে আরোপিত স্থানে অর্পণপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ,

আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, সচন্দন তুলসীপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল এবং মাল্য প্রভৃতি এক একটী উপহার (বীজমন্ত্রসহ) "শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম।

আনন্দলীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা।

সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র ! মম দেহি পদাবলম্বম্॥

(অথ আবরণ পূজা)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পূজা।

"নাং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাসকরতঃ ধ্যান করিবেন ; যথা :—

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান।

বিদ্যুদ্দাম-মদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
প্রেমোদ্ঘূর্ণিত-লোচনাঞ্চল-লসৎ-স্মেরাভিরম্যাননং।

নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্দঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবর-নিত্যানন্দচন্দ্রং ভজে ॥

এই মন্ত্রে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে "(সবীজ) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূজা করিবেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রণাম।

নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিত-কুণ্ডলং।
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃত-ভূতলং ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূজা।

'আং হৃদয়ায় নমঃ' এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করতঃ ধ্যান করিবেন। যথা –

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান।

সদ্ভক্তালিনিষেবিতাঙ্ঘ্রিকমলং কুন্দেন্দু-শুভ্রাম্বরম্
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরং।
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভূষান্বিত-
মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুম্ ॥

এই মন্ত্রে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে "(সবীজ) শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূজা করিবেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রণাম।

নিস্তারিতাশেষজনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্নচিত্তম্।
চৈতন্যদেবাদৃতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি॥

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের পূজা।

"গাং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করতঃ ধ্যান করিবেন। যথা ঃ—

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের ধ্যান।

কারুণ্যৈকমরন্দ-পদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্র-দ্যুতিং
তাম্বূলার্পণ-ভঙ্গি-দক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সুন্দরং।
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলম্॥

এই মন্ত্রে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-ক্রমে "(সবীজ) শ্রীগদাধরায় নমঃ" বলিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পূজা* করিবেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রণাম।

গান্ধর্ব্বিকা-স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-প্রেমসম্পদে।
গদাধরায় মে নিত্যং নমোঽস্তু হি কৃপালবে॥

---

* শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিবেদিত তুলসী ও নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের পূজা।

"শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করতঃ ধ্যান করিবেন। যথা—

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ধ্যান।

শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাবাসং গৌরমূর্ত্তিরসপ্রদম্।
শুক্লাম্বরধরং পৃথ্বীদেবং ভক্তজন-প্রিয়ম্॥
সংকীর্ত্তন-রসাবেশং সর্ব্বসৌভাগ্য-ভূষিতম্।
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রীশ্রীবাসং হরিপ্রিয়ম্॥

এই মন্ত্রে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে "শ্রীবাসায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি উপহার দ্বারা শ্রীবাস পণ্ডিতের পূজা করিবেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রণাম।

শ্রীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদং।
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ॥

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রণাম।

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

শ্রীগৌর ভক্তগণের পূজা।

'শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকর-গণেভ্যো নমঃ'

এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের* ভোগ সমর্পণ করিবেন। তদনন্তর কাতর-প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—

শ্রীগৌরভক্তগণের প্রণাম।

গৌরভক্তগণান্ বন্দে স্বানন্দরস-বিগ্রহান্।
নামমুদ্রা-লসদ্ধস্তানাশ্রিতাশ্রয়-বৎসলান্।
নামসংকীর্ত্তনাদ্যৈশ্চ কম্পাশ্রুপুলকান্বিতান্।
চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মকরন্দ-মধুব্রতান্॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
শুদ্ধস্ফটিক-সংস্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভিতম্॥
নানাবর্ণকুসুমানাং রেণুভিঃ পরিপূরিতম্।
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং নিত্যং গোবিন্দ-স্থানমব্যয়ম্॥

---

* শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের বীজ ও মন্ত্রাদি স্বস্বগুরুমুখে জ্ঞাতব্য।

সম্ভোগপীঠ-শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান।

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ-বর্দ্ধনম্।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতং পতত্রিগণ-নাদিতম্॥
ভ্রমদ্ভ্রমর-ঝঙ্কারং মুখরীকৃতদিঙ্মুখম্।
কালিন্দীজল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুত-সেবিতম্॥
নানাপুষ্প-লতা-বদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কমলোৎপলকহ্লার-ধূলিধূসরিতান্তরম্॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুত-সমপ্রভম্।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষিণম্॥
মাণিক্য-শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতঃ সুবিরাজিতম্॥
নানারত্নলসচ্চিত্রং বিতানৈরুপশোভিতম্।
রত্নতোরণ-গোপুর-মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্॥
দিব্যঘণ্টাযুক্ত-মুক্তামণি-শ্রেণি-বিরাজিতম্।
কোটি-সূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তংষট্-তরঙ্গকৈঃ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং রত্নসিংহাসনং মহৎ।
তত্রস্থৌ রাধিকা-কৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদৌ॥

শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠের পদ।

জয় শ্রীব্রজমণ্ডল, নিখিল-জন-মঙ্গল,
কৃষ্ণলীলা রসের আধার।
যাঁহা নিত্য রাসস্থলে, অষ্টদিকে অষ্ট দলে,
প্রধানাষ্টসখী শ্রীরাধার ॥
মধ্যে মণি-পীঠ পরে, যন্ত্রিত রবি শশধরে,
মনসিজ-বীজ-রত্নাসন।
তথি পুষ্পাসন মাঝে, শোভন নটন সাজে,
বিরাজে রাধা মদনমোহন ॥
সহচরী দুই পাশে, রহে ইঙ্গিতের আশে,
কেহ দোঁহে চামর ঢুলায়।
হেরি দুহুঁ লাবণি, দুহু সম্ভাষণ শুনি,
সখী আঁখি শ্রবণ জুড়ায় ॥
গাঁথিয়া মালতী মালে, কেহ দেই দুহু গলে,
সেবন করত বহু রঙ্গে।
দাস স্বরূপে কবে, দাসী করি রাখিবে,
সেবাপরা সখীগণ সঙ্গে ॥

অনন্তর শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পরিজন-মধ্যে বিরাজমানা শ্রীগুরুরূপা সখীর ধ্যান করিয়া দাসীরূপ আত্ম-স্বরূপ চিন্তা করিবেন।

শ্রীগুরুরূপা সখীর প্রার্থনা।

ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি,
সেবাধিকারিণি গুরো! নিজ পাদপদ্মে।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজ-কাননে শ্রী-
রাধাঙ্ঘ্রি-সেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ॥

শ্রীগুরুরূপা সখীর ধ্যান।

কৃপা-মরন্দ-সম্পূর্ণাং শুদ্ধস্বর্ণ-লসদ্রুচিম্!
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কস্তুরা-তিলকান্বিতাম্॥
তুঙ্গস্তনীং বিধুমুখীং রত্নাভরণ-ভূষিতাম্।
শোণাম্বরীয়-চিত্রেন্দু-জ্যোৎস্নাম্বর-বিধারিণীম্॥
হরিন্মণি-চিত-স্বর্ণচূড়িকাং মধুরস্মিতাম্।
সীমন্তোপরি-সদ্রত্নামলকালি-লসন্মুখীম্॥
কিশোরীং গোপিকাং রম্যাং রাধিকা-প্রীতিভূষণাম্।
সুন্দরীং সুকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ॥

শ্রীগুরুরূপা সখীর প্রণাম।

গুরুরূপাং সখীং বন্দে প্রেমানন্দ-কলেবরাম্।
গোপিকাং রাধিকাশ্যাম-প্রেমদাং করুণাময়ীম্॥
পরে তন্মন্ত্র ও গায়ত্রী দশধা জপ করিবেন।

আত্মধ্যান।

শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজ-কৃপাসিক্ত-কলেবরাম্॥
কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
পৃথু-তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টি-কলান্বিতাম্।
রক্তচিত্রান্তরীয়ামাবৃত-শুক্লোত্তরীয়কাম্॥
স্বর্ণচিত্রারুণপ্রান্ত-মুক্তাদাম-সুকাঞ্চলীম্।
চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-চর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাম্॥
সেবোপায়ন-নির্ম্মাণ-কুশলাং সেবনোৎসুকাম্।
বিনয়াদি-গুণোপেতাং শ্রীরাধা-করুণার্থিনীম্॥
রাধাকৃষ্ণ-সুখামোদমাত্র-চেষ্টাং সুপদ্মিনীম্।
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দমোহিনীম্॥
নানারস-কলালাপ-শালিনীং দিব্যরূপিণীম্।
সঙ্গীত-রস-সঞ্জাত-ভাবোল্লাস-ভরান্বিতাম্।
তপ্তকাঞ্চন-শুদ্ধাভাং স্বসৌখ্যগন্ধ-বর্জ্জিতাম্।
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাম্॥
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ ভক্তিমাশ্রিতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূজা।

"ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস করতঃ ধ্যান করিবেন। যথা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

ওঁ ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া প্রথম পুষ্পটী নিজ মস্তকে এবং দ্বিতীয়বার অঙ্গন্যাসকরন্যাসপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট বা শ্রীমুর্ত্তিতে অথবা তদভাবে আরোপিত স্থানে অর্পণকরতঃ পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, সচন্দন তুলসীপত্র, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, পুনরাচমনীয়, তাম্বুল এবং মাল্য প্রভৃতি এক একটী উপহার, "সবীজ* শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে অর্পণ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম।

নমো নলিনেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে॥

শ্রীরাধিকার পূজা।

"রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এইরূপে করন্যাস অঙ্গন্যাস করতঃ ধ্যান করিবেন। যথা—

*রাধাকৃষ্ণের বীজ ও মন্ত্রাদি স্বস্বগুরু-মুখে জ্ঞাতব্য।

শ্রীরাধিকার ধ্যান।

ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসম-বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগগত-মুক্তাদাম-দীপ্তাং কিশোরীম্
ব্রজপতিসুত-কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহং॥

এই মন্ত্রে শ্রীরাধিকার ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পাদ্যাদি দ্বারা "(বীজমন্ত্রসহ) শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া শ্রীরাধিকার পূজা করিবেন।*

শ্রীরাধিকার প্রণাম।

রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং স্বর্ণকুণ্ডল-ভূষিতাম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্॥

অনন্তর শ্রীললিতাদি সখীগণের স্মরণ করিবেন। যথা ঃ—

প্রধানাষ্টদলেষ্বেবমষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ।
রাধাকৃষ্ণ-সুখামোদাঃ সেবোপায়ন-পাণয়ঃ।
সবৃন্দা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রাদৌ ললিতোত্তরে।
ঐশান্যে তু বিশাখৈন্দ্রে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নেয়ে।

---

* শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সকলকে নিবেদন করিবেন। শ্রীনন্দ-যশোদাদি গুরুবর্গকে শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিতে নাই।

যাম্যে চম্পকবল্লী চ নৈঋর্ত্যে রঙ্গদেবিকা।
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাথ সুদেবী বায়বে তথা ॥ ১ ॥
তাম্বূলে ললিতাদেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন-সেবনে।
রাগে তু রঙ্গদেবী সা সুদেবী জল-সেবনে!
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা চেন্দুলেখা চ নর্ত্তনে।
দর্পণে শশিরেখা চ বিমলা পাদ-সেবনে।
পালী কুসুম-শয্যায়াং বেশে চানঙ্গমঞ্জরী।
শ্যামলা চন্দনাদৌ চ গানে মধুমতী তথা!
ধন্যা রত্ন-বিভূষায়াং মঙ্গলা মাল্য-সেবনে।
ইত্যাদ্যাঃ কোটিশো গোপ্যো নানাসেবাং প্রকুর্ব্বতে ॥২॥

তৎপরে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের স্মরণ করিবেন। যথা ঃ—

অথাষ্টোপদলেষ্বেবমনঙ্গমঞ্জরী-মুখাঃ।
সযূথা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রোত্তর-দলদ্বয়ে।
অনঙ্গমঞ্জরী তস্যা বামে মধুমতী মতা।
পূর্ব্বয়োর্বিমলা বামে শ্যামলা দক্ষিণে দ্বয়োঃ।
পালিকা-মঙ্গলে বারুণয়োর্ধন্যা চ তারকা ॥ ১ ॥
অথ কিঞ্জল্কপার্শ্বস্থাঃ সর্ব্বদা সেবনোৎসুকাঃ।
প্রিয়নর্ম্ম-সখীর্ধ্যায়েৎ কৃষ্ণ-দক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।

লবঙ্গমঞ্জরীং রূপমঞ্জরীং রসমঞ্জরীং।
গুণরত্ন্যুত্তরে নাম মঞ্জর্য্যৌ ভদ্রমঞ্জরীং।
লীলামঞ্জরিকাঞ্চৈব বিলাসমঞ্জরীং তথা।
বিলাসমঞ্জরীঞ্চান্যাং মঞ্জর্য্যৌ কেলিকুন্দয়োঃ।
মদনাশোকমঞ্জর্য্যৌ মঞ্জুলালীং সুধামুখীং॥
পদ্মমঞ্জরিকামেতাঃ ষোড়শ-প্রবরা মতাঃ।
এতাসাং সঙ্গিনী ভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানুসারতঃ।
রাধা-মাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥ ২॥

এই প্রকারে সখী ও মঞ্জরীগণের মানসে পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিবেন।

অনন্তর শ্রীরাধিকার মন্ত্র ১০৮ বার ও তদ্গায়ত্রী ১০ বার, শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র ১০৮ বার ও কামগায়ত্রী ১০ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। যথা ঃ—

গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতম্॥
অতঃপর প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিবেন।

পূজান্তে প্রার্থনা।

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার-বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ।

হে শ্রীগুরো ! জ্ঞানদ ! দীনবন্ধো !
স্বানন্দদাতঃ ! করুণৈকসিন্ধো !
বৃন্দাবনাসীন হিতাবতার !
প্রসীদ রাধাপ্রণয়-প্রচার !

সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র ! মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥

হাড়াই-পণ্ডিত-তনূজ ! কৃপা-সমুদ্র
পদ্মাবতী-তনয় ! তীর্থ-পদারবিন্দ।
ত্বং প্রেম-কল্পতরুরার্ত্তিহরাবতার
মাং পাহি পামরমনাথমনন্যবন্ধুম্ ॥

অদ্বৈত ! তে করুণয়া প্রণয়াবলোকৈঃ
কে বাভবন্নহি শচীতনয়স্য দাসাঃ।
প্রেমাম্বুধৌ চ সহসা বত কে ন মগ্না
আশাপি নো ভবতি মে বত কিং ব্রবীমি ॥

হে শ্রীগদাধর ! দয়াসরিতাং পতিস্ত্বং
প্রেম্না বশীকৃত-শচীতনয়ো বিভুশ্চ।
পদ্মাবতী-তনয় এব তথা বশস্তে
কিং তে ব্রবীমি ময়ি মূঢ়বরে কৃপায়ৈ ॥

হে শ্রীবাসাদয়! ইহ কৃপামূর্ত্তয়ো গৌরচন্দ্র-
প্রেমাম্ভোধেঃ সুরবিটপিনঃ শান্তসৌম্য-স্বভাবাঃ।
দীনোদ্ধারে প্রবলনিয়মাঃ প্রেমদা যূয়মেব
তস্মাদজ্ঞং প্রপদ-রজসা পাপিনং মাং পুনীত॥
অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্॥
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্॥
ত্রাহি মাং পাপিনং ঘোরং ধর্ম্মাচার-বিবর্জ্জিতম্।
নমস্কারেণ দেবেশ! দুস্তরাদ্ ভব-সাগরাৎ॥
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তুগ্রাব-ভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুণ্যপারীণ ময়ি কৃষ্ণ! কৃপাং কুরু॥
আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহম্।
তৎকারুণ্য-প্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥
নাথ! যোনি-সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র তত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব! তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাহব্যভিচারিণী চ॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃত-বাহিনি।
কৃপয়া নিজ পাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্।
তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় রাধে ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে।
যদ্দত্তং ভক্তি-মাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া।
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎ কিঞ্চিদুপপাদিতম্।
ক্রিয়া-মন্ত্র-বিহীনন্বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥

পূজান্তে বিজ্ঞপ্তি-মন্ত্র।

দুষ্কর্ম্ম-কোটি-নিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-
দুর্ব্বাসনা-নিগড়-শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতি-কোটি-কদর্থিতস্য
গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ॥

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্য চন্দ্র। যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥
মত্তুল্যঃ পাতকী নাস্তি নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥
মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা ত্বৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ! যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥
মৎসমো ঘোর-পাপাত্মা নাস্তি কৃষ্ণ! ধরাতলে।
তৎসমঃ করুণা-সিন্ধুর্নাস্তি ত্বং হি গতির্মম ॥
কদাহং যমুনা-তীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥

পূজান্তে অপরাধ-ক্ষমাপণ-মন্ত্র।

অপরাধ-সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ! ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥ ২ ॥

অতঃপর শ্রীতুলসীকে যথানিয়মে পূজা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ পূর্ব্বাহ্ন লীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ-মঙ্গল দ্রষ্টব্য)

মধ্যাহ্ন কৃত্য।

নিত্যপাঠাদি কার্য্য-সমাপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন স্নান ও পূজাদি করিয়া বিবিধব্যঞ্জন সঘৃতশাল্যন্নাদি শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্ ভোগ লাগাইবেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ শ্রীরাধিকা ও পরে শ্রীললিতাদিসখী ও মঞ্জরীবৃন্দকে সমর্পণ করিবেন।

তদনন্তর বাদ্যাদিসহকারে আরাত্রিক করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্রজপ, কীর্ত্তন এবং চারিবার পরিক্রমা করতঃ তুলসী ও গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। পরে চরণামৃতাদি সেবন করিয়া মধ্যাহ্নলীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ মঙ্গল দ্রষ্টব্য)। অতঃপর মহাপ্রসাদ সেবন করিবেন।

শ্রীগুরুচরণামৃত ধারণ মন্ত্র।

ত্রিতাপহরণং পুণ্যং সংসার-ব্যাধিভেষজম্।
হরিভক্তিপ্রদং নিত্যং শ্রীগুরোশ্চরণোদকম্॥

শ্রীভগবচ্চরণামৃত ধারণ মন্ত্র।

অকালমৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

শ্রীবৈষ্ণবচরণামৃত ধারণ মন্ত্র।

হরিভক্তি-প্রদং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্।
ভক্তপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

জপের মালা ধারণ মন্ত্র।

অবিঘ্নং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম-জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে! তু প্রার্থয়ে॥
নাম চিন্তামণি-রূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে॥

শ্রীনামজপ-সমর্পণ মন্ত্র।

নামযজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ-নাশনঃ।
কৃষ্ণচৈতন্য-প্রীত্যর্থে নামযজ্ঞ-সমর্পণম্॥

জপের মালা স্থাপন মন্ত্র।

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমম্।
রাধাকৃষ্ণ-স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥
ত্বং মালে! সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে॥

অপরাহ্ন কৃত্য।

সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি ভক্তি-শাস্ত্রানুশীলন, নাম সঙ্কীর্ত্তন ও অপরাহ্ন লীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ মঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

সায়ং কৃত্য।

সায়াহ্নে স্নান ও তিলক ধারণ করিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রভুর গাত্রোত্থান করাইয়া আচমন দিবেন। পরে কিঞ্চিৎ ভোগ সমর্পণ করতঃ আরাত্রিক করিয়া আরতি কীর্ত্তন করিবেন। (সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর সায়াহ্ন-লীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ মঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

প্রদোষ কৃত্য।

প্রথমতঃ প্রদোষলীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ মঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

পরে যথাশক্তি ভোগ সমর্পণপূর্ব্বক আরাত্রিক করতঃ প্রভুকে শয়ন দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা :—

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়ন-স্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব॥
গোবিন্দ পরমানন্দ যোগনিদ্রাং বিতন্যতাম্।
রাধয়া পুষ্পশয্যায়াং দাসীগণ-নিষেবিতঃ॥

অতঃপর সংখ্যাবদ্ধ শ্রীহরিনাম জপ করতঃ প্রসাদ ভোজন করিবেন।

নিশা কৃত্য।

নিশাকালে শ্রীহরিনাম-সংখ্যাজপ পূর্ণ করিয়া নিশীথ-কালীন কীর্ত্তনাদি করতঃ নৈশলীলা স্মরণ করিবেন। (স্মরণ মঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর লালসাময় পদ্য-সমূহ পাঠ করিয়া শয়ন করিবেন।

ইতি শ্রীনিত্যক্রিয়াপদ্ধতি সমাপ্ত ॥

ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের মঙ্গল আরতি কীর্ত্তন।

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহু হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মঙ্গল আরতি কীর্ত্তন

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর ॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যামসুগোর ॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মুরতি মনোহর যুগল কিশোর ॥
গাওত শুক-পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর ॥

প্রাভাতিক কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রভু নিত্যানন্দ আমার প্রাণ গৌর চন্দ্র।
জয় শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ ॥
জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধানায়ক নাগর শ্যাম।

সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুরমুনিগণ মনোমোহন-ধাম ॥
জয় নিজ-কান্তা-কান্তি-কলেবর,
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
ব্রজ-তরুণীগণ-লোচন-মঙ্গল,
নদীয়া-বধূগণ-নয়ন-আমোদ ॥

জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যার অংশ-কলাতে গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,
সেই রাম রোহিণী-নন্দন ॥
যাঁর লীলা-লাবণ্য-ধাম, আগমে নিগমে গান,
যার রূপ ভুবনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥
ব্রজের বৈদগ্ধী সার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধ হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ ॥

জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।

জয় জয় অদ্ভুত, সোপহুঁ অদ্বৈত, সুরধুনী-সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহু মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে, আইলা নাগররাজ।
তাঁহার পিরীতে, আইলা তুরিতে, উদয় নদীয়া-মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, শ্রীঅদ্বৈত-চরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি॥

জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোর-চন্দ্র!
হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচী-নন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!।
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূত-চন্দ্র!
হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত-পুত্র!
বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ দয়ার্দ্র চিত্ত!
পদ্মাবতী-সুত ময়ি প্রসীদ!।
সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্র!
হা নাথ! শান্তিপুর-লোক-বন্দ্যো!।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-করুণৈকপাত্র !
শ্রীঅচ্যুত-তাত ! ময়ি প্রসীদ ! ।
রত্নাবতী-নন্দন ! প্রেম-পাত্র !
হা শ্রীমাধবাচার্য্যস্য পুত্র ! ।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-রস-বিলাস !
হা শ্রীগদাধর ! কুরু তেহঙ্ঘ্রি-দাসম্ ॥
শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্রচিত্ত !
শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈকপাত্র ! ।
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য !
শ্রীবাসপণ্ডিত ! ভব মে প্রসন্নঃ ! ।

জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ।
জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ ॥
জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ ।
জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে জয় জয়* রায় ভবানন্দ ।
জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র ॥
জয় কানাই খুটিয়া শিখি মাহিতী গোপীনাথাচার্য্য !
জয় তিনপুত্র সঙ্গে জয় জয়* সেন শিবানন্দ ॥
জয় কাশীবাসী তপনমিশ্র জয় প্রকাশানন্দ ।
জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ ॥

---

* মধ্যাহ্নে জয় জয় স্থানে "নাচে" হইবে।

জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত !
জয় গিরি-পুরী-ভারতী-আদি পুরী মাধবেন্দ্র ॥
জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র !
জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসু রামানন্দ ॥
জয় বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ গঙ্গা বীরচন্দ্র।
জয় শ্রীঅদ্বৈত-সীতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ ॥
জয় কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত।
জয় রাঘবপণ্ডিত গদাধরদাস ভাগবতাচার্য্য !
জয় অভিরাম গৌরীদাস নন্দন আচার্য্য ॥
জয় পরমেশ্বর দাস পুরী গোসাঞি জয় জগদানন্দ।
জয় জগাই মাধাই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ ॥
জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।
জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র ॥
জয় উড়িয়া গৌড়ীয়া আদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
(তোমরা) সবে মিলে দয়া কর আমি অতি মন্দ ॥
(কপট) কুটিনাটি ঘুচায়ে ভজাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নিশি দিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ।
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ।
(যেন) ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ।
(গাই) যেন হা নিতাই গৌরাঙ্গ ! (মাতন)

পরে শ্রীনামকীর্ত্তন অন্তে গৌর-হরি বোল! ইহার পর প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রারাধারাণীকি জয় ইত্যাদি।

মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন।

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ॥
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র!

ইহার পর প্রভাতী কীর্ত্তনের শেষ মাতন পর্য্যন্ত একই রূপ, মাত্র সুর পৃথক। তৎপরে।—

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ!
জয় জয় রাসেশ্বরি বিনোদিনি ভানুকুলচন্দ্র!
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র॥
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জয় জয় ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী অনঙ্গ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।
(সবে) কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ॥
(দেহ যুগল চরণারবিন্দ) (মাতন)

পরে শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন অন্তে গৌর হরি বোল। পরে প্রেমসে ইত্যাদি ॥

মধ্যাহ্নকালীন শ্রীভোগ আরতি কীর্ত্তন।

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌর হরি।

শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী, দীন দয়াময় হিতকারী ॥

এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
কৃপাকরি মোর গৃহে কর আগমন ॥
প্রভু ল'য়ে সীতানাথ করিলেন গমন।
আনন্দেতে হুলু দেয় যত নারীগণ ॥
অদ্বৈত-গৃহিণী আর যত পুরনারী।
হুলু হুলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি ॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন সিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ-প্রক্ষালন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোঁগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি ॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
শাক শুকুতা ভাজি দিয়া সারি সারি।
ভোগের উপরে দিলা তুলসী মঞ্জরী ॥

গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
মালপোয়া সরভাজা আর লুচি পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়াবিহারী॥
না জানিয়ে পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা একমুষ্টি করহ ভোজন॥
নিতাই রঙ্গিয়া আমার খাইতে খাইতে।
ভাল ভাল বলি তুলি দেয় গৌর-মুখেতে॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্তশোধন॥
আচমন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
তাম্বূল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পাদ সম্বাহন॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন-সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি॥

ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ॥

শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন।

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
সবাই গায়েন কৃষ্ণ প্রেমে হ'য়ে ভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ॥
চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥

যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁর নাম-শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান্॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তঁছু পদযুগে গান॥

শ্রীসন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন।

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি)।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥

বিবিধ সুষম ফুলে বনি বনমালা।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজলা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করযোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভদাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণীর আরতি কীর্ত্তন।

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তুহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাটপটাম্বর ওঢ়ে নীল শাড়ী।
সীঁথিক সিন্দূর যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গজ্যোতি॥

চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা পিয়ারী॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদপঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা॥

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জিউর আরতি কীর্ত্তন।

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কালকি।
(শুভ) আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকি॥
গোঘৃত রচিত কর্পূরক বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন থালকি।
চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি ছবি
মুখ শোভা আভা নন্দলালকি।
চরণ কমলোপর নূপুর বাজে
উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকি।
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোহে
বাজত বেণু রসালকি॥

সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি
নিরখত মদনগোপালকি।
সুর-নর-মুনিগণ হেরতহিঁ আরতি
ভকতবৎসল প্রতিপালকি॥
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
অঞ্জলি কুসুম গুলালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথদাস গোস্বামী
মোহন গোকুললালকি॥
(আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকি॥
মদনগোপাল জয় জয় যশোদাদুলালকি!
যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলালকি।
নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারিলালকি!
গিরিধারিলাল জয় জয় রাধারমণলালকি!
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাবিনোদলালকি!
রাধাবিনোদলাল জয় জয় রাধাকান্তলালকি!
রাধাকান্তলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপালকি।
গোবিন্দ গোপাল জয় জয় গৌরগোপালকি!
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলালকি!
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাইদয়ালকি!
নিতাইদয়াল জয় জয় সীতা অদ্বৈত দয়ালকি!

অদ্বৈত দয়াল জয় জয় গদাধরলালকি !
(গৌর) গদাধরলাল জয় জয় শ্রীবাস দয়ালকি !
শ্রীবাস দয়াল জয় জয় গৌর-ভক্তবৃন্দলালকি !
গৌর-ভক্তবৃন্দলাল জয় জয় শ্রীগুরুদয়ালকি !
(পরম করুণ প্রেমদাতা শ্রীগুরুদয়ালকি !
(শুভ আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকি ॥)

(জয়দেবী)

গুর্জ্জরী।

শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে ॥ ধ্রু ॥
(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল।
জয় যশোদা-দুলাল।
ভজ ভজ নন্দলাল।
জয় জয় গিরিধারিলাল।
জয় জয় দেব হরে।)
দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন-ভব-খণ্ডন
মুনিজন-মানস-হংস।
(জয় জয় দেব হরে ॥)

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন-জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
(জয় জয় দেব হরে॥)
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান।
(জয় জয় দেব হরে॥)
অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।
(জয় জয় দেব হরে॥)
জনকসুতা-কৃত-ভূষণ জিত-দূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ।
(জয় জয় দেব হরে॥)
অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর
শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর।
(জয় জয় দেব হরে॥)
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।
(জয় জয় দেব হরে॥)
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতি।
(জয় জয় দেব হরে॥)

জয় জয় রাধামাধব রাধামাধব রাধে।
জয়দেবের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে।
সীতানাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে।
রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে।
সনাতনের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে।
মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে।
জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধারমণ রাধা-রাধারমণ রাধে।
গোপালভট্টের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধাবিনোদ রাধা-রাধাবিনোদ রাধে।
লোকনাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে।
দাসগোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে।
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে॥

জয় জয় রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধে।
স্বামী হরিদাসের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-রাধাকান্ত রাধা-রাধাকান্ত রাধে।
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে ॥

শ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা আরতি।

নমো নমঃ তুলসি মহারাণি।
বৃন্দে মহারাণি নমো নমঃ ॥ ধ্রু ॥
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥
ধন্য তুলসি পূরণ তপ কিয়ে
শালগ্রামকী-মহাপাটরাণী।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি
ফুল না কিয়ে বরখা বরখানি ॥
ছাপান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু এক না মানি।
শিব সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিক
ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ॥
চন্দ্রাসখী মেইয়া তেরী যশ গাওয়ে
ভকতি দান দিয়ে মহারাণি ॥

(২)

নমো নমঃ তুলসি কৃষ্ণপ্রেয়সি।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
(মোর) এই মনে অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে পাব বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা আমি ভাসি ॥

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা।

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্পতরু
অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ!
হিয়া-অগেয়ান- তিমির বরজ্ঞান-
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ ॥
ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।
অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পহু
যাচি দেয়ল হরি নাম ॥

দুরমতি অগতি সতত অসৎ মতি
নাহি সুকৃতি-লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন- যুগল-ভজন-ধন
মোহে করল উপদেশ॥
নিরমল-গৌর- প্রেমরস-সিঞ্চনে
পূরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥

ইহার পরে শ্রীশ্রীনামাবলী কীর্ত্তন। অতঃপর—

শ্রীনাম কীর্ত্তন পূর্ণ।

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর তাঁর মুঞি দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥
(প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই
শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকি জয় ইত্যাদি ॥

মধ্যাহ্নে শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনকালীন ভজন।

ভজমন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
(হরে ২) কলি-ঘোর-মোচন আনন্দ-কন্দ ॥
গোকুল-সখা-সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সো পহুঁ বিহরে শ্রীনবদ্বীপ-মাঝে ॥
সুরধুনী-তীরে বিহরে দোন ভাই।
কৃপা করি উদ্ধারিলা জগাই মাধাই ॥

রাবণ মারি বিভীষণ-উদ্ধারী।
দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণকারী॥
শিব সনকাদি যাঁকো ভেদ না পাওয়ে।
সো প্রভু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে॥
ভক্ত-বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী যাও বলিহারী॥

(পরে রাম কহ সুখ উপজে, কৃষ্ণ কহ দুঃখ যায়, মহিমা মহা প্রসাদ পাও সাধু প্রেম পিরীত লাগাই। প্রেম্‌সে কহ শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকি জয়, প্রেমদাতা পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদকি জয়, করুণা-সিন্ধু গৌর-ভক্তবৃন্দকি জয়, মহাপ্রসাদকি জয় চারি সম্প্রদায়কি জয়, অনন্তকোটি বৈষ্ণবকি জয়, আপন আপন গুরু-গোবিন্দকি জয় এই বলিয়া প্রণামানন্তর মহাপ্রসাদ গ্রহণের নিয়ম।)

রাত্রিকালে শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনকালীন ভজন।

ভজ মন রাধে শ্রীমদন গোপাল।
ভজ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত দয়াল॥
ভজ চৌষট্টি মোহান্ত আদি দ্বাদশ গোপাল।
ভজ ছয় চক্রবর্ত্তী আদি অষ্ট কবিরাজ॥

ভজ চূড়ায় ময়ূরের পাখা গলে বনমাল।
বৃষভানু-নন্দিনী ভজ যশোদাতুলাল॥
ভজ রাসরসিকমণি প্রেমরসাল।
ভজ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দীন দয়াল।
রাঙ্গা চরণে শরণ মাগে হরিদাস কাঙ্গাল॥
পরে প্রেমসে কহ শ্রীরাধে ইত্যাদি—

বিবিধ কীৰ্ত্তন-পদাবলী

প্রাভাতিক স্মরণ কীৰ্ত্তন।

(১)

সঙর নব গৌরচন্দ্র নাগর বনওয়ারী।
নদীয়া ইন্দু করুণাসিন্ধু ভকতবৎসলকারা॥
বদনচন্দ্র অধর সুরঙ্গ নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখশোভা উজিয়ারী।
কুসুমে শোভিত চাঁচর-চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম অমিয়া-হাস দামিনী ঘনয়ারী॥

মকর-কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণিকৌস্তুভ-দীপ্তকণ্ঠ,
অরুণ-বসন, করুণ-বচন, শোভা অতি ভারী।
মাল্য-চন্দনে চর্চ্চিত-অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন-বলয়া, রতন-নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী॥
ছত্র ধরত ধরণীধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকতবৃন্দ,
কমলা-সেবিত পাদপদ্ম বলি যাও বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌরচরণে করত আশ,
পতিত-পাবন নিতাই চাঁদ প্রেম-দানকারী॥

(২)

রাধে জয় জয় বলিয়ে শারী
নিধুবন ভরি গাজে।
শারী বলে শুক তোমারে কই
রূপেতে কিশোরী হইল জই
কানু-মনোহরা রাধিকা-মূরতি
পরাভব নটরাজে॥
নীল ওঢ়নী, মুকুট-টালনী
রাকা-শশধর বদন জিনি
চরণে নূপুর মধুর মধুর,
রুণু রুণু ঝুণু বাজে॥

আবীর কুঙ্কুম পাশা জলকেলি,
সে সব সমরে তব বনমালী
জিনিবারে নারি রাই পদ ধরি
সাধিয়াছে সখীমাঝে ॥
মোদের কিশোরী, রাজার কুমারী,
সব সখীগণ পূজে।
তোমার নাগর রাখাল খেয়াতি
সদা থাকে গোঠ মাঝে ॥
নিধুবনে যেদিন রাজা হ'লেন প্যারী,
কোটালিয়া কর্ম্ম ক'রেছিলেন হরি,
দোহাই রাধার, ব'লে বার বার,
নিয়োজিত ছিল কাজে ॥
(যেদিন) মৃগপশু পাখী আদি তরুলতা
নিজ সম রূপ ক'রেছিলেন রাধা
(সেদিন) তোমার নাগর হৈল গৌর
লুকায়ল সখী মাঝে ॥
যে দিন শ্রীমতী ক'রেছিলেন মান,
দাস খত লিখে দিয়েছিলেন শ্যাম,
পীতবাস গলে রাই-পদতলে,
সেধেছিল কোন্ লাজে ॥

শুক বলে শারী কি কর দ্বন্দ্ব,
দোঁহে সমগুণ কে কহে মন্দ,
জগদানন্দ পরমানন্দ,
রসবতী রসরাজে ॥

(৩)

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো।
চন্দ্রকোটি ভানুকোটি কোটি মদন ওয়ার ॥
সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজ-দল নয়না।
অধরবিম্বে মধুর হাস কুন্দ-কলিকা-দশনা ॥
মণিকুণ্ডল মকরাকৃতি অলকা ভৃঙ্গপুঞ্জা।
কেশরক তিলক বনিয়ে সোণে মণিকুঞ্জা ॥
জলধরে তড়িতাম্বর গলে বনমালা শোহে।
লীলানট শূরকে পঁহু রূপে জগমন মোহে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ।

(১)

অমৃত মথিয়া কেবা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধই সুলেহ ॥

অখণ্ড পীযূষধারা কেবা আউটিল গো,
সোনার বরণে হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো,
হেন বাসো গোরা-অঙ্গখানি॥
অনুরাগের দধি, প্রেমের সাচনা দিয়া,
কেনা পাতিয়াছে আঁখি দুটী॥
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথাখানি,
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা, গাখানি মাজিল গো,
চাঁদে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চাঁদে, আকুল হইয়া কাঁদে,
কর-পদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটায়, জগত আলো কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে॥
এমন বিনোদিয়া, কোথাও না দেখি গো,
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি-ভাবে, কাঁদিয়া আকুল গো,
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে॥

সকল রসের সার, বিশাল হৃদয়খানি,
কে না গড়াইল রঙ দিয়া।
মদন বাটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো,
বিনি ভাবে মু মশু কাঁদিয়া ॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো,
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ও রূপ-স্বরূপা যত, কুলের কামিনী ছিল,
দু হাতে করিতে চায় পাখা ॥
রঙ্গের মন্দিরখানি, নানা রত্ন দিয়া গো,
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা, ভাবে অভিলাষী গো,
মদন বেদন ভাবি কাঁদে ॥
না চায় আঁখির কোণে, সদাই সবার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আখির তিয়াস দেখি, মুখের লালসা গো,
আলসল জর জর গায় ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভরড়ে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটায়ে কাঁদে, কেহ থির নাহি বাঁধে,
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥

ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহ নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বউ, সে বলে সকল যাউ,
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে॥
নদীয়ানগর-বধূ, হেরি গোরা-মুখবিধু,
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে গণে রাত্রিদিবা,
গোরা-রূপে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল-ভুবনপতি, ধূলায় লোটাঞা ক্ষিতি,
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটী আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া, বাহির না হয় গো,
এই গোরা-তনু তার সাথী॥
দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেমা অপরূপ,
ত্রিজগত-নাথ নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চনের সনে, কি নাহ কি ধন মাগে,
কিনা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥

জয়রে জয়রে জয়, হেন প্রেম-রসালয়,
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

(২)

বিমল-হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর জিনি একটী পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
জিনি মদমত্ত হাতী গমন মন্থর অতি
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি যেন প্রভাতের রবি
গৌর অঙ্গে লহরী খেলায়॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোসাঞি গো
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবেতে অবশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া,
আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল॥
এ সুখ সম্পদ কালে, গোরা না ভজিলাঙ হেলে,
হেন পদে না করিলাঙ আশ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

(৩)

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর,
গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর,
গৌর গলার হারা॥
কহনা গৌর কথা, সদাই কহনা গৌর-কথা।
গৌর নাম অমিয়া-ধাম,
পিরীতি-মূরতি-দাতা॥
গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে
গৌর করিলাম সার।
বলিয়ে গৌর, এ জনম ভোর,
কিছু না চাহিয়ে আর॥
গৌর ভকতি, গৌর মুকতি,
গৌর বেদের সার।
গৌর সাধহ, গৌর ভজহ,
গৌর করিবে পার॥
গৌর গঠন, গৌর গমন,
গৌর মুখের হাসি।

গৌর বচন, অমিয়া সিঞ্চন,
মরমে রহল পশি ॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ,
যাহার হৃদয়ে জাগে।
নরহরি দাস, আনুগত্যে আশ,
চরণে শরণ মাগে ॥

শ্রীনিত্যানন্দের রূপ ও মহিমা বর্ণন।

দেখরে নয়ন ভরি নিতাইসুন্দর।
গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময়-পুরন্দর ॥
আভোক্তা প্রণয়রসে অঙ্গ গদগদ!
চলিতে অথির ধরে আধ আধ পদ।
ধরণী প্রেমার ভরে টলমল হয়।
যাঁহা পদ পড়ে ধরু পঙ্কজ হিয়ায় ॥
পিরীতি-আগর-মুখ ভুরুযুগ জোড়া।
অনুরাগময় আঁখি অরুণের কোঁড়া ॥
তাহাতে বিস্ফার নেত্র সঘনে ঘূর্ণিত।
শ্রীগণ্ড-বিকাশ দেখি জগত মোহিত ॥
কুটিল কুন্তলে চূড়া যেন নাগরাজ।
শুধুই বনের ফুলে মনমথ-সাজ ॥

বাম শ্রুতিমূলে এক কোকনদ দোলে।
প্রণত জনেরে যেন কোল দিতে বোলে॥
ঘূর্ণিত অরুণ আঁখি রসে মাতোয়ারা।
রস-মদিরার ঘোরে দিগম্বর ভোরা॥
গোরারসে ভোরা দিবানিশি নাহি জানে।
অনুরাগে মত্ত সদা রসামৃত-পানে॥
রসের বাউল নিতাই সহজে অথির।
কোথা রূপ রস বলি গরজে গভীর॥
গোরা-রসে গঠিত নিতাই-কলেবর।
গোরা-রস-কমলের মত্ত মধুকর॥
গোরা-রস-চাঁদের চকোর নিত্যানন্দ।
জীব-হৃদি তমো-বিনাশের পূর্ণচন্দ্র॥
কত কোটি কোটি চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া সুধা।
কত কোটি কোটি এক ঠাঁই কৈল বুধা॥
আর তাহে কোটি গুণ সংযোগ করিয়া।
গঠিল নিতাই-দেহ রসে পুরি দিয়া॥
সহজে নিতাই-রূপ তাহে গৌর-প্রেম।
রূপের ছটায় যেন চোয়াইছে হেম॥
সুন্দর-যুগল-বাহু কনক-আগল।
সঙ্কেতে ফিরায় দেখি হাসে খল খল॥

প্রেম-মদালসে চলে দুবাহু দোলাইয়া।
দুদিক বহিয়া যায় সুবর্ণ করিয়া॥
রসে রাঙ্গা নয়ন নাচায় রসাবেশে।
অতি মূঢ় যেহ সেহ দেখি রসে ভাসে॥
গোরারস উজোর জলদ সে নিতাই।
জগত ভাসাইল রসে পাত্রাপাত্র নাই॥
রসে মাতি মাতোয়ারা কৈল জগজনে।
রসঘোরে আপনা আপনি নাহি জানে॥
রসরত্ন-খনি তবু কাঙ্গাল রসের।
অদ্ভুত চরিত আমার নিতাইচাঁদের॥
একে সে উত্তম দাতা গৌর-আজ্ঞা পায়।
প্রেমের ভাণ্ডার খুলি জগতে বিলায়॥
শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ সেই বলাই অনন্ত।
এবে রসে রাঙ্গা হইল বুঝিনু নিতান্ত॥
লোচন বলে আলো সই করি নিবেদন।
চল যাঞা ধরি সবে নিতাই চরণ॥

(২)

অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়॥

সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা।
দশদিকময়, নিতাইসুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা॥
রাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥
রাধার ভগিনী, শ্যাম সোহাগিণী, সব সখীগণ-প্রাণ।
যাঁহার লাবণি, মণ্ডপ সাজনি, শ্রীমণি-মন্দির নাম॥
নিতাইসুন্দরে, যোগপীঠ ধরে, রত্ন-সিংহাসন শেজে।
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলাসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি, মুখ, সর্ব্ব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই, নিতাই, নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ॥
নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব বরজ পুরে।
দাস বৃন্দাবন, করে নিবেদন, নিতাই না ছেড়ো মোরে॥

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে আত্মনিবেদন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোঁহার চরণ
শরণ না কৈলুঁ আমি।
বিষয়-বিষম- বিষ ভাল মানি
খাইছুঁ হইয়া কামী॥
সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল
বড়ই বিপাক হৈল।

জনমে জনমে এমন কতেক
আত্মঘাতী পাপ কৈল ॥
সেই অপরাধে এ ভব-সাগরে
বান্ধিল এ মায়া-জালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া
আপনি ডুবেছি হেলে ॥
আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব
ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া
নিবেদিছি তুয়া পায় ॥
ও রাঙ্গা চরণ- পরশ কেবল
বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লেহ দীনবন্ধু
আপন চরণ-নায় ॥
তোমার সেবন অমৃত-ভোজন
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল
দাস-গণনাতে লেখ ॥

প্রার্থনা। (বিবিধ)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেম-ধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার ॥
আরে পামর মন! বড় শেল রহল মরমে।
হেন সংকীর্ত্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ কল্পতরু-ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হইল ॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এই মত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥
এ হেন গৌরাঙ্গ-গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস ॥

হা গৌরাঙ্গ ! তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু ।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু ॥
একুলে ওকুলে মুই দিনু তিলাঞ্জলি ।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া ।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ॥

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা ।
পাঞাছি তোমারে কত করিয়া কামনা ॥
আপন বলিয়া মোর নাহি কোন জনা ।
রাখহ চরণতলে করিয়া আপনা ॥
তোমার বদনে কিবা চাঁদের তুলনা ।
দেহ প্রেমসুধারস রহুক ঘোষণা ॥
কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণ ।
বাসুঘোষে দেহ ছায়া তাপিত এ জন ॥

গৌরাঙ্গচাঁদ ! হের নয়নের কোণে ।
শরণ লইনু তোমার শীতল চরণে ॥
দিয়াছি তোমারে দায় মোর কেহ নাই
তুমি দয়া না করিলে যাব কার ঠাঁই ॥

ওহে প্রভু নিত্যানন্দ ! করহ করুণা।
কাতর হইয়া ডাকে দীনহীন জনা ॥
পূর্ব্বে পাপী তরাইলে এবে না তরাও।
পাপিষ্ঠ-উদ্ধার এবার জগতে দেখাও ॥
তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কাঁদিয়া।
পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া ॥
সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে।
শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে ॥
গৌরাঙ্গ নিতাই ! মোরে না কর নৈরাশ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে নরহরি দাস ॥

গোরাচাঁদ ! ফিরি চাও নয়নের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা, যদি তুমি কর ঘৃণা,
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে ॥
তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু, পতিতজনার বন্ধু,
সাধুমুখে শুনিয়ে মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায়, এই মোর উপায়,
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥
মুঞি ছার দুষ্টমতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসৎ পথে ভোর।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর ॥

তোমার কৃপালুতাগুণে অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পূরাহ আমার আশ ফুকারে বৈষ্ণবদাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়॥

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই॥
যে সে কুলে জন্ম হউ, যে সে দেহ পাঞা।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি, তোমার গুণ গাঞা॥
চিরকালের আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায়॥
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ-গানে যেন সদা হঙ ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
অশ্রু কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু॥
যে সে কর প্রভু তুমি একমাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহু মতি॥

অদোষদরশী মোর প্রভু নিত্যানন্দ।
না ভজিলাম হেন প্রভুর চরণারবিন্দ॥

হায়রে না জানি মুঞি কেমন নিষ্ঠুর।
পাঞা না ভজিনু হেন দয়ার ঠাকুর॥
হায়রে অভাগার প্রাণ কি সুখে আছহ।
নিতাই বলিয়া কেন মরিয়া না যাহ॥
নিতাই'র করুণা শুনি পাষাণ মিলায়।
হায়রে দারুণ প্রাণ না দরবে তায়॥
নিতাই চৈতন্য অপরাধ নাহি মানে।
যারে তারে নিজ প্রেমভক্তি করে দানে॥
তাঁর নাম লৈতে না গলয়ে মোর হিয়া।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড় অভাগিয়া॥

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
তিন প্রভু এক তনু মন।
ইথে ভেদবুদ্ধি যার সে যাউক ছারখার
তার হয় নরকে গমন॥
অদ্বৈতের করুণায় জীবে প্রেমভক্তি পায়
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈতচাঁদে পড়িয়া বিষয় ফাঁদে
পাইয়া সে না ভজিনু হেলে॥
ধিক্ ধিক্ মুঞি দুরাচার।
করিনু অসৎ সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ,
না ভজিনু হেন অবতার॥

হাতে গলে বাঁধি যবে যমদূতে লৈয়া যাবে
আঘাত করিবে যমদণ্ড।
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি ভূমে দিব গড়াগড়ি
শ্মশানে লুটিবে এই মুণ্ড॥
আত্মীয় বান্ধব যারা দূরে পলাইবে তারা
তখন ডাকিব মুঞি কারে।
প্রেমদাস দুষ্টমতি না হইল কোন গতি
এমন দয়াল অবতারে॥

নীলাচলে যব্ মঝু নাথ।
দেখিব আপনে জগন্নাথ॥
রামরায় স্বরূপ লইয়া।
নিজভাব ক'বে উঘাড়িয়া॥
মোর কি হইব হেন দিনে।
তাহা কি মুঞি শুনিব শ্রবনে॥
পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে।
গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যাবে॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উভরায়॥
মহানৃত্য কীর্ত্তন বিলাস।
সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ॥

মোর কি এমন দিন হব।
সে সুখ কি নয়নে দেখিব ॥
সকল ভকতগণ মেলি।
উদ্যানে করিবে নানা কেলি ॥
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ।
দেখি মোর পূরিবেক আশ ॥

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ কন্দ,
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুইদিকে শ্রুতি-মূলে মকর কুণ্ডল দোলে,
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে ॥
সুবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবর শুণ্ড,
তাহাতে শোভয়ে হেম দণ্ড।
অরুণ অম্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়,
হেরি কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥
অঙ্গ জিনি শুদ্ধ স্বর্ণ, দুটি আঁখি রক্তবর্ণ,
তাহাতে ঝরায় মকরন্দ।
সুমেরু বহিয়া যেন, গঙ্গা ধারা পড়ে হেন,
দেখি সুর লোকের আনন্দ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলকছটা, যেন কদম্বের ঘটা,
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।

ক্ষীর-দাপ মালসাটে, শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে,
দেখি ব্রহ্ম লোকে করে স্তুতি ॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন,
দিল পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে, আপনার কর্ম্ম দোষে,
না ভজিলাম নিতাই পদদ্বন্দ্বে ॥

হা নাথ গোকুল চন্দ্র হাকৃষ্ণ পরমানন্দ
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকা চন্দ্রমুখি গান্ধর্ব্বা ললিতা সখি
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ
করুণা কটাক্ষ কর দান ॥
দোঁহে সহচরী সঙ্গে মদন মোহন-ভঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কলপ তরু ছায়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন উপায় ॥
হাহা শ্রীদামের সখা কৃপা করি দাও দেখা
হাহা বিশাখার প্রাণ সখি।

দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লেখি ॥
তোমরা করুণা-রাশি তেঞি চিতে অভিলাষি
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি
দীন হীন বৈষ্ণবের দাস ॥

শ্রীরূপগোস্বামি-কৃতং
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-লীলা-
স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্ ॥

(নিশান্ত-লীলা।)

প্রগে শ্রীবাসস্থ দ্বিজকুলরবৈ র্নিস্ফুটবরে।
শ্রুতি-ধ্বান-প্রখ্যৈঃ সপদি গতনিদ্রং পুলকিতম্।
হরেঃ পার্শ্বে রাধাস্থিতিমনুভবন্তং নয়নজৈ-
র্জলৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বরকনকগৌরং ভজ মনঃ ॥ ১ ॥

(প্রাতর্লীলা।)

প্রভাতে প্রক্ষাল্য স্ববদনবিধুং কেশব-কথাং
গৃহালিন্দে প্রেমাকুলিত-হৃদয়ং যঃ প্রিয়জনৈঃ।
ক্রুবন্নাস্তে রাধারস-কলন-ফুল্লো বরতনু-
র্ভজ ত্বং তং গৌরং নিরবধি মনঃ প্রেম-বলিতম্ ॥ ২ ॥

(পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা।)

হরি-বনগতি-লীলাং ব্যাকুলীভূত-গোষ্ঠাং
স্মৃতিবিষয়-গতাং যঃ কারয়ামাস সাক্ষাৎ।
তদনুকরণকারী ভক্তবৃন্দস্থ মধ্যে
তমহমনুভজামি শ্রীল-গৌরাঙ্গচন্দ্রম্॥ ৩

(মধ্যাহ্ণ-লীলা)

সহালি-শ্রীরাধা-সহিত-হরিলীলাং বহুবিধাং
স্মরন্ মধ্যাহ্ণীয়াং পুলকিত-তনুর্গদ্‌গদবচাঃ।
ব্রুবন্ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণ-মধ্যেঽনুকুরুতে
শচীসূনু র্যস্তং ভজ মম মনস্ত্বং বত সদা॥ ৪॥

(অপরাহ্ণ-লীলা)

পরাবৃত্তিং গোষ্ঠে ব্রজনৃপতিসূনো র্বিপিনতো
মহানন্দাম্ভোধেঃ সপদি জনয়িত্রীং স্বহৃদয়ে।
স্মরন্ শ্রীগৌরাঙ্গো নটতি বলতে নিঃশ্বসিতি চ
ক্ষণং মুহ্যন্ সর্ব্বান্ বিবশয়তি যস্তং ভজ মনঃ॥ ৫॥

(সায়ং-লীলা)

সায়ন্তনীং কৃষ্ণ-মনোজ্ঞ-লীলাং
স্নানাসনাদ্যাং হি মুহুর্ব্বিচিন্ত্য।
স্বভক্ত-মধ্যেঽনুকরোতি নিত্যং
তাং যো মন স্বং ভজ গৌরচন্দ্রম্॥ ৬॥

(প্রদোষ-লীলা)

সমুৎকণ্ঠাসন্নাকলিত-হরিবার্ত্তা বত যথা-
ভিসৃত্যাসৌ রাধা হরিমপি নিকুঞ্জে গতবতী।
তথাত্মানং মত্বা কটিনিহিত-পাণি র্বিশতি চ
স্খলন্ গচ্ছন্ গৌরো নটতি ধৃত-কম্পাশ্রুপুলকঃ ॥ ৭ ॥

(নৈশ-লীলা।)

শ্রীশ্রীবাসগৃহে মুদা পরিবৃতো ভক্তৈঃ স্বনামাবলীং
গায়ন্তি গলদশ্রুকম্পপুলকো গৌরো নটিত্বা প্রভুঃ।
পুষ্পারামগতে সুরত্ন-শয়নে জ্যোৎস্না-যুতায়াং নিশি
বিশ্রান্তঃ স শচীসুতঃ কৃতফলাহারো নিষেব্যো মম ॥ ৮ ॥

শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয়-লীলা-
স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রের—

পদ্যানুবাদ।

(শ্রীকৃষ্ণপদদাসবাবাজী মহারাজ কৃত)

শ্রীবাসের কুসুম কাননে। শুয়েছিলা কুসুম শয়নে ॥
শুনি বিহগের কলধ্বনি। জাগিলেন গোরা গুণমণি ॥
কৃষ্ণ-পাশে রাধার শয়ন। স্মরি নীরে ভাসে শ্রীবদন ॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। নিশি শেষে যাহা আচরিলা ॥১॥

তথা হোতে নিজালয়ে গিয়ে। রাধাভাবে রহিলা শুতিয়ে॥
পরভাতে জাগি রস-ভরে। শ্রীবদন পাখালিয়া নীরে॥
বসিলেন সখাগণ সনে। হরি নিশি রস-আলাপনে॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। পরভাতে যাহা আচরিলা॥২॥
স্নানাদিক সমাপন করি। ভাবে ভোর হৈলা গৌরহরি॥
শ্রীকৃষ্ণের কাননে গমন। গোপ গোপী বিয়াকুল মন॥
ভাব-অভিনয়ে ভক্তমাঝে। গরগর গৌর বিরাজে॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। পূর্ব্বাহ্নেতে যাহা আচরিলা॥৩॥
সখীযুক্তা শ্রীরাধা সহিত। হরি-লীলা মধ্যাহ্ন-বিহিত॥
ভাব-ভরে স্মরণ কথন। নিজজন-সহানুকরণ॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা। মধ্যাহ্নেতে যাহা আচরিলা॥৪॥
বন হতে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। আসিছেন ঘরেতে আপন॥
গোপ-গোপী মহাপ্রেমভরে। পুলকিত চাঁদমুখ হেরে॥
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ-চাঁদ মোর। শ্রীরাধার ভাবেতে বিভোর॥
নাচে গায় দীর্ঘশ্বাস বহে। ক্ষণে মূর্চ্ছা বাহ্য নাহি রহে॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। অপরাহ্নে যাহা আচরিলা॥৫॥
সায়াহ্নে কৃষ্ণের স্নানাশন। হৃদয়ে করিয়া বিচিন্তন॥
রাধাবেশে তদনুসরণ। অনুরূপ-লীলা-প্রকটন॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। সায়াহ্নেতে যাহা আচরিলা॥৬॥

প্রাণেশের সঙ্কেত শুনিয়া। শ্রীরাধার বিয়াকুল হিয়া॥
নিকুঞ্জাভিসার সখীসনে! সেই ভাব উপজিয়া মনে॥
অশ্রুকম্পে, পুলকিত-চিতে। চলে কর ধরিয়া কটিতে॥
রসাবেশে স্খলিত-গমনে। উপনীত শ্রীবাস-ভবনে॥
ভজ মন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা। প্রদোষেতে যাহা আচরিলা॥৭॥

শ্রীবাস-ভবনে, নিজগণ সনে,
কীর্ত্তন-নটন-বিনোদ-লীলা।
ভকত সহিত, অশ্রু-পুলকিত,
রাসরসে পহুঁ মগন ভেলা॥
সমাপি কীর্ত্তন, ফলাদি ভোজন,
করি গণসহ কুসুম-বনে।
করেন শয়ন, গোরা প্রাণধন,
ভজ মন তাঁর লীলার গণে॥৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃতং শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়লীলা—স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণয়ো র্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্ত-বিহিতা সান্যৈর্যয়া লভ্যতে।
তাঃ তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যাং সদা সত্তমৈ-
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়-চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজম্॥ ১॥

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎ-স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্ণে স্বগণৈর্সতুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পুর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥ ২॥

রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদি-নিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাম্।
গত্বাঽন্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ সদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ স্বঃসরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সংপূজ্য গৃহীত-চারুবসনঃ স্রক্‌চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু-সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বাহ্ণে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৫ ॥

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়ন্তির্ভৃশং
সাদ্বৈতেন্দু-গদাধরঃ কিল সহ-শ্রীলাবধূতঃ প্রভুঃ।
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতে ভৃঙ্গৈর্দ্বিজৈ নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৬ ॥

যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈ স্তৈ স্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং-
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্ ।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা-চক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
মাত্রা দ্বারি মুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৭ ॥
যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত-সৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ ।
বিষ্ণোস্তৎসময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্ত্বান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৮ ॥
যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষ-সময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথা-পীযূষমাস্বাদয়ন্ ।
প্রেমানন্দসমাকুলশ্চটুলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তনমুর্দ্ধমুত্থমপরস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ৯ ॥
শ্রীবাসাঙ্গন আবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তাল-মৃদঙ্গ-বাদনপরৈ র্গায়স্তিরত্যুল্লসন্ ।
ভ্রাম্যন্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বাগারে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ১০ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেঽষ্টকালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধো র্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীত্যান্বিতো যঃ পঠেৎ
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ১১ ॥

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ-কৃত
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয়
লীলা-স্মরণ প্রার্থনা।

পহুঁ মোর নিতাই গৌর সীতানাথ।
নিজগুণে কৃপা করি তব লীলা-মাধুরী
দেখাও রাখিয়া নিজ সাথ॥
অদোষ দরশী দুঁহু নিতাই অদ্বৈত পহুঁ
আত্মনিবেদন করি তাতে।
সব দোষের আকর গুণলেশ নাহি মোর
রাখ নরোত্তমগণ সাথে॥
এ সবার সঙ্গে রৈয়া নিশান্ত কালেতে যাইয়া
দেখিব গৌরাঙ্গ-রসালস।
বিভাব অনুভাব কত হরষ-বিষাদযুত
সভয়-বচন মৃদু-ভাষ॥
শয্যা হইতে উঠি যবে প্রভাতের কৃত্যে যাবে
শ্রীগুরু-আদেশ পাইয়া আমি।
সুবাসিত জলঝারি কর্পূরচূর্ণ আদি করি
সকলি কি যোগাইব আনি॥

জননী আদেশ পাইয়া অলস ত্যজিয়ে তবে
প্রণাম করিয়া শ্রীচরণে।
তবে সবা সঙ্গে মিলি কহিবে রজনী-কেলি
শুনিয়া হরিষ ভক্তগণে॥
জানিয়া ভাবের আবেশ, গাইবেন সবিশেষ
শুনিয়া হইবে হরষিত।
প্রাতঃকৃত্য আদি করি বসিবে চৌকির উপরি
আনিব তৈল সুবাসিত॥
উদ্বর্ত্তন-আদি পরে, যাবে সুরধুনী-তীরে
ভকত লইয়া জলকেলি।
স্নান পরে সূক্ষ্মবাস পরাইবে এই দাস
গৃহে যাবে নিজগণ মেলি॥
আসিয়া আপন ঘরে, বসিবে আসনোপরে
ভূষণ করিব সব অঙ্গে।
প্রিয় গদাধর তবে ভাগবত বিচারিবে
আস্বাদিবে ভাগবত সঙ্গে॥
ভাবের বিকার যত, প্রকট হইবে কত
সম্বরিয়ে কোন পরসঙ্গে।
অন্তঃপুরে তবে যাইয়া শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া
জলযোগ করাইব রঙ্গে॥

ভোজনে বসিবে যবে ভকত সহিতে তবে
পূরব ভাবেতে হবে ভোর।
ব্যজন লইয়া হাতে দাণ্ডাইব এক ভিতে
দেখিব সে সুখসিন্ধু ওর॥
আচমন করাইব বদনে তাম্বুল দিব
শয়ন করিবে প্রভু যাইয়া।
রাতুল চরণ দুই চাপিব বসিয়া মুই
সেবানন্দে মগন হইয়া॥
জাগিয়া পূর্ব্বাহ্ন কালে, সকল ভকত মিলে
গোষ্ঠাবেশে ভকত-মন্দিরে।
ভাবান্তর হইয়া পুনঃ কৃষ্ণপঞ্চেন্দ্রিয় গুণ
আস্বাদিয়া হইবে বাহিরে॥
পূজিবে সূর্য্যেরে বলি' উপবনে যাবে চলি
স্ফুর্ত্তি মানি আগে কৃষ্ণ-রূপ।
হর্ষ, লজ্জা, ক্রোধ, বাম্য, বিধুমুখে হাস্য, নর্ম্ম
ভাব যত সব অপরূপ॥
চেয়ে গদাধর পানে আমি কৃষ্ণ হেন মনে
পরিহাস করি নানা রঙ্গে।
কলপ-পাদপ-তলে রতন বেদীর'পরে
বসিবে ভকতগণ সঙ্গে॥

গদাধর করে ধরি ভক্তগণ সঙ্গে করি
উত্থান-ভ্রমণ নানা রঙ্গে।
হোরি হিন্দোলাদি করি মধুপান জলকেলি
হেন লীলা দেখিব নয়নে॥
বিপিনে ভোজন করি আপনার দাস বলি
ইঙ্গিত করিবে প্রভু মোরে।
তবে দাসগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সেবামৃত আনন্দ-অন্তরে॥
শয়ন উত্থান করি মাধবী মণ্ডপোপরি
গদাধর সঙ্গে পাশা খেলা।
খেলিয়া আনন্দ ভরে ভ্রমিয়া নদীয়াপুরে
অপরাহ্নে দেখিব সে লীলা॥
আসিয়া আপন ঘরে বসিবে আসনোপরে
সেবন করিব দাসগণে।
গাভীগণ-ধ্বনি শুনি আপনাকে রাধা মানি
অট্টালিকা করি আরোহণে॥
হা হা কাঁহা প্রাণনাথ বলি হবে মূর্চ্ছিত
স্তম্ভ-কম্প-রোমাঞ্চ সহিতে।
আনন্দে পুলক গা দাসগণ করে বা
জাগিয়া প্রলাপ বিপরীতে॥

তবে সম্বরণ করি গৃহান্তরে গৌরহরি
জল খাবে মায়ে সুখ দিতে।
দেব-বন্দনাদি করি মঙ্গল-স্বরূপ হরি
সঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণ সাথে॥
সঙ্কীর্ত্তন সম্বরিয়া প্রদোষ সময়ে যাঞা
সভাতে বসিবে ভক্ত লৈয়া।
যত জন আসে যায় প্রেমে হাসে নাচে গায়
কৃষ্ণরূপ-গুণে মত্ত হইয়া॥
সবারে বিদায় দিয়া ভোজনে বসিবে গিয়া
আচমন করি শয্যা'পরে।
বিশ্রাম করিবে যবে পাদ সম্বাহিব তবে
পুনঃ প্রভু উঠিবে সত্বরে॥
মন-অনুরূপ ভক্ত লৈয়া কৃষ্ণরূপামৃত
আস্বাদিয়া অনুরাগ-ভরে।
ভাবাবেশে অভিসারে যাবে শ্রীবাসের ঘরে
বসিবেন হরিষ-অন্তরে॥
নিজভাবে মগ্ন হইয়া পারিষদগণ লইয়া
করিবেন বিপিন-বিহার।
গঙ্গার পুলিনে গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়্যা
করে সবে রাসের বিহার॥

প্রেমে উনমত্ত হইয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে যাইয়া
করে সবে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ নাচি গড়ি যায়,
কেহ উঠি করয়ে ক্রন্দন॥
নৃত্য, গীত, তাল, মান, সব অতি অনুপাম
বিহার করিবে নিজ সুখে।
বিশ্রাম করিবে যবে সে দিন কি মোর হবে
আম্র আনি ধরিব সম্মুখে॥
দেখি আনন্দিত হইয়া ভক্তগণে বাঁটি দিয়া
কৌতুকেতে করিবে ভোজন।
ধরি গদাধর-করে তবে সুরধুনী-তীরে
হাসি হাসি করিবে গমন॥
ভক্তসহ জলকেলি, বন্যভোজন আদি করি
শয়ন করিবে নিজ ঘরে।
চরণ-সেবন-আশ করে দীন কৃষ্ণদাস
কৃপা করি প্রভু দেহ মোরে॥ ৩

এই কৃপা কর মোরে অদ্বৈত নিতাই।
তোমা সহ গৌরাঙ্গের সেবা যেন পাই॥
ভক্ত সহ তোমার এ লীলা-সূত্র যত।
নরোত্তমগণে রহি দেখি অবিরত॥

দাসগণ সহ তোমা সময় উচিতে।
সেবা করি সুখ দিব এই মোর চিতে ॥
এই লীলা-সূত্রগণ শতধারা-রূপে।
এই কৃপা কর যেন দেখি নবদ্বীপে ॥
যদি মুঞি অপরাধী পতিত-প্রধান।
তবু আশা হয় প্রভু শুনি তুয়া নাম ॥
দন্তে তৃণ ধরি কহে দীন কৃষ্ণদাস।
পূর্ণ কর প্রভু মোর এই অভিলাষ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকালীয়লীলা—

স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশ-শেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈ র্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥
কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।

মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥
রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত-বহুবি-রবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিত-রতিললিতৌ কক্খটীগীঃ-সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি॥
রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়-গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ তাঞ্চাশ্রয়ে॥
পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ র্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্ম নেত্রাং স্মরামি॥
মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত-বিবিধবিকারাদি-ভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখ-ললিতাদ্যালি-নর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বু-বংশীহৃতি-রতি-মধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্ত-নানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোক-পূর্ণপ্রমোদাম্।

কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥
সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিতহৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োঽস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥
রাধাং সালীগণাং তামসিত-সিত-নিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিস্মৃত-যমুনাতীর-কল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥
তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্ম-প্রহেলী-সুলপন-নটনৈঃ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগত-মনসৌ মৃষ্ট-মাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধ-রতিরণৌদ্ধত্য-বিস্তারিতাস্তৌ ॥
তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজন-হিমপয়ঃ-পাদসংবাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশান্তৌ।
বাচা কান্তৈরণাভি র্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিকৃতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকালীয়লীলা-
স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্।

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণমঙ্গলের

পদ্যানুবাদ।

(শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর কৃত)

শ্রীরাধিকা-প্রাণবন্ধু পাদপদ্ম-নখ-ইন্দু,
ব্রহ্মাশিব-শেষ-অগোচর।
প্রেমসেবা সাধ্য যেই গাঢ়লোভে মিলে সেই,
ব্রজবাসি-চরিত-তৎপর ॥
রাগপথে পথি হৈয়া ব্রজভাবে প্রবেশিয়া
লভ্য যেই নৈত্যিক সেবন।
মানসের সেবা যেই, বিস্তার করিয়ে এই,
প্রণমিয়া তাঁহার চরণ ॥ ১ ॥
নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, পরবেশ গোষ্ঠে নিতে
গোদোহন-ভোজনাদি লীলা।
প্রাতঃকালে সায়ংকালে, খেলা সব সখা মিলে,
গোচারণ সঙ্গবের বেলা ॥
মধ্যাহ্নে নিশায় যার, রাধাসঙ্গে সুবিহার,
বৃন্দাবনে হয় মহানন্দে।
অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃৎ-স্থান,
রাখু সেই কৃষ্ণরসকন্দে ॥ ২ ॥

রাত্রিশেষে শুকশারী-আদি পক্ষিগণ,
বৃন্দার নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন সে ধ্বনি শুনিয়া
রসের আলসে তবু রহিলা শুইয়া।
নানা পদ্যে হৃদ্য আর অহৃদ্য বচনে
তবে শুক শারী জাগাইল দুইজনে।
শয্যায় বসিল উঠি কিশোর কিশোরী
আনন্দে মগন দোঁহে দোঁহা-মুখ হেরি।
এই কালে সখীগণ করিলা প্রবেশ
দরশনে বাঢ়ি গেল আনন্দবিশেষ।
নানা পরিহাস কথা নানা সুচাতুরী
নিমগন হৈলা হেরি সে রস-মাধুরী।
কক্‌খটী কহিল তবে "জটিলা আইলা"
তার বাক্যে রাধাকৃষ্ণ সখী চমকিলা।
তবে দোঁহে গেলা নিজ নিজ গৃহমাঝে,
তৃষিত অন্তরে দোঁহে শুইলেন শেষে ॥ ৩ ॥

রাধা স্নাত-বিভূষণা নানাচিত্র বিলেপনা
ব্রজেশ্বার আজ্ঞার কারণ।
সখীগণে সঙ্গে নিয়া তাঁহার ভবনে গিয়া
প্রাতে তথা করেন রন্ধন ॥

কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা, গিয়া ধেনুশালা যথা,
করি তাহাঁ গোদোহন কাজ।
তবে সখাসনে মেলা করিয়া কৌতুক খেলা,
ঘরে আসি স্নান বেদী মাঝ॥
তাহাঁ করি স্নান কাম, তবে সঙ্গে সখা, রাম,
ভোজন করেন রসময়।
শয়ন হইলে তবে, দাসগণ পদ সেবে,
বিবিধ কৌতুক তাতে হয়॥
রাই নিজ সখীসনে কৃষ্ণের শেষান্নাশনে,
বহুরঙ্গে করেন ভোজন।
এইরূপ লীলান্বিত, বৃন্দাবনে বিরাজিত,
রাধাশ্যাম আমার শরণ॥ ৪॥

সখাসনে ধেনু নিয়া কাননে গমন
সব গোষ্ঠবাসিগণ করেন দর্শন।
রাই-সঙ্গ লাগি কৃষ্ণ চঞ্চল অন্তরে
গোচারণ ছাড়ি যান রাধাকুণ্ডতীরে।
তাঁর বন-গমন হেরিয়া ভগ্নমন
শ্রীরাধা করেন নিজ নিলয়ে গমন।
সূর্য্য পূজিবারে জটিলার আজ্ঞা পাঞা
বন্ধুর সন্ধানে নিজ সখী পাঠাইয়া।

আকুল নয়নে পথ-পানে নিরীক্ষণ
পূর্ব্বাহ্নের লীলাকারী দোঁহে স্মর মন ॥ ৫ ॥

রাধাকৃষ্ণ তনু মন, উৎকণ্ঠাতে নিমগন,
তাহে ভেল মিলন দোঁহার।
পরস্পর দরশনে, বিবিধ বিকারগণে,
অঙ্গে যেন ভেল অলঙ্কার ॥
বাম্য, হর্ষ, চপলতা, নানা নর্ম্ম, সুখকথা,
অঙ্গভঙ্গী, ভ্রূনেত্র-চালন।
বংশী-হৃতি, ফাগু-খেলা তারপর দোললীলা
তবে মধু-পান লীলাগণ ॥
তবে হয় রতিলীলা, তার পাছে জলখেলা,
অঙ্গ-বেশ, ভোজন, শয়ন।
শুক-পাঠ, পাশাখেলা সূর্য্যপূজা আদিলীলা
আনন্দ-সাগরে নিমগন ॥
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে, তৃপ্ত হন রসরঙ্গে
সেবা করে সব পরিজন।
হৃৎকর্ণ-রসায়ন, এই সূত্র-লীলাগণ
মধ্যাহ্নের মানসী স্মরণ ॥ ৬ ॥

তবে রাই গিয়া ঘরে নিজ রমণের তরে,
নানা উপহার বিরচিয়া।

ভাল করি স্নান কৈলা, রম্যবেশ বানাইলা
সুখী হৈলা কান্তে নিরখিয়া।
অপরাহ্ন কাল হেরি, শ্রীকৃষ্ণও ব্রজপুরী,
চলিল সখা ও ধেনু নিয়া!
শ্রীরাধার মুখ দেখি, আনন্দে ভরিল আঁখি,
অতি তৃপ্ত হইলেক হিয়া॥
পিতা আদি গুরুজন, সবা সহ সুমিলন,
বহু লালিলেন মাতাগণ!
এই অপরাহ্ন লীলা সূত্র করি প্রকাশিলা
সদা এই আমার স্মরণ॥ ৭॥
সায়ংকালে হৈয়া সুখী শ্রীরাধিকা সুধামুখী
আপনার সখীগণ দিয়া।
পরম প্রেমের ভরে, নিজ রমণের তরে,
বহু ভোজ্য দিল পাঠাইয়া॥
কৃষ্ণের ভোজন হ'লে প্রসাদাবশেষ তুলে
তাঁহারা আনিলা রাই-স্থানে।
আহার করিয়া তাই, প্রমোদে পূর্ণিতা রাই,
হইলেন সখীগণ সনে॥
শ্রীগোবিন্দ স্নান করি, অঙ্গে রম্যবেশ ধরি,
লালিত হইয়া মাতৃকরে।

পক্কান্নাদি ও রসালা আনন্দে ভোজন কৈলা,
চলিলেন গোদোহন তরে ॥
করি গোদোহন লীলা, নানা সুকৌতুক খেলা
পুনঃ আসি আপন ভবন।
করি সবে সুখদান, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খান
এই লীলা আমার স্মরণ ॥ ৮ ॥
প্রদোষের আগমনে, সখী সবে হর্ষমনে
অভিসারতরে শ্রীরাধায়।
শুক্লা কৃষ্ণা যামিনীর, যোগ্য বেশ করি স্থির,
সযতনে সেরূপে সাজায় ॥
বৃন্দাদত্ত উপদেশে কৃষ্ণ-বিমোহিনী বেশে,
সখীসহ যমুনার তীরে।
কল্পবৃক্ষ কুঞ্জগণ, যাহা অতি সুশোভন,
তথা যান হরষের ভরে ॥
গোবিন্দ প্রদোষ কালে, গোপগণ সহ মিলে,
গুণি-কলা-কৌতুক দেখিয়া।
সবে করি সুখদান, সভা হৈতে ঘরে যান,
গুণিগণে পুরস্কার দিয়া ॥
মাতা অতি যত্ন করি, ঘরে আনাইয়া হরি
মনোসুখে করান শয়ন।

ক্ষণেক শুতিয়া কৃষ্ণ, অন্তরে হইয়া তৃষ্ণ
সুখে কুঞ্জে করেন গমন ॥
রাধাকৃষ্ণে দরশন, আনন্দে ভরয়ে মন,
নানাভাবে দুঁহু অঙ্গ ভরে।
সখীসঙ্গে পরিহাস, রসময় সুবিলাস,
স্মরি আমি আপন অন্তরে ॥ ৯ ॥

আকুলিত-মনা দুঁহু লব্ধসঙ্গ হৈলা,
বৃন্দাদেবী আরাধিয়া বাহিরে আসিলা ॥
গান, নর্ম্ম, প্রহেলিকা, নৃত্যগীতরঙ্গে।
বন-বিহরণ কৈলা সখীগণ সঙ্গে ॥
নানাবিধ, ক্রীড়া, রাস, জলকেলি আদি।
আচরি অনঙ্গরসে হইলা উন্মাদী ॥
মধুপান, নিকুঞ্জে উদ্দাম-রতি-রণ।
আচরিলা রাই কানু হইয়া মগন ॥
গন্ধমাল্য, তাম্বুল ও সুশীতল বারি।
দিয়া, সেবে সখীগণ ব্যজনাদি করি ॥
শ্রীচরণ-সম্বাহনে মহাসুখ দিয়া।
অলসিত হেরি গেলা বাহিরে চলিয়া ॥
কান্ত-রতি-কেলি অন্তে নিদ্রিত দুজনে।
স্মরি!—সুপ্তা, বচনে রণিতা সখী সনে ॥ ১০-১১ ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিচরণ-কৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণমঙ্গলের শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

চারিসম্প্রদায়।

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈ র্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ)

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥

(প্রমেয়রত্নাবলী)

শ্রীমাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী

শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণ)—ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাসদেব—মধ্ব্যাচার্য্য—পদ্মনাভ—নরহরি—মাধব—অক্ষোভ—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—দয়ানিধি—বিদ্যানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম্ম—পুরুষোত্তম—ব্রহ্মণ্য—ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি—মাধবেন্দ্রপুরী—ঈশ্বরপুরী—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীমাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের ধামছত্র।

ধর্ম্মশালা—অবন্তিকাপুরী।

ধাম—বদরিকাশ্রম।

সুখবিলাস—নৈমিষারণ্য।

ক্ষেত্র—অঙ্গপাত।

পরিক্রমা—লৌহগড়।

দেবী—মঙ্গলা।

তীর্থ—অলকানন্দা।

ইষ্ট—সাবিত্রী।

উপাস্য—ব্রহ্ম।

গায়ত্রী—বিষ্ণু।

মন্ত্র—বিষ্ণুহংস।

দ্বার—মুখ।

আচার্য্য—ত্রিকাল।

শাখা - অদ্বৈত।

গোত্র—অচ্যুতানন্দ।

বর্ণ—শুক্ল।

আহার—হরিনাম।

ঋষি—পরমহংস।

ভিক্ষা—নিষ্কাম।

দেবতা—নারায়ণ।

পার্ষদ—নন্দ।

বেদ—অথর্ব্ব।

সম্প্রদায়—ব্রহ্ম।

মুক্তি—সালোক্য।

কৃষ্ণগাদী—উরূপী।

আখড়া—বলভদ্রী।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

(ভজ) নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

(জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

ভক্তিকল্পবল্লরী বীজ।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেঁচে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতীমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তারে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥

কিন্তু যদি লতা সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হ'য়ে মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মুল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়ে।
লতা অবলম্বি মালী কল্প বৃক্ষ পায়ে॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
শুদ্ধাভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধাভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধাভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

ভক্তি-কল্পবল্লরীর শত্রুগণ।

১। যানে বা পাদুকাসহ শ্রীমন্দিরে গমন।
২। দোল জন্মোৎসবাদি না করণ বা না দর্শন।
৩। শ্রীভগবদগ্রে প্রণাম না করণ।
৪। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাদিতে দর্শনাদি।
৫। এক হস্ত দ্বারা প্রণাম।
৬। শ্রীভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ।
৭। শ্রীভগবৎ সম্মুখে পাদ প্রসারণ।
৮। শ্রীভগবদগ্রে পর্য্যঙ্ক বন্ধন।
৯। শ্রীভগবদগ্রে শয়ন।
১০। শ্রীভগবদগ্রে ভোজন।
১১। মিথ্যা ভাষণ।
১২। শ্রীভগবৎ সম্মুখে উচ্চ কথন।
১৩। গ্রাম্যকথা আলাপন।
১৪। মায়ারোদন।
১৫। পরস্পর কলহ করণ।
১৬। শ্রীভগবদগ্রে কাহাকেও পীড়ন।
১৭। শ্রীভগবদগ্রে কাহাকেও অনুগ্রহ করণ।
১৮। অন্যের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ।

১৯। কম্বল গাত্রে সেবার কার্য্য।

২০। পরনিন্দা।

২১। পরস্তুতি।

২২। অশ্লীল কথন।

২৩। শ্রীভগবদগ্রে অধোবায়ু ত্যাগ।

২৪। শক্তি থাকিতেও সামান্য উপচারে অর্চ্চনা।

২৫। অনিবেদিত ভক্ষণ।

২৬। দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ নিবেদন।

২৭। শ্রীভগবৎ সম্মুখে অন্যকে প্রণাম।

২৮। ইষ্টদেবকে পিছনে রাখিয়া উপবেশন।

২৯। কালোচিত ফলাদি শ্রীভগবানকে না দেওন।

৩০। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে স্তব না করা।

৩১। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে শাস্ত্রব্যাখ্যা।

৩২। আত্মশ্লাঘা।

৩৩। অন্য দেবতা নিন্দা।

৩৪। রাজান্ন ভক্ষণ।

৩৫। অন্ধকার গৃহে শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ।

৩৬। যথাবিধি শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ না করণ।

৩৭। বিনাবাদ্যে শ্রীমন্দির দ্বারমোচন।

৩৮। মৎস্য মাংসাদি নিবেদন।

৩৯। পূজাকালে বাক্যালাপ।

৪০। পূজার সময় মলত্যাগ হেতু গমন।

৪১। গন্ধমাল্য না দিয়া ধূপ দেওন।

৪২। অযোগ্য বা প্রার্থিত পুষ্পে পূজা।

৪৩। শ্রীভগবৎ শাস্ত্র অমর্য্যাদা ও অন্য শাস্ত্র অবলম্বন বা প্রচার করণ।

৪৪। শ্রীভগবদগ্রে তাম্বুল চর্ব্বণ।

৪৫। এরণ্ড পত্রস্থিত পুষ্পে পূজা।

৪৬। আসুরিককালীন অর্চ্চনা।

৪৭। পূজাকরণ হেতু অহঙ্কার।

৪৮। হস্ত, পদ, মুখ না ধুইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ।

৪৯। অবৈষ্ণব-পক্ক অন্ন নিবেদন।

৫০। শ্রীগণেশের পূজা না করিয়া শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চন।

৫১। নির্ম্মাল্য প্রসাদাদির অমর্য্যাদা।

৫২। শ্রীভগবানের নামে শপথ।

৫৩। দন্তমার্জ্জনাদি না করিয়া, স্ত্রীসম্ভোগ, ঋতুমতী নারী, প্রদীপ, মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ বস্ত্র, অধৌত বস্ত্র, অন্যের বস্ত্র, মলিন বস্ত্র পরিয়া শব দর্শন করিয়া, ক্রোধ করিয়া, শ্মশান ক্রিয়া অবস্থায়, ভুক্ত দ্রব্যের

অজীর্ণাবস্থায়, তিল, খলি, মাংস ও মাদক দ্রব্যাদি সেবন করিয়া, তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ বা সেবাদি করণ।

৫৪। শ্রীবিগ্রহ স্নানকালে বাম হস্তে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ।

৫৫। নামাপরাধ ঃ—

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশ্বর জ্ঞান।
গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্য সমান॥
বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র আগম নিন্দন।
নামে অর্থবাদ আর কুব্যাখ্যা করণ॥
নাম বলে পাপকর্ম্মে কয়য়ে প্রবৃত্তি।
নাম ন্যূন জ্ঞানে অন্য শুভকর্ম্মে মতি॥
অশ্রদ্ধালু জনে করে নাম উপদেশ।
নামের মাহাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের নিন্দা আদি কিঞ্চিৎ করণ।
নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ॥

ভক্তিকল্পবল্লরী সংরক্ষণোপায়।

১। শ্রীগুরুপদাশ্রয়।

২। তৎসমীপে দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ।

৩। ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁহার সেবা।

৪। সৎমার্গে গমন।

৫। শ্রীভাগবদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।

৬। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ।

৭। শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস।

৮। মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী আহার।

৯। অন্য অভিলাষ শূন্য।

১০। একাদশী ব্রতাদি পালন।

১১। ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র, বৈষ্ণব মর্য্যাদা।

১২। অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ।

১৩। বহু শিষ্য ত্যাগ (প্রতিবন্ধক স্বরূপ বোধ হইলে)।

১৪। বহুশাস্ত্রাভ্যাস বা ব্যাখ্যা বর্জ্জন।

১৫। ব্যবহারিক লাভ লোকসানে সমভাব।

১৬। অন্য দেব, অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করা।

১৭। শোক, মোহ, ক্রোধাদির বশীভূত না হওয়া।

১৮। প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া।

১৯। শ্রবণ (শ্রীগ্রন্থ পাঠাদি)।

২০। কীর্ত্তন।

২১। পূজা।

২২। স্মরণ (লীলাদি)।

২৩। বন্দন।

২৪। পরিচর্য্যা।

২৫। সখ্যতা স্থাপন (স্বীয় ইষ্টে)।

২৬। দাসত্ব অবলম্বন (স্বীয় ইষ্টের)।

২৭। শ্রীভগবৎ সমীপে আত্ম নিবেদন।

২৮। তদগ্রে নৃত্য।

২৯। তদগ্রে গীত (লীলাদি)।

৩০। তদগ্রে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

৩১। শ্রীমুর্ত্তি দর্শনে উত্থিত হওয়া।

৩২। শ্রীবিগ্রহের অনুগমনাদি করা।

৩৩। শ্রীমন্দিরে গমন।

৩৪। পরিক্রমা।

৩৫। স্তব পাঠ।

৩৬। জপ।

৩৭। সংকীর্ত্তন।

৩৮। ধূপ, মাল্য, গন্ধাদি প্রদান।

৩৯। শ্রীমূর্ত্তি সেবন।

৪০। আরতি করণ বা দর্শন।

৪১। কালোচিত মহোৎসবাদি সাধ্যমত করা॥

৪২। শ্রীবিগ্রহ দর্শন।

৪৩। প্রিয় বস্তু নিবেদন।

৪৪। ধ্যান।

৪৫। শ্রীতুলসী সেবন।

৪৬। শ্রীবৈষ্ণব সেবন ও অথিতি সৎকার।

৪৭। স্বজাতীয় সঙ্গ করা।

৪৮। শ্রীমথুরামণ্ডলে বা শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস॥

৪৯। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ বা শ্রবণ।

৫০। স্বীয় ইষ্টার্থে অখিল চেষ্টা।

৫১। স্বীয় ইষ্টের একান্ত শরণাপন্ন হওয়া।

৫২। স্বীয় ইষ্টদেবের বা ভক্তের নিন্দা না শ্রবণ করা॥

৫৩। শ্রীগ্রন্থের সেবন।

৫৪। শ্রীভগবচ্চরণামৃত সেবন।

৫৫। শ্রীবৈষ্ণব-পদরজ, অধরামৃত সেবন।

৫৬। তিলক, মালাদি ধারণ।

৫৭। শ্রীহরিনামাক্ষর অঙ্গে ধারণ।

৫৮। কার্ত্তিকেয় ব্রতাদি পালন।

৫৯। রসিক ভক্তসহ শ্রীভাগবতার্থ আস্বাদন।

৬০। ধূপ দীপাদির সৌরভ গ্রহণ।

৬১। স্বীয় ইষ্টদেবের কৃপা অবলোকন করিয়া থাকা।

৬২। অলজ্জিতভাবে ভজন প্রণালী যাজন।

৬৩। শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যাদি ধারণ।

৬৪। শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন।

নিন্দাশূন্য নম্রভাব সবার স্তবন।
অভ্যাগত আহূত ব্যক্তির চরণ বন্দন॥
সর্ব্বদাই নিজদোষ রাখিবে স্মরণ।
অন্যের দোষ দেখি, না কর নিন্দন॥
মায়া গাঢ় অন্ধকার (লীলা) না দেয় দেখিতে।
নাম নামী সূর্য্য হৃদে জাগাও অগ্রেতে॥
শ্রীমূর্ত্তিতে নিত্যলীলা করি অনুভব।
আবাহন, নিবেদন, নাম, মন্ত্র, স্তব॥
স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়।
নষ্টদোষ ঘটাইলে নিজে নষ্ট হয়॥

ভক্ত ভুক্ত অবশেষ, ভক্তপদ জল।
নিতাই কৃপা পাইবার সাধন সম্বল॥
নিত্যানন্দ ধন অগ্রে সঞ্চয় হইলে।
শ্রীগৌরাঙ্গ পতি তার অনায়াসে মিলে॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ পতি দিলে আলিঙ্গন।
বৃন্দাবনে কুঞ্জে বাস রাধারমণ প্রাণ॥

শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন যজ্ঞের

শুভ অধিবাসের ফর্দ্দ।

গঙ্গাজল ও মৃত্তিকা, চন্দন, তুলসী, পুষ্প, মালা অন্ততঃ (৪০।৫০টী) দূর্ব্বা, ধান্য ৴।০ পোয়া. আতপতণ্ডুল ১ তোলা, পাঁচটী শীষযুক্ত ডাব, পাঁচটী আম্র-পল্লব, পাঁচটী ঘট, কলাগাছ ৪টী, পঞ্চগুঁড়ি, ৬টী অখণ্ড-বৃন্তযুক্ত পান, ৬টী অখণ্ড সুপারী, ৬টী ধাতু খণ্ড (অভাবে মুদ্রা), ৬টী গৌপ্যাঙ্গুরী, ৬টী পৈতা, পঞ্চামৃত, কর্পূর, ধূপ, ধুনা, গুগ্ গুল, বরণডালা. (স্বস্তিক. দর্পণ. শিলাখণ্ড. চন্দন, গঙ্গামৃত্তিকা, ধান্য দূর্ব্বা, পুষ্প একছড়া অখণ্ড কদলী. দধি, ঘৃত, মধু, শঙ্খ, কজ্জল, হরিদ্রা, গোরোচনা, আতপতণ্ডুল, পঞ্চরত্ন [মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য, ও স্বর্ণ ; এগুলির অভাবে অন্য কোনও মুদ্রা], আলতা, সিঁন্দুরসহ কৌটা হরিদ্রাসূত্র, লৌহ, চামর দীপ, [সগব্যঘৃত], যব, শ্বেতসর্ষপ ও দুগ্ধ সামান্যমাত্র) প্রমান পাড়যুক্ত ধুতি তিনখানি ও তিনখানি চাদর, পাড়বিহীন তিনখানি ধুতি ও চাদর তিনখানি, শ্রীবৃন্দাদেবীর জন্য প্রমাণ শাড়ী একখানি। শ্রীশ্রীখুন্তীর কাপড় (প্রত্যেক খুন্তীর এক একখানি প্রমাণ গামছা) পৃথকভাবে প্রমাণ গামছা ১০খানি, মোট গামছা ১২খানি, মাটীর প্রদীপ মাঝারী দুইটী ও বড় একটী জাগ প্রদীপ জাগ প্রদীপ রাখিবার জন্য মাটীর হাঁড়ী বড় ১টী ও মুখে ঢাকা দিবার সরা একটী, দধিমঙ্গলের জন্য মাঝারী হাঁড়ী একটী. খোলমঙ্গলের ৩ হাত লম্বা ও ঐ চওড়া ২।৩ খানি বস্ত্র আবশ্যকমত, জাগ প্রদীপের জন্য গব্যঘৃত ৴২ সের (দিবারাত্রির মত) ভোগাদির জন্য ফলমিষ্টান্নাদি আবশ্যকমত—এই সংক্ষিপ্ত তালিকা। ৬৪ মহান্তের ভোগ ইত্যাদি বৃহদনুষ্ঠানে কাপড় গামছাদি প্রত্যেক আসনে দিতে হইবে ও অন্যান্য দ্রব্যাদিও সেই অনুসারে দিতে হইবে।

ইতি শ্রীগ্রন্থ সম্পূর্ণ।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

১। সংক্ষিপ্ত নিত্যক্রিয়া ও বৈধীক্রিয়া পদ্ধতি—

মূল্য—॥০

২। শ্রীশ্রীরূপসনাতন স্তোত্র—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন ভট্ট গোস্বামি প্রণীত (পদ্যানুবাদ সহ) মূল্য—।৵০

——(:*:)——

৩। চরিত সুধা অর্থাৎ শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের জীবন চরিত। সমগ্র ছয়খণ্ডে সমাপ্ত।
প্রতি খণ্ডের মূল্য—১৲ একত্র ছয়খণ্ডের

মূল্য - ৫৲

৪। The Life of Love or The True salt of the Earth.
By Narendra Nath Chatterjee.

Price Re 1/8.

৫। The Mystry of Life.

By a graduate

Price Re 1/-

প্রকাশক—শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়।
শ্রীরাধারমণ বাগ,
শ্রীধাম-নবদ্বীপ।